A29 - 1614

ঊ/৩২০

৬২৭-১০/১১/৭৫

নীতি-প্রবন্ধ-মালা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, এম্ এ, বি এল্

প্রণীত।

কলিকাতা,

১৫ নং বণিকপুষ্করিণী হইতে

শ্রীহেমচন্দ্র দে দ্বারা প্রকাশিত।

১৮১১ শক।

[*All rights reserved.*]

PRINTED BY M. N. DAY. AT THE HINDU PRESS,
61 AHERITOLLA STREET.
CALCUTTA.

620

ভূমিকা। প/৭২০

নীতি-প্রবন্ধ-মালা প্রকাশিত হইল। ইহাতে নিত্য জীবনের ধর্ম্ম, সমাজ ও বিষয় সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা প্রবন্ধাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভাষার লালিত্য বা অলঙ্কারের চাকচিক্য প্রদর্শন এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, বি এল্, নিত্য জীবনের কতকগুলি নিয়মাবলী পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করিবার জন্য আমাকে এক সময়ে অনুরোধ করেন। তাঁহার সেই সাধু ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। বিষয়টী অতি গুরুতর। সমস্ত জীবন-নীতি এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে বিনিবেশিত হইবে কোনমতেই আশা করা যাইতে পারে না। কতকগুলি বিষয়মাত্র ইহাতে প্রকটিত হইল। স্বকীয় জীবনের উন্নতির পথ প্রত্যেককে নিজেই প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই পথের কয়েকটী রেখামাত্র এই পুস্তকে অঙ্কিত হইল। অবশিষ্ট সমস্ত, চিন্তাশীল পাঠক কর্ত্তৃকই সমাহিত হইবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকদ্বারা পাঠকের হৃদয়ে যদি অণুমাত্রও ধর্ম্ম এবং নীতি-বিষয়ক ভাব উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলেই ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কলিকাতা, বণিকপুষ্করিণী
২৯ শে আশ্বিন ১৮১১ শক। } শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

সূচিপত্র।

	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১।	সৌন্দর্য্য	১
।	সদ্দৃষ্টান্ত	৩
।	বৈরিতা	৫
।	পরোপকার	৮
।	যথার্থ সুখী কে ?	১১
৬।	স্ত্রী	১৩
৭।	স্বার্থপরতা	১৫
৮।	বন্ধুতা	১৬
৯।	পরিশ্রম	১৮
০।	প্রতিজ্ঞা	২১
১।	ক্রোধ	২৪
২।	বস্ত্রহরণ	২৬
৩।	একাগ্রতা	২৮
১৪।	ধৈর্য্য	৩০
১৫।	সহানুভূতি	৩২
৬।	দানশীলতা	৩৪
৭।	প্রশংসাপত্র	৩৬
১৮।	দুঃখ	৩৯
১৯।	স্বর্ণখনি	৪১
২০।	প্রীতি	৪৪

বিষয়		পৃষ্ঠা।
২১।	রচনা	৪৭
২২।	প্রায়শ্চিত্ত	৪৯
২৩।	কথোপকথন	৫২
২৪।	লক্ষ্যবস্তু	৫৪
২৫।	কুসংস্কার	৫৬
২৬।	মতামত	৫৮
২৭।	ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার	৬১
২৮।	বিষাদ	৬৩
২৯।	ধূর্ত্ততা	৬৫
৩০।	পণরক্ষা ও জেদ্	৬৮
৩১।	মহত্ত্ব	৭০
৩২।	আশা	৭২
৩৩।	কল্পনা	৭৫
৩৪।	যৌবন ও বার্দ্ধক্য	৭৭
৩৫।	মৃত্যু	৮০
৩৬।	আত্মগরিমা	৮২
৩৭।	পরিমিতব্যয়িতা	৮৪
৩৮।	কুদৃষ্টি	৮৭
৩৯।	বৈষয়িক অধীনতা	৯০
৪০।	মায়া	৯২
৪১।	শুদ্ধাচার ও পবিত্রতা	৯৪
৪২।	বৈষয়িক বুদ্ধি	৯৭
৪৩।	সামাজিক ভীতি ও সম্মাননা	১০০

৴৮

	বিষয়	পৃষ্ঠা।
৪৪।	নিয়ম বা কার্য্য-শৃঙ্খলা ...	১০২
৪৫।	ঋণ	১০৪
৪৬।	বিবাহ	১০৭
৪৭।	ধনের অপব্যবহার	১১০
৪৮।	ঈশ্বরের অস্তিত্ব	১১২
৪৯।	ধনসঞ্চয়	১১৪
৫০।	পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি ...	১১৭
৫১।	সত্য	১২০
৫২।	অনুরোধ	১২৫
৫৩।	ক্ষমতা	১২৮
৫৪।	সততা বা সরলতা	১৩০
৫৫।	আত্মহত্যা	১৩২
৫৬।	ক্রোধ এবং ভালবাসার নিত্যযোগ ...	১৩৫
৫৭।	সন্দেহ	১৩৮
৫৮।	গৃহীর পাপ	১৪১
৫৯।	পরপ্রশংসা	১৪৩
৬০।	কার্য্যতৎপরতা	১৪৬
৬১।	ক্ষুদ্রদৃষ্টি	১৪৯
৬২।	বিনয়	১৫২
৬৩।	কৃতজ্ঞতা	১৫৪

নীতি-প্রবন্ধ-মালা।

১। সৌন্দর্য্য।

প্রকৃত সৌন্দর্য্য কোথায়? সকলেই বাহ্যিক অঙ্গসৌষ্ঠবের শোভা পরিবর্দ্ধনে যত্নশীল। যুবক নিজ কর্ত্তব্য-সম্পাদনের সময় হইতেও সময় কর্ত্তন করিয়া কেশ-বিন্যাস বা বেশ-বিন্যাসে তৎপর। প্রগল্‌ভা তরুণীগণের কথা ত স্বতন্ত্র। কিন্তু হৃদয়-সৌন্দর্য্য-বিরহিত নর বা নারী গভীরান্ধকারাচ্ছন্ন-গিরি-গহ্বর, অথবা জ্যোৎস্না-বিরহিত-পূর্ণিমা-নিশা সদৃশ। কেহ বলিয়াছেন, চত্বারিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মনুষ্যমাত্রেই সুন্দর কিম্বা কুৎসিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক সুন্দর হইবার অধিকার সকলেরই সমান। ঈশ্বর-প্রদত্ত এই অধিকার যে অবহেলা করে, সে চিরকুৎসিত রহিয়া যায়।

বাহ্যিক সৌন্দর্য্য নদীর বান। বর্ষাপগমে নদীর যে স্থির-ভাব, তাহাই উহার সুন্দরতা। দর্শনেই যদি তোমার প্রতি স্নেহ বা ভক্তির সঞ্চার না হইল, তবে তোমার সুন্দরতা কোথায়? যে আস্য-সন্দর্শনে হৃদয় পুলকিত হয়, তাহাই সুন্দর। ইন্দ্রচাপ সদৃশ ভ্রূযুগল অথবা আকর্ণ-বিস্ফারিত নেত্র আপাততঃ নয়ন-রঞ্জক বটে; কিন্তু যদি হৃদয়ের

কোমলতা সেই নয়ন-যুগলে বিস্ফুরিত না হয়, যাহা নয়ন-রঞ্জক ছিল, তাহা অবিলম্বেই বিপরীত ভাব ধারণ করে।

লজ্জাবতীলতার অবনতি ও সঙ্কোচ-ভাবই সুন্দরতা। ললনার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে, পুরুষের সৌন্দর্য্য মধুরতাময় মৃদু-স্বভাবে। সাধ্বী সন্তুষ্টচিত্তা অঙ্গনার মধুরতা আর চাকৃচিক্য-শালিনী-প্রগল্‌ভা তরুণীর ধৃষ্টতা, এই দুইয়ের পার্থক্য দৃষ্টি-মাত্রেই অনুভূত হয়। একের প্রতি হৃদয়ের স্নেহ-ভক্তি এবং অপরের প্রতি ঘৃণা-ক্রোধ স্বভাবতই উপজাত হয়। রমণীগণের দোষ ত ক্ষমণীয়, কিন্তু পুরুষের ধৃষ্টতা ভয়া-নক ও ঘৃণার্হ।

পরিজন-পরিচর্য্যানুরতা পতিব্রতা কামিনীর প্রফুল্লানন অতীব সুন্দর। অনন্ত-শয্যা-শায়ি-নারায়ণ-পদ-সেবা-নিযুক্তা কমলার সুন্দর মূর্ত্তি আরও কমনীয়া।

প্রাণীদিগের শৈশবই সুন্দর। শিশুর সৌন্দর্য্য নির্দ্দো-ষিতা। এই জন্য বাইবেলে পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে, শিশু-গণেরই স্বর্গরাজ্য; মনুষ্য শিশু সদৃশ না হইলে সেই স্বর্গ-রাজ্যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। যিনি নির্দ্দোষিতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সকলকেই আত্মীয়বৎ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিই ধন্য।

ফলভারাবনত পাদপরাজী স্বভাবতই সুন্দর। তদ্রূপ জ্ঞানাবনত মানবাত্মার গম্ভীরমূর্ত্তি অতীব মনোহারিণী। সত্যোৎসাহে উৎসাহিত মানবাত্মার নির্ভীকতা, তাঁহার পর-সেবায় আত্মসমর্পণ, তাঁহার পরদুঃখে কাতরতা প্রভৃতি হৃদয়-কুসুম অবলোকনে কাহার না হৃদয় প্রফুল্ল হয়? যে ব্যক্তি

ঐ সকল সদ্‌গুণকে নিয়ত হৃদয়ে পোষণ করেন, তিনিই ধন্য, এবং যাহারা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়-ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ, তাহারাও ধন্য।

২। সদ্দৃষ্টান্ত।

প্রত্যেক মনুষ্য-জীবন এক একটী প্রস্ফুটিত প্রসূন স্বরূপ। চতুর সুজন ঐ কুসুম হইতে কেবল মধু আহরণ করিয়া নিত্য চরিতার্থতা লাভ করে। কিন্তু সাধারণ মানব-প্রকৃতি পুরীষাসক্ত গোবরিয়া পোকার প্রকৃতি সদৃশ। তাহার ভ্রমরতুল্য চতুরতা থাকিলে সে নিয়ত পুষ্পেরই সংস্পর্শে আসিত, এবং উহারই অমৃত গ্রহণ করিত।

লোকে কুদৃষ্টান্তের ভয়ে ভীত। বাল্য-প্রকৃতির পক্ষে ইহা ভয়ের কারণ বটে, কিন্তু অন্যে কেন উহাতে আতঙ্কিত হইবে? প্রসিদ্ধ আছে যে, নৃত্যানভিজ্ঞ ব্যক্তিই প্রাঙ্গনের দোষারোপ করিয়া থাকে। বাস্তবিক মনুষ্য আপনার দোষেই নষ্ট হয়। প্রত্যেক দৃষ্টান্তই মানবের শিক্ষার জন্য। যে ব্যক্তি কুদৃষ্টান্ত দর্শনে আপনি সতর্ক হয়, এবং তদ্দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া অপরকেও শিক্ষা প্রদান করে, সেই প্রকৃত চতুর। পাতিত ফাঁদ দর্শনে জ্ঞানহীন পশুজাতিও তথা হইতে পলায়ন করে। মনুষ্য যদি প্রত্যেক জীবন-দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেই অসমর্থ হয়, তবে তাহার দূরদর্শিতাভিমান বৃথা এবং মূলহীন।

মানব! তুমি অনুকরণ-প্রিয়। পরের পরিচ্ছদটী ভাল

দেখিলে তদ্রূপ নিজের করিতে ইচ্ছা কর। হৃদয়ের সুন্দর পরিচ্ছদ-গুলি কেনই বা গ্রহণে তৎপর না হইবে? বিপণিতে দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে ভাল ভাল সামগ্রীগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লও। হৃদয়-বাজারের উত্তম সামগ্রী-নিচয় কেনই বা না বাছিয়া আপনার করিবে। অনুকরণের উৎকর্ষেই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতা সমুৎপন্ন হয়। যাহার জীবন-ভাণ্ডারে যাহা উৎকৃষ্ট দেখিবে, যদি তাহা গ্রহণ করিতে না পারিলে, ফলে তুমি কেবল আপনাকেই বঞ্চিত করিলে।

কথিত আছে, হংস নীর পরিত্যাগ করিয়া কেবল ক্ষীরই গ্রহণ করিয়া থাকে। সুশিক্ষিত মানসই সেই হংস। স্বীয় মনকে যদি ঐ ক্ষীরগ্রাহী হংস স্বরূপ করিতে না পার, সভ্য জীবনের শ্লাঘাই বৃথা। অজ্ঞান বন্য জাতিরাই ত উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট নির্ব্বাচনে অপারগ। যদি তুমি তাহাদিগের হইতে পার্থক্য দেখাইতে না পারিলে, তবে তোমার জ্ঞানের গরিমা কোথায়? তোমার জীবনের উৎকর্ষই ভাবী সন্তান-সন্ততির আদর্শ। যদি প্রত্যেক জীবনের উৎকর্ষ আপনার জীবনের অংশীভূত করিতে না পারিলে, কেবল আপনিই যে মনুষ্যত্ব লাভে বঞ্চিত হইলে এমন নহে, ভবিষ্যতের চক্ষেও তুমি কলঙ্কিত হইলে।

উচ্চজীবন কি?—সকল উৎকর্ষের সমষ্টি। এই উচ্চ-জীবন লাভের ক্ষমতা প্রত্যেক মানবের হস্তে অর্পিত হই-য়াছে। সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহারই ঈশ্বর-প্রণোদিত কার্য্য; আর অপব্যবহারই আপন বিনাশের কারণ। যিনি আধ্যা-ত্মিকরূপে মহাপুরুষ-শোণিত-পান এবং মহাজন-মাংস ভোজন

দ্বারা আপন আত্মার পুষ্টিসাধনে ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন, তিনিই ধন্য।

৩। বৈরিতা।

অগ্নির দাহকতা এবং মনুষ্যের বৈরিতা উভয়ই সমান। পাবক অসাবধান ব্যক্তিকেই নষ্ট করে, অথবা তাহা তাহার গৃহাদি ভস্মীভূত করে। কিন্তু অগ্নিই মনুষ্যের জীবন; তদ্দ্বারা জীবনের প্রধান কার্য্যই নিত্য সংসাধিত হয়। বৈরিতা দ্বারাও জীবনের উৎকর্ষ সমুৎপাদিত হইয়া থাকে।

ছায়াতে আঘাত করিলে দেহী যদ্রূপ আহত হয় না, তদ্রূপ বৈরিতার আঘাতে সদাত্মার কখনও অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। পাবকের সংস্পর্শে মূলধাতু উজ্জ্বলতাই ধারণ করে, এবং বিমিশ্র ধাতু কালিমা প্রাপ্ত হয়। বৈরিতার মধ্যে পতিত হইলে সদাত্মা ও অসদাত্মার ঠিক সেইরূপ অবস্থা।

সংসারে চিরশান্তির কখন সম্ভাবনা নাই। বৈরিতাচক্রে কখন না কখন তুমি অবশ্য নিপতিত হইবে। কুম্ভকার নিজ চক্রের সাহায্যে সামান্য মৃৎপিণ্ডকে সুদর্শন সামগ্রীতে পরিণত করে। তোমারও নিপুণতা থাকিলে বৈরিতাচক্রে তুমিও আপনাকে একটী সুন্দর মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে।

বৈরিতা জীবনের উৎকর্ষ সাধনের একটী প্রধান উপায়। যে ব্যক্তি বৈরাগ্নির মধ্যে হা হতোহস্মি বলিয়া চীৎকার না করিয়া তাহা হইতে আপন জীবন-সংস্কার সংসাধিত

করিয়া লয়, সেই ব্যক্তিই ধন্য। বৈরি যেই, এক পক্ষে প্রকৃত বন্ধু সেই। নিজের মুখের বিকৃতি তুমি দেখিবে না। তোমার সাধারণ বন্ধুও তোমাকে তাহা জানাইবে না। কিন্তু বৈরি দ্বারাই তুমি তাহা অবগত হইবে। বৈরিই তোমার গুরু-স্বরূপ হইয়া তোমার উদ্যমকে বর্দ্ধনশীল রাখিবে, এবং তৎকর্ত্তৃকই তোমার প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হইবে।

হয় ত "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" তোমার মানসিক প্রবৃত্তি হইবে। কিন্তু এ ভাব কদাচ হৃদয়-মধ্যে পোষণ করিবে না; কারণ, ঐ ভাব পোষণে তোমার আপন ইষ্টই নষ্ট হইবে। বৈরিতার মধ্যে যে সুফল হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল, সম্ভবতঃ তোমার বৈরিই তাহা প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে তোমার অধঃপতন দর্শনে তাহারই আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে। ঈদৃশ অবস্থা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। কোন পিতা আপন পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "পুত্র! তুমি সকলেরই সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। এমন কি, যাহারা তোমার প্রতি অযথা ব্যবহারও করে, তাহাদিগেরও প্রতি তুমি ভদ্রতাচরণ করিবে, কেন না, তাহাদিগের প্রতি তোমার যে ভদ্রোচিত ব্যবহার, তাহারা ভদ্রলোক বলিয়া নহে, তুমি একজন ভদ্র বট।" বাস্তবিক বৈরিতা সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবহারই প্রশস্ত। অসরল বা কপট ব্যবহারে তোমার অন্তর ব্যথিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই জন্য তোমার অসরল বা কপটাচারী হওয়া উচিত নহে। ধৌত বস্ত্র অপরে পঙ্কিল করিল, কিন্তু তদ্দর্শনে তোমার শুভ্র হৃদয়-পরিচ্ছদ কেন তুমি দূষিত করিবে?

বৈরিতা-বিজয়ের প্রেমই মহামন্ত্র। এই প্রেমেই মাধা-ইয়ের প্রবল শত্রুতা চিরদিনের জন্য পরাস্ত হইয়াছিল। ইহা কল্পনা-সম্ভূত আখ্যায়িকা নহে। প্রতি জীবনেই ইহা পরীক্ষার বিষয়। জলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। প্রেমই বৈরাগ্নি নির্ব্বাপনে সলিল স্বরূপ। মিষ্ট কথায় দুষ্টকে পরাস্ত করিতে কে না দেখিয়াছে? প্রেমে জগৎ পরাজিত, বৈরিতাও তাঁহাতেই পরাভূত। মন্ত্রে সর্প বশীভূত। বৈরীই সেই সর্প, এবং প্রেমই তাহার বশীকরণমন্ত্র।

ভ্রাতা তোমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলেন, তুমি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইলে। তুমিও শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত; কিন্তু স্মরণ রাখিবে, তোমার ভ্রাতা আর ভগিনীর তুল্য তোমাকে সংসারে কে আর অধিক ভাল বাসিবে? তুমি স্নেহে অন্যকে ভাই বা ভগিনী বলিয়া সুমিষ্ট সম্বোধন করিয়া থাক, কিন্তু প্রাণের সোদর বা সহোদরাকে কেন ঐ মধুর সম্ভাষণে বঞ্চিত করিবে? দুগ্ধ পরিবর্জ্জন করিয়া তক্রে দুগ্ধ-সাধ মিটাইবার অভিলাষ? কুত্রাপি ইহা ঘটিতে পারে না। প্রেম দাও, প্রেম পাইবে। আপনাকে ঐ প্রেমের সুকোমল রঙে রঞ্জিত করিলে, ভাই, ভগিনী এবং তৎসহ তাবৎ জগৎকে সেই রঙে অনুরঞ্জিত দেখিবে। সতের সংস্পর্শে সকলই সদ্ভাব ধারণ করিবে। ঐ অবস্থায় অধিষ্ঠিত হইলে শত্রুও শত্রুতাচরণে লজ্জিত হইয়া তোমারই নিকট পরাভব স্বীকার করিবে।

বন্ধু বা বিশ্বস্তের বিশ্বাসঘাতকতায় হিংসা-প্রবৃত্তি উত্তে-জিত হইবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু যিনি সকল অবস্থাতেই

অপরকে প্রেম-বর্জ্জিত দেখিলেও তাহাকে নিজ প্রেমদানে তুষিতে কাতর নহেন, তিনিই ধন্য। "মেরেচিস্ বেশ করেচিস্ একবার হরি বল" শত্রুর প্রতি হৃদয় যেন এই কথাই সর্ব্বদা বলিতে পারে। জগতে এই শান্তিরাজ্যই উপস্থিত হউক। বিবাদ-বিসম্বাদ ঘুচাইয়া মনুষ্য নিত্যানন্দের উদার ব্যবহারে আপনাকে ও জগৎকে ধন্য করুক।

৪। পরোপকার।

ইহা মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত। এই ব্রতে দাতা ও দানগ্রহীতার যুগপৎ আনন্দ। এইরূপ আনন্দ আর কিছুতেই উদ্ভুত হয় না। অপিচ, ঐ আনন্দই চিরস্থায়ী। সাধারণ দানে যে আনন্দ, তাহা সাময়িক। তুমি দানে ত কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপিত করিতে পারিবে না; দান-ছত্রও অধিষ্ঠিত করা তোমার ক্ষমতাধীন নহে। কিন্তু একটী উপকার দানে তোমার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বতঃই চিরদিনের জন্য সংস্থাপিত হইল। কৃতী যখনই তাহা দেখিবে, তাহার আনন্দ। উপকৃতও যখন ঐ কার্য্য স্মরণ করিবে, তখনই সে আনন্দ অনুভব করিবে।

এই উপকার-দান সকলেরই স্বায়ত্ত। ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্র সেতু-বন্ধনে ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-মার্জ্জারের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা রূপক বা আখ্যায়িকা হইলেও, সংসারে অনেক সময়ে ক্ষুদ্র হইতেও মহদুপকার সমুদ্ভুত হয়। তুমি ধনী নহ, যে সম্পত্তি দ্বারা কাহারও উপকার করিতে

সক্ষম ; কিন্তু ধন না থাকিলেই যে তুমি উপকার করিতে অসমর্থ এরূপ নহে, মনে করিলেই তোমার উপকার করিবার ক্ষমতা আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনভার এবং জীবিকা অপর মনুষ্যের হস্তে ন্যস্ত। মনুষ্য ঐ সম্বন্ধে পরের নিকট নিত্য উপকার পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সে সর্ব্বদা বুঝে না। পরন্তু সে তাহা না বুঝিলেও, যে ব্যক্তি অন্তঃকরণের সহিত তাহার উপকার করিল, সে আত্ম-সন্তোষ লাভ করিয়াই কৃতার্থ হয়।

যেমন শর্করা সংযোগে ক্ষীরের অধিকতর মিষ্টতা, তদ্রূপ অন্তঃকরণের মিষ্টতায় উপকারের প্রকৃত মধুরতা। তুমি কাহারও উপকার করিলে ; কিন্তু তোমার হৃদয়ের কঠোরতা যদি তাহাতে সংস্পৃষ্ট হয়, তবে ক্ষীরে লবণ প্রদত্ত হইয়া মূল দ্রব্যটীই নষ্ট হইল। দুগ্ধপূর্ণ-কুম্ভে যেমন বিন্দু পরিমাণ গোমূত্র প্রদান বিজ্ঞের অসঙ্গত কার্য্য, পরোপকার নির্দ্দয়তার দ্বারা দূষিত করাও তদ্রূপ। ক্ষমতা থাকিলে কোমলতার সহিত সরলান্তঃকরণে উপকার দান করিবে। যেখানে ক্ষমতা নাই, আশ্বাস দিবে না, এবং কঠিনতাও প্রকাশ করিবে না। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "সহৃদয়তার সহিত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করাও একটী সহৃদয়তা।" এই সূত্রই তোমার বৈষয়িক উপকার প্রদানের নিয়ামক হউক।

যেখানে ক্ষমতার প্রতি আত্ম-নির্ভর নাই, প্রার্থীকে নিজ ক্ষমতা জানিতে দিবে না। বিনাড়ম্বরে কার্য্য-সিদ্ধ হইলেই তোমার ক্ষমতা প্রকাশ হইবে। পুনশ্চ, তোমার ক্ষমতার প্রতি আত্ম-বিশ্বাস অথবা নির্ভর থাকিলেও, প্রার্থীকে তাহা

জানাইবে না। কারণ, উহার পরিচয় পাইলে সেই ব্যক্তি আশাতীত আশা করিবে, এবং তাহার আশা পূর্ণ করিলেও সে পূর্ণমনস্কাম হইবে না।

আত্ম-গরিমা সর্ব্বত্রই বিনাশের মূল। উপকার করিয়া আত্ম-গৌরব প্রচার করিবে না। রাজা হরিশ্চন্দ্রের শূন্যে স্থিতি, ইহা কেবল আখ্যায়িকা নহে। ইহা অধ্যাত্ম-জগতের আত্ম-গরিমা বিষফলের একটী মনোহর উদাহরণ। উপকারে আত্ম-গৌরব প্রচারে তোমারও শূন্যে স্থিতি হইবে। তোমা কর্ত্তৃক নিজের বা জগতের আর কোন উপকার সংসাধিত হইবে না। "যাহা দক্ষিণ হস্ত করিবে, তাহা বাম হস্তকে জানিতে দিবে না;" ইহাই উপকারের বীজমন্ত্র। এক হস্তের চালনা হইলে, পরে স্বভাবতই অপর হস্তের পরিচালনা হইবে। দুয়েরই যুগপৎ পরিচালনায় তুমি সহজে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে; অসময়েই ক্ষমতা-বিহীন হইবে; তোমা কর্ত্তৃক দ্বিতীয় কার্য্য সংসাধিত হওয়া অসম্ভব হইবে। দৈহিক হস্তাদি-পরিচালনের যে নিয়ম, মানসিক বৃত্তিনিচয় পরিচালন সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। জগৎকে আত্মবৎ জ্ঞান করিবে। তাহাতে জগৎ যেমন তোমার আত্মীয় হইবে, তুমিও জগতের তদ্রূপ হইবে।

উপকার-করণের ক্ষমতা না থাকিলে অপকরণ-প্রবৃত্তি কদাচ উত্তেজিত করিবে না। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণের এইরূপ প্রকৃতিই ঘটিয়া থাকে। এবম্বিধ দুর্ব্বলতা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগের সর্ব্বদা সাবধান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। অপকারীর পারিশ্রমিক পুরস্কার

নাই, সুতরাং তাহার দুষ্ট পরিশ্রম কেবল পণ্ডশ্রমই হইবে। লাভের মধ্যে সে জগতের আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইবে। পুনশ্চ, কর্ত্তব্য পালনে কার্য্য-ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখিবে না; অথবা কাল্পনিক সহৃদয়তার দ্বারাও পরিচালিত হইবে না। ঈশ্বরে কার্য্য-ফলভার ন্যস্ত রাখিলে সকল বিপদ হইতে বিমুক্ত থাকিবে।

৫। যথার্থ সুখী কে?

যাহার আশা বা নিরাশা নাই, সেই যথার্থ সুখী। ধন আশাকে বর্দ্ধনশীল রাখে, এই জন্য সুখ আনয়ন করে; ধন সুখের কারণ বলিয়া আখ্যাত হয়। বাস্তবিক মূল দেখিতে গেলে তাহা নহে। যাহার ধন ছিল না, সে ধনের আগমনে যে সুখের আশা করিয়াছিল, তাহা তাহার জীবনে কদাচও ঘটিল না। কিন্তু সে তথাচ অসুখীও না হইতে পারে। নিরাশা দ্বারা আক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে পূর্ব্ববৎই থাকিবে। কিন্তু যে দিন ঐ নিরাশান্ধকার তাহার হৃদয়মধ্যে উপস্থিত হইবে, অমনি দেখিবে তাহার তুল্য অসুখী আর সংসারে নাই।

ধনের অপগম মনুষ্যকে নিরাশ করে, এই জন্য অসুখ আনয়ন করে। উদাসীনের সুখাসুখ নাই। তিনি ধনস্পৃহা বা ধনাগমের নিরাশা দ্বারা কখনও আক্রান্ত নহেন।

যেই নিষ্কাম, সেই নিত্যানন্দ। মাতৃস্নেহ নিষ্কাম; সেই জন্য পুত্রকে দেখিলেই মাতার এত আনন্দ। যেখানে

স্নেহের বিনিময় প্রত্যাশা, সেইখানেই নিরানন্দের মূল নিহিত। যাহারা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আনন্দ কে বুঝিবে? সেই উদারচেতা কামনা-বিরহিত মহাপুরুষেরা কখনও সংসারের দুঃখে নিপীড়িত হন নাই।

শিশুর স্নেহ অকৃত্রিম, আনন্দও অকৃত্রিম। তাহার মনে বিনিময়ের ভাব বা আশা-নিরাশার ভাব সেই কাল পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। সে দেখে, মাতার স্নেহ অকৃত্রিম, হাস্যও অকৃত্রিম; নিজে সেই জন্য কাহাকে শত্রু-মিত্র ভাবে না; সকলকে দেখিলেই হাসে। যখন সে স্নেহের বিনিময়ে স্নেহ প্রত্যাশা করিতে শিখিল, সেই সময় হইতে কুটিলতা তাহার হৃদয়কে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অমনি তাহার শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ জ্ঞান উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শিশু সুখের স্থলে দুঃখ অনুভব করিতে শিখিল। আহা! বালকের স্বাভাবিক সরল প্রকৃতি, তৎপর তাহার কুশিক্ষা-জনিত কুটিল ভাব, এই অবস্থাদ্বয়ের কি প্রভেদ! এই জন্যই বাইবেলে কথিত হইয়াছে "বালান্তঃকরণদিগেরই স্বর্গরাজ্য।"

বর্ত্তমানাবস্থায় সন্তুষ্ট ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। কিন্তু সংসারে এই লোকের সংখ্যা অতি অল্প। রাসেলাসের মত মনুষ্য ভাবে বর্ত্তমানাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই সুখে অবস্থিত হইবে। হয় ত সে যে অবস্থার কামনা করিতেছিল, তাহাই তাহার উপস্থিত হইল। কিন্তু সে যে সেই, বরং অপেক্ষাকৃত দুঃখী দৃষ্ট হইল। সমস্ত অবস্থাই মনুষ্যের

মঙ্গলের জন্য এবং অমঙ্গল কিছুই নাই ইহা যে বুঝিয়াছে, সেই প্রকৃত সুখী।

৬। স্ত্রী।

পরিণীতা রমণী স্বামীর কেন প্রণয়িনী? যাহার সহিত তাহার কোনই সংস্রব ছিল না, এমন কি যাহার পিতা মাতা বা কোন আত্মীয় স্বজনকেও সে কখনও চিনিত না, সেই কামিনী কি জন্য তাহার এত স্নেহের পাত্রী হইল? পরস্পর আত্মসমর্পণই ইহার মূল কারণ। যেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি নাই, সেখানে প্রেমও নাই। এই কারণেই কোন কোন ললনা স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া দুঃখিনী হয়। আবার কত পুরুষও স্ত্রীর অনাদরে সংসারকে বিষতুল্য দৃষ্টি করে। যে স্ত্রী বা পুরুষ স্বার্থশূন্য হইয়া আপন প্রণয়ের সামগ্রীতে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই প্রণয়ের ভাজন হইয়া সুখী হইয়াছে। বাল্য-বিবাহ আপাততঃ অপর কারণে দূষণীয় হইলেও তাহাতে স্বামী-স্ত্রীতে প্রণয়ের বীজ প্রথম হইতেই যেরূপ নিহিত হয়, কৌমার বিবাহে সাধারণতঃ তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বালক ও বালিকা বিবাহকালে কেহ স্বাধীন হইতে পারে নাই; উভয়ে স্ব স্ব জীবিকার জন্যও স্বীয় অভিভাবক বা কর্ত্তৃপক্ষগণের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী। বিবাহান্তে কন্যা শ্বশুরালয়ে আসিল; দেখিল, সেও যেরূপ পরাধীনা, তাহার স্বামীও তদ্রূপ পরাধীন। দুই জনেরই অবস্থার সাম্য

হেতু স্বভাবতঃ পরস্পরের প্রতি ক্রমশঃ সহানুভূতি জন্মিতে থাকে। একবার সেই ভাব দৃঢ়মূল হইলে তাহা অবিচলনীয় হইল। অনন্তর স্বামী উপায়ী হইয়া স্বাধীন হইলে, স্ত্রীও গৃহিণী হইয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। উভয়ের বয়োবৃদ্ধির সহিত পরস্পরের প্রণয়ানুরাগও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই জন্য বহু কষ্টের মধ্যেও বহুল হিন্দু পরিবার সুখী পরিবার। আবার সেই পরিবারের মধ্যে যখন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির হ্রাস হইয়াছে, তখন প্রণয়েরও হ্রাস হইয়া সেই গৃহ শ্মশান তুল্য হইয়াছে। ভালবাসা পাইতে ইচ্ছা করিলে কখনও বিনিময়ের জন্য অপেক্ষা করিবে না। মাতা পুত্রস্নেহের বিনিময়ের আশা করেন না, তজ্জন্যই তাঁহার স্নেহ স্বর্গীয়। যেখানে পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের প্রত্যাশা নাই, অথচ পরস্পর পরস্পরকে স্নেহ করিতেছে, সেই স্নেহই প্রকৃত নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিম। যতদিন ঐ ভাব থাকিবে, তথায় বিচ্ছেদ নাই। ভাবান্তর হইলেই ঈর্ষা-বিরাগাদি বিচ্ছেদ-প্রবর্ত্তক রিপুর প্রাবল্য হইবে। তদনন্তর তথায় উভয়ের বিনাশই অবশ্যম্ভাবী।

স্ত্রীর প্রণয় হইতে জগৎকে প্রেম করিতে শিক্ষা কর। মানব-হৃদয় যে পরকে নিঃস্বার্থভাবে প্রেম করিতে সমর্থ, দাম্পত্য-প্রণয়ই তাহার প্রমাণ স্থল। তবে পরস্পরের মধ্যে অপ্রণয় কেন? সাংসারিক স্বার্থপরতাই তাহার মূল। ঐ স্বার্থবিনাশই পরম সুখ।

৭। স্বার্থপরতা।

যথার্থ স্বার্থ কি? মনুষ্য অনেক সময়ে ইহা না বুঝিয়া আপনাকে অনর্থক অপরের দৃষ্টিতে কলঙ্কিতরূপে প্রতিভাত করে। যে ব্যক্তি স্বার্থের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছে, সেই যথার্থ ধীমান্ এবং সুখী। প্রকৃত স্বার্থপরতাই স্বার্থশূন্যতা। সাধারণতঃ যাহা স্বার্থপরতা নামে অভিহিত, তাহা স্বার্থান্ধতা। তুমি নিজে পরিষ্কৃত বা সংস্কৃত জলপান করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছ। তোমার প্রতিবেশী পঙ্কিল ও অপরিষ্কৃত সলিলেই তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। ভাবিতেছ, আত্মরক্ষাতেই জগৎ রক্ষা; কিন্তু ভাব নাই, কোন্ দিন সেই প্রতিবেশীই সেই পঙ্কিল-জল-পান-জনিত রোগের দ্বারা তোমারই গৃহে মৃত্যু আনয়ন করিবে। তোমার যথার্থ স্বার্থ কি? যাহাতে সেই ব্যক্তি তোমার মত পরিষ্কার জলপান দ্বারা নিজ স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে, পূর্ব্ব হইতে তাহার চেষ্টা করাই প্রকৃত স্বার্থ। যদি তাহা না করিয়া থাক, এতদিন স্বার্থান্ধ হইয়া রহিয়াছিলে, যথার্থ স্বার্থের অর্থ বুঝিতে পার নাই।

স্বার্থান্ধতা মোচনই সংসারীর বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যই অবলম্বন করিবে। মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ইহাতেই প্রতিপাদিত হইবে।

বাল্যাবস্থা হইতেই যথার্থ স্বার্থ বুঝিতে শিক্ষা কর। এই মূলমন্ত্রের অনভিজ্ঞতাই সংসারীর তাবৎ দুঃখের মূল। পরোপকার অভ্যাস করিলেই নিজোপকার আপনিই শিক্ষা হইবে। চিকিৎসক স্বীয় অর্থোপায় জন্য অপরের চিকিৎসা

করেন, কিন্তু পরের স্বাস্থ্য দেখিতে গিয়া, সময়ে তিনি আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি স্বভাবতই যত্নশীল হইয়া উঠেন। আত্মরক্ষাতে জগৎ রক্ষা শুনিয়াছিলে, এখন দেখ, জগৎ-রক্ষাতেই আত্মরক্ষা।

৮। বন্ধুতা।

আখ্যায়িকাতে দুইটী বন্ধুর কথা উল্লিখিত আছে। কোন দিন উহাদের মধ্যে একজন অপরের দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন। আঘাতের শব্দ শুনিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে বন্ধু কহিলেন, 'দ্বারে কে?' অভ্যাগত ব্যক্তি উত্তর করিলেন, 'আমি আসিয়াছি।' তাহাতে গৃহস্থ বলিলেন, 'চলিয়া যাও' সময় হয় নাই, এইরূপ ভোজ্যপাত্রে অপরিপক্ক লোকের অধিকার নাই। অপরিপক্ককে বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে সে পরিপক্ক হইয়া দ্বৈতভাব হইতে মুক্ত হইবে। যখন স্বাতন্ত্র্য তোমা হইতে এখনও বিদূরিত হয় নাই, তখন সন্তাপানলে দগ্ধ হওয়া তোমার পক্ষে প্রয়োজন।' এই কথা শুনিয়া দুঃখী আগন্তুক চলিয়া গেলেন। এক বৎসর বিদেশে থাকিয়া বন্ধুর বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইলেন, দগ্ধ হইয়া সাধন করিয়া পরিপক্কতা লাভ করিলেন। অনন্তর বন্ধুর আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন এবং ভয় ও বিনয় সহকারে দ্বারে আঘাত করিলেন। গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে দ্বারে উপস্থিত?' আগন্তুক বলিলেন, 'প্রেমাস্পদ তুমিই দ্বারে আছ।' "

উপরোক্ত আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য এই যে, দুইয়ের একত্ব না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় না। যেখানে স্ত্রী স্বামীর বাস্তবিক শরীরার্দ্ধ নহে, সেখানে উহারা তদবধি পরস্পারের প্রকৃত বন্ধুত্ব লাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন। দুইয়ের মধ্যে আমিত্ব বিনাশই প্রকৃত বন্ধুত্বের ভিত্তি-ভূমি। যেখানে সাংসারিক স্বার্থপরতা বন্ধুতার মূল, সেই বন্ধুতা অবশ্যই ক্ষণবিধ্বংসী। বন্ধুতা প্রাপণেচ্ছু হইলে স্বার্থশূন্য হইয়া গমন করিবে। কারণ ঐ স্বার্থকে সঙ্গে লইয়া চলিলে যাহা পাইবার জন্য যাইতেছ, তাহাই হারাইবে।

ধর্ম্মবন্ধনই বন্ধুতার প্রকৃত বন্ধন। আবার সেখানে অধর্ম্ম প্রবেশ করিলেই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য উন্নত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণও পরস্পর ধর্ম্মগ্রন্থিতে বদ্ধ হইয়া পরে বিচ্ছিন্ন হইতে দৃষ্ট হয়। যদি বন্ধুত্বকে চির-স্থায়ী করিতে ইচ্ছা কর, আমিত্ব সমূলে উচ্ছেদ করিয়া পরস্পরের মধ্যে কেবল ঈশ্বরকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিবে।

বন্ধুতা দর্শনমাত্রেই অধিষ্ঠিত হইবার বস্তু নহে। সুলভ বন্ধুতা বর্ষার জল। ইহা বাপীর মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভূমিতে উহা কখনই অবস্থিত হইতে পারে না। দুই গভীর হৃদয়ে দর্শন-জনিত সম্মিলন চিরস্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ বন্ধুতা সময়-সাপেক্ষ সামগ্রী। দুইটী হৃদয় পরস্পর মিলনাকাঙ্ক্ষী হইলে, একে অপরকে পূর্ণ পরীক্ষা করিয়া পরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে এক অপর হৃদয়কে বন্ধুত্বে বরণ করে নাই, ততদিন সে তাহাকে বন্ধুত্বে গ্রহণ করিয়াছে

বলিয়া যেন জানিতে না দেয়। অন্যথা, পরে উভয়েই পরীক্ষায় বিবাদ প্রাপ্ত হইবে। ত্বরিতজাত বন্ধুতা শেষে বিরক্তিতেই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রকৃত বন্ধুতায়ই দেবত্বের আবির্ভাব। তথায় পরস্পর-মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকে না। পুনশ্চ, সেইখানে ভেদজ্ঞান উপস্থিত হইলেই বিচ্ছেদ নিশ্চয়। যিনি বন্ধু তিনি সর্ব্বদা পূজ্য এবং স্মরণীয়। বন্ধুতা অবিচলিত রাখিতে হইলে হৃদয়ে বন্ধু পূজা বা বান্ধবাভিবাদন নিত্য প্রয়োজন। তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কখনই বিচ্ছেদ উপস্থিত হইতে পারিবে না। দুই আত্মার প্রকৃত যোগ ইহাতেই সংঘটিত হইবে। ঐ যোগ শিক্ষা কর, পৃথিবীই তোমার নিকট স্বর্গ তুল্য হইবে। মহাত্মারা এই যোগবলেই আপন সঙ্গীবর্গকে আত্ম-মধ্যে চিরযুক্ত দেখিয়াছেন এবং প্রত্যেকের মধ্যে অভেদাত্মা-দর্শন-জন্য জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

৯। পরিশ্রম।

অপেক্ষাকৃত কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রমে, হৃদয়ে স্বভাবতই বিরক্তির উদ্রেক হয়। কিন্তু উচিত সময়ে পরিশ্রম না করিলে পরিণামে আক্ষেপই উপজাত হয়। সকলে প্রতিভা-সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঐ বিষয়ে যাহাদিগের অভাব, পরিশ্রম দ্বারা সেই অভাব তাহাদিগের নিজ ও সাধারণ সম্বন্ধে পূরণ হইয়া থাকে। পরিশ্রমই বুদ্ধির জনক। পরিশ্রম দ্বারা যাহার বুদ্ধির প্রখরতা উৎপাদিত না হইল,

অন্যূন সে যে পরিশ্রমী, তাহার ঐ প্রতিপত্তিও লাভ হইল।

তুমি স্বীয় প্রভুর কার্য্য সন্তোষজনকরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম নহ, কিন্তু যদি তোমার প্রভু জানেন যে, প্রকৃত অধ্যবসায় সহ তুমি তাঁহার কার্য্য নিষ্পাদনে চেষ্টিত, অবশ্যই তাহাই তাঁহার সন্তোষের কারণ হইবে। অথবা তুমি কোন কার্য্য নিজ অজ্ঞানতা-হেতু ত্বরিত সম্পাদনে পরাঙ্মুখ। যদি তুমি পরিশ্রমী বলিয়া পরিচিত থাক, সেই কার্য্য বহুবিলম্বে সম্পাদিত হইলেও তোমার জ্ঞানাপ্রচুরতা-নিবন্ধন কার্য্য-শৈথিল্য-দোষ তোমাতে আরোপিত হইবে না।

সুনাম লাভ করিবার পরিশ্রমই একমাত্র উপায়। যৌবনে যতদিন সামর্থ্য আছে, পরিশ্রম করিতে বিমুখ হইও না। পরিশ্রমী বলিয়া তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত হইলে, অক্ষমতার কালে পরিশ্রম-বিমুখতার জন্য তুমি অপরাধী স্থিরীকৃত হইবে না। পুনশ্চ, সময়ে পরিশ্রম না করিলে অসময়ে পরিশ্রমের কারণ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য বিষম বিপদে পড়িবে।

যৌবনকালে সহজেই সকল বিষয়ে শীঘ্র বিরক্তি উত্তেজিত হয়। তুমি কার্য্যক্ষম; তোমার প্রভু একটীর উপর আর একটী কার্য্যভার তোমার প্রতি অর্পণ করিলেন। তুমি উভয়টীই সম্পাদন করিলে, কিন্তু অসন্তোষের সহিত তাহা সম্পাদিত হইল। যাঁহার কার্য্য, তাঁহার ত একরূপ তাহা সম্পন্ন হইল, কিন্তু তোমার তাহাতে লাভের অংশ কম হইল। কার্য্যেই নৈপুণ্যের উৎপত্তি। সসন্তোষে যাহা সম্পাদন করিলে তুমি অধিকতর নিপুণতা লাভ করিতে,

বিরক্তি সহকারে তাহা সম্পাদিত হওয়ায় তুমি সেই লাভ হইতে বঞ্চিত হইলে।

কার্য্য উপস্থিত হইলে কখন শৈথিল্য করিবে না। শৈথিল্যাবলম্বনে তোমারই শিথিল স্বভাব সঞ্জাত হইবে। তদনন্তর, কালে তোমার পক্ষে কার্য্যে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়া বিচিত্র নহে। যে কার্য্যই তোমার হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহা পূর্ণান্তঃকরণে সম্পাদন করিবে। প্রত্যেক কার্য্যকেই তোমার শিক্ষার কারণ স্বরূপ করিবে, এবং তাহা করিলে প্রত্যেক কার্য্য হইতেই তোমার শিক্ষা লাভ হইবে।

জাত-বুদ্ধি বলিয়া যাহা শ্রুত হও, অনেক সময়েই তাহা পরিশ্রম-লব্ধ-বুদ্ধি। এই বুদ্ধিলাভ সকলেরই আয়ত্ত। একাগ্রতাসহ যে কোন কার্য্যে তুমি ব্রতী থাকিবে, তাহাতেই তুমি নৈপুণ্য-লাভে সক্ষম হইবে। সে নৈপুণ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হইলেও তুমি কর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

পরিশ্রম-বিমুখ ব্যক্তিই জগতে ঘৃণার্হ। ভিক্ষাবৃত্তিই তাহার জীবিকা। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহাদিগের ধনাভাব, বাস্তবিক ভিক্ষা ভিন্ন তাহাদিগের উপায়ান্তর নাই; এবং যাহারা অর্থবান্, সম্পত্তি-সত্ত্বেও তাহারা যাচক। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য তাহাদিগের অপরের উপর নির্ভর; অন্যের দয়াতেই তাহাদিগের জীবন রক্ষণ। জগতে যদি মর্য্যাদাবান্ হইতে চাহ, কখনও পরিশ্রমে বিমুখ হইও না। নিয়মিত পরিশ্রম যেমন স্বাস্থ্য ও পরমায়ুবর্দ্ধক, তেমনি উহা মর্য্যাদা-বর্দ্ধকও জানিবে।

THE BAGHBAZAR READING LIBRARY ESTD. 1900
প্র: ৩২০
Acc 22066 ২১
০২/৯/০৬

১০। প্রতিজ্ঞা।

প্রচলিত কথায় মনুষ্যের বাক্য হস্তি-দন্ত সহ উপমিত হইয়াছে। কিন্তু হস্তি-শুণ্ডের সহিত মনুষ্য-বাক্যের তুলনা হয় নাই। বাস্তবিক, মনুষ্যের বাক্য হস্তিদন্তই বটে। হস্তীর বল শুণ্ডে, কিন্তু মূল্য দন্তে। শুণ্ডবৎ বাক্য ইতস্ততঃ বিক্ষেপের বিষয় হইলে, সেই শুণ্ডের সহিত বাক্যের উপমা হওয়াই উপযুক্ত ছিল। দন্ত কঠিন ও ভারযুক্ত, বাক্যও তদ্রূপ। যে বাক্য উচ্চারিত হইবে, তাহা নড়িবে না, ইহাতেই তোমার গুরুত্বের পরিমাণ হইবে। বাক্যকে অটল করিলে তোমার বিপদ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া তুমি চপলস্বভাব হইবে না। কারণ চঞ্চলস্বভাব হইলে, কেবল যে তুমি অপরের নিকট ঘৃণারপাত্র হইবে তাহা নহে, তোমারও নিজের আত্মনির্ভর ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে। চপল ব্যক্তি নিয়তই অস্থির। স্থিরতাই বৈষয়িক উন্নতির মূলকারণ। কথার সুস্থিরতা না থাকিলে কার্য্যেও সুস্থিরতা থাকিবে না। নিত্যই তুমি নূতন লোক ও অব্যবস্থিত-চিত্তরূপে পরিলক্ষিত হইবে।

পরন্তু, প্রতিজ্ঞায়ও সদসৎ আছে। যাহা সৎ, তাহা অদ্যও অখণ্ড, কল্যও অখণ্ড থাকিবে। অসৎ প্রতিজ্ঞা সদ্‌যুক্তির দ্বারা খণ্ডিত হইলে, তাহার খণ্ডনে সঙ্কুচিত হইবে না। প্রতিজ্ঞার পূর্ব্বে স্থিরভাবে কার্য্যের সদসৎ বিবেচনা করিবে। পরে যাহা সত্য, স্থির সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাই অবলম্বন করিবে। সত্য প্রতিজ্ঞায় চ্যুতি যেন কখন না হয়।

এ বিষয়ে কবির বীরবাক্য যেন তোমারই নিজ বাক্য হইতে পারে, যথা—

" উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি-
র্ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥"

ইহা দৃঢ় প্রতিজ্ঞের চরম দৃষ্টান্ত। মানবের সর্ব্বদা এই দৃষ্টান্তানুসারে চলা সুকঠিন; কিন্তু সৎপ্রতিজ্ঞা হইলে এই ভাবেই তাহা অবশ্য রক্ষণীয়।

হঠাৎ কোন বিষয়ে কখন প্রতিজ্ঞারূঢ় হইবে না। অশ্বারোহণানভিজ্ঞ অশ্বারোহীর যেরূপ দুর্দ্দশা, ঝটিতি প্রতিজ্ঞা-রূঢ় ব্যক্তির অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। যে কার্য্য করণাকরণ তোমার আয়ত্ত নহে, তাহাতে কখনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে না। কারণ, কার্য্য সম্পন্ন হইলে যে ব্যক্তি ফলভোগী তাহার উপকার হইল; কিন্তু তাহা তোমা কর্ত্তৃক সম্পাদিত না হইলে, তুমি যে কেবল অপরকে নিরাশাগ্রস্ত করিলে তাহা নহে, নিজেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গাপরাধে অপরাধী হইলে। আয়ত্ত বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে পার্য্যমাণে বাক্যাবদ্ধ হইবে না; হইলেও সত্য-বিষয়-সম্বন্ধে নিজ সর্ব্বনাশেও তুমি স্খলিত-পদ হইবে না।

স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা-পালন-দৃঢ়তায়ই প্রত্যেক জীবনের উন্নতি। যে, যে পরিমাণে স্থিরচিত্ত, তাহার বাক্যও সেই পরিমাণে

স্থির। তাহার উন্নতিও তৎপরিমাণে নিশ্চিত। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" ইহা স্থিরপ্রতিজ্ঞেরই কথা। সময়ে অবশ্যই ঐরূপ ব্যক্তির মন্ত্র সাধিত হয়।

প্রতিজ্ঞা-পালন-দৃঢ়তায় যেমন প্রত্যেক মানবের উন্নতি, ঐ প্রকৃতির উপরই প্রত্যেক সমাজের উন্নতি এবং জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। সমাজ বা জাতি গঠন করিতে হইলে, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা-বন্ধন সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন ও তাহা কর্ত্তব্য। প্রত্যেকের দৃঢ়তা না থাকিলে সমাজের দৃঢ়তা থাকিবে না; জাতীয় দৃঢ়তা ত দূরের কথা।

জীবনকে উন্নত করিতে হইলে বাক্য অটল করিবে, এবং বাক্য অটল করিতে হইলে তুমি একজন স্থিরব্রতী* হইবে। তোমার জীবন-নিয়ামক† ভিন্ন ভিন্ন হইলে, তুমি সংসার-ঝটিকার মধ্যে তুলাখণ্ড সদৃশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে। তাহাতে আপনারই নিকট তুমি হেয়রূপে পরিচিত হইবে। অপিচ, একব্রতাবলম্বী না হইলে তুমি অবশ্যই কপটাচারী হইবে; অদ্য উদারচেতা সংস্কারক, কল্য সংসারকীট স্বরূপে পরিলক্ষিত হইবে। স্থিরব্রতী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, সংসার তোমার অধিকৃত হইবে এবং তুমি প্রকৃত প্রতিপত্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

---

* A man of fixed principle.

† Principle of life.

১১। ক্রোধ।

ক্রোধ মনুষ্য-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইহা একেবারে পরিহার্য্য নহে; ইহার অপব্যবহারই পরিহার্য্য। সাংসারিকতায় যে ক্রোধের উৎপত্তি, তাহাই দূষণীয়। তাহার মূলে অভিমান অথবা অহঙ্কার। অভিমান-জাত ক্রোধের পরিণাম-ফল মহাভীষণ। আত্মহত্যাদি ইহা হইতেই উৎপন্ন। নিম্নস্থের প্রতি উচ্চের ক্রোধ স্বতন্ত্র, তাহা পরঘাতক। পুনশ্চ, এই দুই প্রকার ক্রোধমধ্যে এক অপরে পরিণত হইলে উহা বিপরীত কার্য্যে অবসান হয়। স্ত্রী স্বামীর প্রতি প্রথমে অভিমানিনী হয়। তৎপর তাহার অভিমান, ক্রোধের আকার ধারণ করিলে তাহার হিংসা-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামীর লাঞ্ছনার মূলে, এই ক্রোধই অবস্থিত দেখিবে।

পুনশ্চ, অহঙ্কার-জাত ক্রোধ অভিমানের আকার ধারণ করিলে, তাহা সেই অভিমানিরই বিনাশের হেতু হয়। অন্যূন তাহা তাহার চির অশান্তির বা সাময়িক অতি ভীষণ মনোপীড়ার কারণ হয়।

উভয়বিধ ক্রোধ সংহারের একই উপায়। কোন পণ্ডিত কহিয়াছেন, হঠাৎ ক্রোধ উপস্থিত হইলে তৎকালে মনে মনে আপন বর্ণমালা আবৃত্তি করিবে। ইহাতে ক্রোধের সাময়িক উপশম হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তাহাতে দুষ্ট ক্রোধ নিঃশেষিত হয় না। সেব্য-সেবকের ভাব হৃদয়-মধ্যেই বদ্ধমূল করিতে পারিলেই ক্রোধকে একে-

বারে পরাজিত করিতে পারিবে। প্রভুর প্রতি প্রকৃত-দাসের ক্রোধ কোথায়? অন্যের সম্বন্ধে নিজ হৃদয়ে সেবকত্ব ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিলেই ক্রোধ আপনিই সম্বরিত হইবে। কাহার প্রতি তোমার ক্রোধ উপজাত হইলে জানিবে যে অন্যূন তৎকালের জন্য তুমি যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, এই ভাব তোমার মনোমধ্যে উদ্ভূত হইয়া তোমার ক্রোধকে উত্তেজিত করিতেছে। তুমি তাহা অপেক্ষা বড় নহ, আপনাকে "তৃণাদপি সুনীচ" জ্ঞান করিতে পারিলেই ক্রোধ নিশ্চয়ই চিরদিনের জন্য নিরস্ত হইবে। একটী ঘটনায়ও এইরূপ ক্রোধের উপর জয়লাভ করিতে পারিলে তুমি শীঘ্রই আপনাকে ক্রোধ-বিজয়ী দেখিতে পাইবে। কিন্তু ইহাতে যেন তোমার হৃদয়ে অহঙ্কার সঞ্জাত না হয়। কেন না, অহঙ্কারেই পুনশ্চ বিনাশের সম্ভাবনা এবং বিনাশও নিশ্চিত।

মানবমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের সেব্য ও সেবক। ক্রোধের দ্বারা কেবল যে তুমি ভ্রাতার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে তাহা নহে, ঈশ্বরের সমক্ষেও তুমি দোষী হইলে। পরিণামে পরিতাপানলে অবশ্যই তোমাকে দগ্ধ হইতে হইবে। কাহাকে শত্রু বিবেচনায় তৎপ্রতি ক্রোধ করিলে তাহাতে সময়ে যে পরিতাপ উপস্থিত হয়, জীবনে নিত্য শত্রু-তর্পণেই ঐ পরিতাপানল হইতে মুক্তির একমাত্র উপায়। উহার দ্বারাই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিবে, এবং তাহাতেই শত্রুর প্রসন্ন মুখ দর্শনে সুখী হইবে।

কাহার প্রতি ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, "কেন

আমি ক্রোধ করিব, আমি তাহার দাস বৈ ত নয়” যদ্যপি এই কথাগুলি প্রকৃতরূপে হৃদয়-মধ্যে বলিতে পার, দেখিবে ক্রোধ কোথায় পলায়ন করিয়াছে। অন্তর-মধ্যে এই কয়েকটী বাক্যোচ্চারণেও কোন অবমাননা নাই। ইহা প্রকৃত সাধনেরই মন্ত্র। মন্ত্রের যদি কোন সামর্থ্য থাকে, উক্ত বাক্যগুলির পরাক্রম প্রত্যেক জীবনেই পরীক্ষা দ্বারা অনুভূত হইবে। এইরূপে আসুরিক ক্রোধ শমিত হইলে তোমার হৃদয়ে দেব-ক্রোধমাত্র রহিয়া যাইবে। পাপের প্রতি হৃদয়ের যে ঘৃণা-বিরক্তি, তাহাই দেব-ক্রোধ। তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই।

১২। বস্ত্রহরণ।

বস্ত্রহরণের রহস্য কে বুঝিবে? ব্রজের ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমব্রহ্ম বলিয়া আখ্যাত, তিনি ব্রজকুমারীগণের বস্ত্রাপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিবস্ত্রা করিলেন, ইহা সামান্যতঃ লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার গূঢ় রহস্য হৃদয়ে ভাবিলে শরীর অবশ্যই লোমাঞ্চিত হয়। ব্রজ-গোপাঙ্গনাগণ তাঁহাদিগের প্রাণবল্লভ পরম পুরুষ শ্রীহরিকে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত করিয়া ব্রতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপনান্তে যমুনায় স্নান করিতে প্রবিষ্ট হইলে তথায় গোপীমনোবিহারী ভগবান্ তাঁহাদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন।

যখন সাধক ঈশ্বর-লাভের জন্য ব্যাকুল হন এবং তদুপ-লক্ষে ব্রতাবলম্বন করেন, তাহার প্রথম পরীক্ষাই বস্ত্রহরণ।

বস্ত্রহরণ না হইলে কখনও চিত্তবিহারী পরমেশ্বরের দর্শন হয় না। যাহারা সেই বস্ত্রহরণে লজ্জিত, তাহারা ঈশ্বর-দর্শন লাভেও বঞ্চিত। আর যাঁহারা যমুনা-প্রবিষ্ট গোপ-বালাগণমধ্যে শ্রীরাধিকাসম একাগ্রমন হইয়া সেই ভগবান্ চিন্তনেই অনুরক্ত, সবস্ত্র কি বিবস্ত্র তৎসম্বন্ধে বাহ্য-জ্ঞান-বিরহিত, যাঁহারা সংসারের চাক্‌চিক্যের প্রতি একেবারে উদাসীন, তাঁহারাই ঈশ্বর-দর্শনে পরমার্থ সুখ লাভ করিয়া বিমোহিত এবং চিরকৃতার্থ হন।

ভগবান্ সাধকের বস্ত্রহরণ করিয়া তাহার ধর্ম্মরাজ্য-বিচরণের প্রস্তুততা দর্শন করেন। অপ্রস্তুত ব্যক্তি বস্ত্রহরণে লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক পলায়ন করে। কিন্তু প্রস্তুত সাধক বিনা সম্বলে কৌপীনমাত্র গ্রহণে ধর্ম্মরাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন। "দীনাত্মাদিগেরই স্বর্গরাজ্য।" বাস্তবিক বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দরিদ্রতা পরিগ্রহ না করিলে, সেই রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। বাহ্যিক দরিদ্রতা হৃদয়কে মৃদু ও কোমল-ভাবাপন্ন করে। সাধক তাহাতেই উন্নতি লাভ করিতে থাকেন।

সাধক বস্ত্রহরণে ঈশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা দর্শন করেন। বস্ত্রহরণে সংসারী বিষাদপূর্ণ হইবে। কিন্তু রাজাও উহাতে লজ্জিত বা বিষাদিত হন নাই। বুদ্ধরাজ আর বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী একই ব্যক্তি হইলেও বুদ্ধদেব হৃদয়ের ধন এবং প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন; বুদ্ধভূপাল থাকিলে কেবল ঐতি-হাসিক ব্যক্তিমাত্র থাকিতেন। হয় ত তাঁহার নামও লোকে বিস্মৃত হইত। বস্ত্রহরণেই নবজীবন লাভ; নব-

জীবনেই ঈশ্বর দর্শন, এবং পরিণামে তাহাতেই নির্ব্বাণ মুক্তি।

১৩। একাগ্রতা।

ইহা জয়োন্নতির জীবন স্বরূপ। যে কার্য্যেই মনুষ্য প্রবৃত্ত হউক, তাহার একাগ্রতা না থাকিলে সেই কার্য্য অবশ্যই বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। একাগ্রতা যেমন কার্য্যের জীবন, তেমনি তাহা হইতেই মানবের কার্য্যবল উপস্থিত হয়। তুমি বক্তা নহ, কিন্তু হৃদয়ে একাগ্রতা থাকিলে, আপনিই তোমার বক্তৃতাশক্তি স্ফূর্ত্তি পাইবে। দেখিবে, সে স্থানে তোমার পরাভব নাই।

ধন-সঞ্চয়-স্পৃহা মনুষ্যের স্বাভাবিক। কিন্তু বিত্ত-সঞ্চয় কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে মূলে ঐ একাগ্রতার অভাবই দেখিতে পাইবে। কথিত আছে "ইচ্ছা থাকিলেই পন্থা আছে।" সেই ইচ্ছাই একাগ্রতা। ইহা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, সম্প্রতি উন্নতি না দেখিলেও, সময়ে তাহা দেখিয়া অবশ্যই সুখী হইবে।

সাধারণ মত, যে মনুষ্য মূর্খ বা পণ্ডিত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু তাহা নহে। কুসুমোদ্যানে অনেকগুলি বৃক্ষ রোপিত হয়; যত্নের তারতম্যে কোনটী সতেজ বা কোনটী নিস্তেজ হয়। অনেক কালিদাস নিজাবলম্বিত শাখা ছিন্ন করিয়াই জীবন হারাইয়া চলিয়া যান। সরস্বতীর বরলাভ একাগ্রতা ভিন্ন হইতে পারে না।

পুনশ্চ, দীক্ষা ভিন্ন বরলাভ হয় না। এই নিয়ম পুরাকালে যদ্রূপ ছিল, বর্ত্তমানকালেও তদ্রূপ আছে। বালকের পিতামাতাই তাহার দীক্ষা-গুরু। সময়ে সে দীক্ষিত না হইলে তাহার জীবন লক্ষ্যশূন্য হইয়া চলিয়া যাইবে। একাগ্রতা তাহার হৃদয়ে উদ্দীপিত করিতে পারিলে, আপনিই সে লক্ষ্য ঠিক করিয়া লইবে।

জীবনে নৈরাশ্য অনেক সময়ে উপস্থিত হয়। তাহাতে কেহ নাস্তিক অথবা কেহ কুসংস্কার-জড়িত প্রেতপূজক হইয়া পড়ে। মেঘাবৃত আকাশে সর্ব্বদাই অন্ধকার থাকে না, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদালোকও দৃষ্ট হয়। জীবন-আকাশেও ঠিক তদ্রূপ বিদ্যুৎজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। সেই বিদ্যুৎকে ধরিতে পারিলে তাহা তড়িৎ-বার্ত্তা-বাহক শক্তি স্বরূপ তোমার লক্ষ্যের সহিত তোমার হৃদয়ের যোগ সংস্থাপন করিয়া দিবে। লক্ষ্য স্থির হইলে, জয় অবশ্যম্ভাবী। তদবস্থায় কেবল হৃদয়ের একাগ্রতাই আবশ্যক। এই একাগ্রতা তড়িৎ-বাহতার সদৃশ তোমার লক্ষ্যের সহিত চিরযুক্ত রাখিতে হইবে। নতুবা হৃদয়ের সহিত লক্ষ্যের যোগ থাকিবে না।

ভৌতিক কার্য্যবলে অলৌকিক কার্য্য সম্পাদিত হইতে দেখিলে লোকে বিস্ময়াপন্ন হয়। তথায় কার্য্যকারীর বিস্ময় নাই। একাগ্রতা দ্বারা যাহা নিষ্পাদিত হইবে, তাহাতে যাদুকর ও দর্শক উভয়েই চমকিত হইবে। জগতের তাবৎ বিস্ময়কর-ব্যাপার একটী মন্ত্রেই সংসাধিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রই একাগ্রতা।

১৪। ধৈর্য্য।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, বিপদে ধৈর্য্য এবং অভ্যুদয়ে ক্ষমা অবলম্বন করিবে। বিপৎকালে ধৈর্য্যের বিশেষ আবশ্যক হইলেও সর্ব্বদাই ইহা আচরণীয়। "সবুর বা সুকাল-বিলম্বে সুফল উৎপন্ন হয়" সাধারণ কথা প্রচলিত আছে। অভীপ্সিত কার্য্যে ধৈর্য্যই সাফল্যোৎপাদনের একমাত্র পন্থা।

অনেকেই প্রথম উদ্রিক্ত-ভাবের পক্ষপাতী। কিন্তু অনেক সময়ে প্রথম চিন্তা উৎকৃষ্ট চিন্তা নহে। যাঁহারা বিচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাঁহারা এই কথার সত্যতা অবশ্যই অনুভব করেন। অনেক সময়ে মানসিক গতি দ্বারা প্রথম ভাবের উদ্রেক হয়; সেই গতি রোধ হইলে, ভাবান্তরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা প্রথম-ভাবের পক্ষপাতী, তাঁহারা তদ্দ্বারাই প্রচালিত হয়েন। ধীর ব্যক্তিরা দ্বিতীয় ভাবের অবমাননা করেন না। ইহাতে সুফলই উৎপাদিত হয়। বাস্তবিক ফল অন্যতর হইলেও, বিচারক আত্ম-সন্তোষ-লাভে সুখী হয়েন। অপর পক্ষে, যাঁহারা প্রথম-ভাবের পক্ষপাতী, তাঁহারা অনেক সময়ে আত্মসুখ হারাইয়া অনুতপ্ত হইয়া থাকেন। "দুইবার চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ কার্য্য করিবে," ইহা ধীমানের বাক্য। ধীর ব্যক্তিরই এই প্রণালী দ্বারা প্রথম ধৈর্য্যাভ্যাস। ক্রমে ক্রমে যাহা অভ্যস্ত হয়, পরে তাহা প্রকৃতির অংশীভূত হয়। ধৈর্য্যাভ্যাসে কখনই অযত্ন প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে।

যৌবনকালে স্বভাবতই অধীরতার প্রাবল্য। এই জন্য

আপৎকালে বৃদ্ধেরই বচন গ্রাহ্য, ইহা শাস্ত্রানুমোদিত। বয়োবৃদ্ধও বৃদ্ধ, এবং জ্ঞানবৃদ্ধও বৃদ্ধ বটে। সদ্বিবেচকের পরামর্শ ভিন্ন গুরুকার্য্যে কদাচ হস্তক্ষেপ করিবে না। এই নিয়মের অন্যথায়, লাভ এই হইবে যে তোমার উদ্দেশ্য সৎ হইলেও কার্য্যের নিষ্ফলতা হেতু সেই উদ্দেশ্য চিরপ্রচ্ছন্ন রহিয়া যাইবে।

কোন বন্ধু এক সময়ে বলিয়াছেন যে, "তাড়িতে সংবাদ প্রদান এবং অধীর ব্যক্তির কার্য্য একই সমান।" বাস্তবিক এ কথা অর্থযুক্ত। যে স্থানে বাক্যের সংক্ষিপ্ততা হেতু উত্তরের স্থিরতা নাই, বা যে স্থানে অনেক অবস্থার উপর প্রত্যুত্তর নির্ভর করিতেছে, সে স্থলে তড়িৎবার্ত্তা দ্বারা গোলযোগই আনীত হয়। এইরূপ অবস্থায় একটীর পর দ্বিতীয় বার্ত্তার অবশ্যই আবশ্যক হইয়া থাকে। হয় ত পরিণামে তাহাতেও কার্য্যের সুচারুতা দৃষ্ট হয় না। অধীর ব্যক্তিদিগের কার্য্যও ঠিক সেইরূপ। তাহারা যাহা এক্ষণে হৃদয়-ভাবের বশীভূত হইয়া করিল, তাহাদিগের তৎপর পাঁচটী কার্য্যের দ্বারা তাহার সংশোধনের আবশ্যক হইবে। এ অবস্থায় বরং বিলম্বে একটী কার্য্য সম্পাদনও শ্রেয়ঃ, তথাচ ত্বরিত ঐরূপ পাঁচটী কার্য্য সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

যখন যাহা করিবে, স্থিরচিত্তে উত্তম বিবেচনার পর তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে। কেহ কোন কার্য্যের অগৌণ সম্পাদন তোমার নিকট চাহিলেও সুস্থিরভাবে তাহা সম্পাদিত হইবার পক্ষে তোমার অবকাশ প্রাপ্তির সুযোগ আছে। ইহা নিশ্চিত যে বিষয়-কর্ম্ম-নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের

বিষয়কার্য্যে এইরূপ অবসর পাইয়া থাকেন। সুতরাং অন্য সাধারণ পক্ষে তাহা অবশ্যই সম্ভব। পরন্ত, এ অবস্থায় অন্য একটী বিপরীত স্বভাব হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে। অলসের স্বভাব দীর্ঘসূত্রতা, এবং স্থবিরেরও ঐ প্রকৃতি। এতদুভয়ের স্বভাব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবে। ধৈর্য্যেরও পরিমাণ আছে। ধীর ও ধীমানের নিকট হইতে সেই পরিমাণ গ্রহণ করিবে। হৃদয়ে প্রকৃত সবলতা থাকিলে তুমি দীর্ঘসূত্রতা-দোষে অপরাধী স্থিরীকৃত হইবে না। সরল হইলেই ধীর ও ধীমান হইয়া সুখী হইবে।

১৫। সহানুভূতি।

সংসারে সহানুভূতিই মনুষ্যের প্রাণ। যেমন প্রত্যেক সংসারী ইহা দ্বারাই সঞ্জীবিত থাকে, তেমনি ইহাতেই সমাজ এবং জাতির স্থিতি। সমতাতেই সহানুভূতির উৎপত্তি। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোককে একত্রিত কর, যতদিন তাহা-দিগের অবলম্বিত ভাবের প্রাধান্য থাকিবে, তাহাদিগের কার্য্যেরও একত্রোদ্যম দেখিবে। সেই ভাবের অবসানে একতার বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। তুমি জাতি বা সমাজ সংগঠনে প্রবৃত্ত। তাহার মূল ভিত্তি কোথায়? ক্ষণস্থায়ী ভাবের উপর উহার চিরভিত্তি কখনও স্থিত হইবে না। যদুপরি প্রকাণ্ডাট্টালিকার স্থিতি সম্ভব, এমন একটী চির-স্থায়ী ভাবের আবশ্যক। এই জন্য মহাপুরুষেরা যখন সমাজ বা জাতি গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা উদার-

প্রেমের ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই জন্যই কত স্মরণাতীত কালের কীর্ত্তি এখনও জাজ্বল্যমান। তুমি পাঁচটী রং বজায় রাখিয়া একটী রং ফলাইতে ইচ্ছা করিয়াছ; কিন্তু তাহা অসম্ভব। একত্র মিশ্রণ-যোগেই সুরঙের বিকাশ। এই মিশ্রণ-যোগ স্থাপন না হইলে কুত্রাপি স্থায়ী বা নয়ন-রঞ্জক দৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে না।

নর ও নারীর বিবাহ হয়। দৈবজ্ঞ অগ্রে বরকন্যার গণ স্থির করে; পরে পরস্পরের উদ্বাহের অনুমোদন করে। পঞ্জিকা বা কোষ্ঠী দৃষ্টেই পাত্র-পাত্রীর নরগণ বা রাক্ষসগণ স্থির হইল। বর-কন্যার সহিত তাহার একবার সাক্ষাৎও হইল না। এইরূপ দৈবজ্ঞানুমোদিত নরনারী-সংযোগে সুফল ফলিত না হইলে পরিণামে তজ্জন্য আক্ষেপ বৃথা। পাত্র-পাত্রীর পিতামাতাই প্রকৃত দৈবজ্ঞ। পুত্র-কন্যা দেবগণ কি অসুরগণ, তাঁহারাই বলিতে পারেন; তবে তাঁহারা সাংসারিক স্বার্থপরতা বশতঃ তাহা প্রকাশ করেন না। পরিণামে তাহার ফল তাঁহাদিগকেও ভোগ করিতে হয়।

আত্মাই আত্মার সহকারী। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত সহকারিত্ব হইবার জন্য উভয়ের মধ্যে সহানুভূতির আবশ্যক। যে স্থলে দুই সহানুভাবক আত্মার যোগ, তথাই প্রকৃত পরিণয়। প্রণয়ও ঐ আত্মায় আত্মায় যোগ।

কথিত আছে, দেশ ভ্রমণে মনুষ্য উদার হয়; কিন্তু তাহাতে যেমন তাহার উদারতা বৃদ্ধি হয়, তেমনি সঙ্কীর্ণতাও উপস্থিত হয়। মনুষ্য স্বগৃহের মর্য্যাদা কখন শিক্ষা করে? যখন সে প্রবাস-ক্লান্তিতে ক্লিষ্ট হইয়া শান্তির জন্য পিপাসু,

হয়, তখনই হৃদয়-বলে “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”। স্বগৃহের মিষ্টতা তখনই মানব অনুভব করেন। কবির হৃদয় হইতে “গৃহ তুল্য আর সুমিষ্ট স্থান নাই” এই কথাই উদ্ভূত হয়। কেনই বা এই ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়? অন্যত্র প্রকৃত সহানুভূতির অভাবই তাহার এই ভাবের উত্তেজক। সাধারণের পক্ষে সময়ে ইহা মঙ্গলকর, সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা স্বদেশানুরাগিতা ও স্বজনবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত মহত্ত্বের লক্ষণ নহে। মহাপুরুষদিগের আত্মীয় অনাত্মীয় নাই। পৃথিবীই তাঁহাদিগের গৃহ। নিখিল মানব-সহ সহানুভূতি তাঁহাদিগের হৃদয়ের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। তাঁহারা তাহাতেই জগৎ অনুরঞ্জিত দৃষ্টি করিয়া ভেদাভেদ-জ্ঞান-শূন্য-হৃদয়ে চির-আনন্দে ভ্রমণ করেন। মনুষ্য সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া সেই উদারতা শিক্ষা করুক; পরস্পরকে সহানুভূতি দানে সংসারকে আনন্দ-সংসার করিয়া পরস্পর-চিরপ্রেমে আবদ্ধ হউক!

১৬। দানশীলতা।

কোন যাচক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, “দান ও শীতের প্রাতঃস্নান উভয়ই সমান, একবার করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত।” এই উক্তি স্বার্থ-প্রণোদিত হইলেও, ইহা অতি গভীর তত্ত্বপূর্ণ। ব্রহ্মচারী অথবা নিত্যপ্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি প্রাতঃস্নানে ভীত বা কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু সাধারণ মানব, শীতবস্ত্র ত্যাগানন্তর কিরূপে জলমগ্ন হইবে, ইহাতেই চিন্তাযুক্ত।

হৃদয়বান্ ব্যক্তি দানের পাত্র উপস্থিত দেখিলেই অকাতরে স্বীয় ক্ষমতানুসারে সেই প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

নিত্য-নৈমিত্তিক-দান সম্বন্ধে দানের পাত্র আগত হইলে বিচারে প্রবৃত্ত হইবে না। হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিলেই স্বীয় ক্ষমতানুসারে দান করিবে। দানে নামের প্রত্যাশা করিবে না। তুমি বড়লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু অবস্থা তাদৃশ নহে। তুমি ক্ষুদ্র দানে লজ্জিত হইবে। কিন্তু লজ্জার কোন কারণ নাই। প্রসিদ্ধ আছে যে, পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধান্তে আক্ষেপ মহাপাপ। বাস্তবিক দানান্তে এই আক্ষেপ সর্ব্বদাই পাপ। যাহাতে হৃদয়ের শান্তি অপহৃত হইল, তাহাই পাপ। অশান্তি ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী অসুখে পাপ নাই এরূপ মনে করিবে না। অকাতরে যাহা যখন দান করিতে পার, সেইরূপই দান করিবে। ঈশ্বর তাহাই চাহেন। সংসারও সেই দানাপেক্ষী।

ক্ষমতাতীত দান যেরূপ দূষণীয়, ক্ষমতাসত্ত্বে কৃপণতাও তদ্রূপ নিন্দার বিষয়। উভয় দিকে সমতা রক্ষা করিয়া দান করিবে। যেখানে ক্ষমতা আছে, সময়ে দানের আপেক্ষিক উপকারিতার দিকে দৃষ্টি করিবে। দানের পাত্রও সময়ে দ্রষ্টব্য। গ্রাম্য যোগীর অন্নাভাব, এ অপবাদ যেন না থাকে। "স্বগৃহেই দাতব্যের আরম্ভ" এই কথা অবশ্য স্মরণীয়। স্বজন বা স্বপল্লিস্থজন অথবা স্বগ্রাম্যজনের অবস্থা দানের উপযুক্ত দেখিলে অগ্রে তাহাদিগের অভাব মোচনীয়। কিন্তু ইহাতে যেন সঙ্কীর্ণতা আক্রমণ না করে। তটিনী স্বীয় বৃদ্ধিকালে প্রথমতঃ আপন তট ও তটস্থ ভূমি জলপূর্ণ

করে; তৎপরে সমস্ত প্রদেশকে স্বীয় বারি প্রদানে সৌন্দর্য্য-শালী করে। যেমন স্বজনের উন্নতি, সেইরূপ অপরের উন্নতির দিকে অবশ্য দৃষ্টি রাখিবে।

নামের জন্য দান করিবে না। দানের দ্বারা উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু "দাতাকর্ণ" ত হইতে পারিবে না। অতএব তোমার দানটীতে কেন রাজসিক ভাব সংস্পৃষ্ট করিয়া উহাকে অনর্থক কলঙ্কিত করিবে। তুমি ঈশ্বরের ভাণ্ডারী। প্রেমেই সেই ভাণ্ডার হইতে দান করিবে। আত্মসন্তোষ ও জগৎপ্রেমই তোমার দানের পুরস্কার হইবে।

যেরূপ উপকারীর হৃদয়ের কোমলতায় কৃতোপকারের মধুরত্ব, তেমনি ঐরূপ সহৃদয়তায় কৃতদানেরও মিষ্টতা। দীনান্তঃকরণে যে দান প্রদত্ত হয়, তাহা অতি সামান্য হইলেও "বিদুরের ক্ষুদ" সদৃশ ভগবান্ যেমন তাহা গ্রহণ করেন, মনুষ্যও তৎপ্রাপ্তিতে পরম সন্তুষ্ট হয়। বিনাড়ম্বরে যাহা প্রদত্ত হইবে, তাহা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই প্রকৃত সন্তোষের কারণ হয়। এই আড়ম্বর-শূন্যতা এবং হৃদয়ের দীনতা দ্বারা তোমার দানকে সুমহান্ করিবে।

১৭। প্রশংসাপত্র।

সংসারক্ষেত্র-বিচরণের সম্বল যেরূপ ধন, সেইরূপ বিষয়-ক্ষেত্র-বিচরণের সম্বল প্রশংসাপত্র। উভয়ের জন্যই মনুষ্য লালায়িত। উপযুক্ততা না থাকিলেও তাহার যেমন ধন-

প্রাপণাকাঙ্ক্ষা তীব্র, তদ্রূপ অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও তাহার প্রশংসা-পত্র-প্রাপ্তি-লালসা দুর্নিবার। আবার ধন ও প্রশংসা সময়ে অনুপযুক্ত পাত্রেও ন্যস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অনুপযুক্তের ঐ আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। কিন্তু দস্যুর ধন সঞ্চয় যেরূপ গরীয়ান্ নহে, অনুপযুক্ত ব্যক্তির প্রশংসা-সংগ্রহও সেইরূপ দূষণীয়।

বিত্তাপহারী অপেক্ষা অনুচিত-প্রশংসা-পত্র-সংগ্রাহক সংসারের অধিক অপকারক। একে, যাহার অনিষ্ট করে তাহারই করে; অপর সংসার-সাধারণের অনিষ্টকারী। এই অযথা-প্রশংসা-পত্র-সংগ্রাহক ও প্রশংসা-পত্র-দাতা উভয়েই দণ্ডার্হ। সাধারণতঃ ধনাদিদানে দাতা কখনও লোক-সমীপে অপরাধী স্থিরীকৃত হয় না। কিন্তু অনুপযুক্তে প্রশংসাপত্র-দানকারী চিরাপরাধী।

যথার্থ বলিতে কখনও কুণ্ঠিত হইবে না। সহৃদয়তা প্রকাশের অনেক স্থান আছে। "নির্দ্দয়" অপবাদ-ভীতি সত্যের সোপান হইতে তোমাকে যেন স্খলিত-পদ না করে। তোমার অযথার্থ প্রশংসা-পত্রে গ্রহীতার বা অনুগৃহীতের আশু উপকার হইতে পারে বটে এবং তুমিও তাহার নিকট সহৃদয়রূপে গৃহীত হইতে পার সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার অযথার্থিকতার প্রকাশ হইলে তুমি যে কেবল হেয় হইবে তাহা নহে, যাহার সাময়িক উপকার করিলে, তাহারও চিরদিনের জন্য অনিষ্ট করিলে।

প্রশংসা-পত্র-দানে অনুরোধের বশীভূত হইবে না। ভাবিলে, প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তুমি আপাততঃ তাহ

কাকুতি হইতে নিস্কৃতি পাইলে; সে পরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যাহাই করুক তাহাতে তোমার ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহা ভ্রম। যে অস্ত্রের দ্বারা তুমি তাহাকে সজ্জিত করিলে, সেই অস্ত্রই সময়ান্তরে সেই ব্যক্তি তোমারই প্রতি নিক্ষেপ করিতে পারে। তখন তোমার সেই অস্ত্র প্রতিরোধের সামর্থ্য থাকিবে না।

অপ্রকৃত প্রশংসা প্রদান দুর্ব্বলতার লক্ষণ। আবার দুর্ব্বলই প্রশংসার ভিখারী। কিন্তু দুর্ব্বলের দ্বারা দুর্ব্বল রক্ষিত হয় না। সবল বা যথার্থানুরক্ত-ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রশংসাই দুর্ব্বলের রক্ষা। অতএব দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির নিকট প্রশংসার জন্য প্রার্থী হইবে না। পুনশ্চ, উহা সকলের নিকট না পাইলেও ক্ষুণ্ণ হইবে না। কেন না, সকলে তোমার গুণের বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে উপযুক্ত সময়ে প্রশংসা প্রদানে পরাঙ্মুখ হইবেন না। যিনি প্রশংসাপত্রের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া আপন কর্ত্তব্য-সম্পাদনে স্বীয় চিত্ত-সন্তোষ লাভ করিয়াই কৃতার্থ হন, তিনিই ধন্য।

মানবের প্রশংসাপত্রে তোমার বিশেষ কি লাভ হইবে। হয় ত যাঁহার প্রশংসার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছ, তিনি তোমার সম্যক্ গুণাভিজ্ঞ নহেন, অথবা জ্ঞাত হইয়াও তোমার গুণ বিস্মৃত। তাঁহার নিকট উচিত প্রশংসা না পাইলে তুমি ক্ষুব্ধ হইলে, অথবা উচিত প্রশংসার জন্য দ্বিতীয় আশা করিলে। এই আশা তোমার ক্রমোন্নতির কারণ হইলে তাহা দূষণীয় নহে; কিন্তু হতাশা যেন তোমার হৃদয়ের কার্য্যোদ্যম বিলুপ্ত না করে। স্বীয় কর্ত্তব্য-পালন-

জ্ঞান এবং এক ঈশ্বরে তোমার নির্ভর থাকিলে, তুমি বিষয়-ক্ষেত্রে বীরপুরুষ-পরাক্রমে ও নির্ভীকান্তঃকরণে অনায়াসে বিচরণ করিতে পারিবে। তাহা হইলে তোমার বল ও উদ্যম চির-অক্ষুণ্ণ রহিয়া যাইবে।

১৮। দুঃখ।

দুঃখ কি? কোন বালক স্বীয় মাতার অঙ্গুলিতে জ্বলন্ত অঙ্গার-স্পর্শে তাঁহাকে যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে দেখিয়া কহিয়াছিল, "মাতঃ! অগ্নিতে ত উত্তাপ নাই, উত্তাপ মনে।" বাস্তবিক, বালকের কথা হইলেও ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। সুখ এবং ক্লেশ কেবল মানসিক বিকারমাত্র। যাহাতে তুমি দুঃখ অনুভব করিলে, অপরের তাহাতে সুখ অনুভূত হইল; একান্ত তাহা না হইলেও তাহাতে তাহার ক্লেশ অনুভূত হইল না। অঙ্গুলিতে একটী কণ্টকের স্পর্শমাত্রেই তোমার যন্ত্রণা বোধ হইল; কিন্তু এমনও লোক দৃষ্ট হয়, যে শত শত তীব্র কণ্টকের উপরি শয়ান এবং সুখে নিদ্রিত। মিউসস্ স্কিভোলা স্বীয় দক্ষিণ হস্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে অর্পণ করিলেন এবং তাহা প্রজ্বলিত হুতাশনে ভস্মীভূত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি তাহা অবিকৃত-চিত্তে সহ্য করিলেন। দেবাত্মজ যীশু যখন ক্রুশে আহত হইলেন, তিনি চৈতন্য-বিরহিত শত্রুদিগের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কই, তাঁহার ত হৃদয়ের ভাব বিচলিত হইল না। রূপগোস্বামী বিপুল বিভব পরিত্যাগ করিয়া অতীব সামান্য ভিক্ষুকের

অবস্থা অবলম্বন করিলেন; রাজহর্ম্ম্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুটীর আশ্রয় করিলেন; দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যার পরিবর্ত্তে কঠোর ভূমি-শয্যা-গ্রহণ করিলেন। দুঃখ কোথায়? আত্মপরিতৃপ্তিই সুখ, মানসিক বিকারই দুঃখ।

সংসার-চক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া আমরা ভাবি, আমাদিগের জীবনের ঘটনাগুলিই অমঙ্গলিক। এই তুলনাই দুঃখের আকর। ভগবানের রাজ্যে কি অমঙ্গল আছে, এই ভাব যাহার হৃদয়মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার দুঃখ-সন্তাপ নাই। তুমি বলিবে যে যাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই অমঙ্গলকর, তাহা কিরূপে কল্যাণযুক্ত। তাহা হইলে জীবন-গ্রন্থ তুমি প্রকৃত-রূপে পাঠ কর নাই। কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, সমুদ্র হইতে একটী বিন্দু-পরিমাণ জল তোমার নিকট আনীত হইলে তুমি সেই জলবিন্দু হইতে সমুদ্রের মাহাত্ম্য বুঝিতে যেরূপ অক্ষম, মানব-জীবনের একটী ঘটনা লইয়া সেই জীবনের মাহাত্ম্য বুঝিতেও তুমি তাদৃশ অপারগ। স্ব স্ব জীবনগ্রন্থ স্থিরচিত্তে পাঠ কর, দেখিবে সমস্ত ঘটনা-বলী এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ; যেটী অমঙ্গলকর বলিয়া সেই ঘটনার সময়ে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা একটী মহামঙ্গলের নিদান-স্বরূপ। ঈশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইতে পারে না।

অনেকে ভাবে, পাপই দুঃখের মূল। পাপে দুঃখ উৎপন্ন হয়, ইহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু যেখানে দুঃখ, সেখানে পাপ, ইহা সত্য নহে। এই ভ্রান্তি সংসারের অনেক অনিষ্ট করিয়াছে। দুঃখীদিগের প্রতি স্নেহশূন্যতা এই ভ্রান্তিই ইহার

মূল। তুমি যাহাকে দুঃখ-ক্লেশ বল, মহাত্মাদিগকে সেই দুঃখ-ক্লেশে নিপতিত দেখিতে পাও। পাপ সেখানে অসম্ভব। তথাচ দুঃখ ক্লেশ তথায় দৃশ্যমান। যেখানে তুমি অমঙ্গল দেখ, মহাত্মারা সেইখানে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দর্শন করেন। উখ না মারিলে ক্ষুর শাণিত হয় না; ঘর্ষণ না করিলে হীরকের জ্যোতিঃ নির্গত হয় না। লিটন্* বলিয়াছেন, "ঈশ্বর যাহাকে অধিক স্নেহ করেন, তাহাকে তিনি অধিক উজ্জ্বলতর করিবার জন্য তদুপরি পরীক্ষারূপ উখ প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাত করেন।" সমস্তই ঈশ্বরের হস্ত হইতে আগত, যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার কিছুতেই দুঃখ বোধ নাই। "হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে, তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুই সমান" ইহা সেই ব্যক্তিরই হৃদয়ের নিত্য-সঙ্গীত; সর্ব্বাবস্থায় ভগবদানন্দে তাঁহারই প্রাণ সর্ব্বদা বিগলিত। ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরেও সন্ন্যাসীর তাই এত আনন্দ। সুখ-দুঃখে যাঁহার সমভাব, যিনি আপন হৃদয়ানন্দে সর্ব্বদাই আনন্দিত, যাঁহার সন্নিধানতা লাভে সংসার-নিপীড়িত জীব সুস্থতা লাভ করিয়া তন্মাহাত্ম্যানুভবে সুখী হয়, সেই পুরুষই ধন্য।

১৯। স্বর্ণখনি।

কোন বন্ধু কথোপকথনে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানে যান, তাঁহার মনে হয় যেন সেইখানেই

---

* Leighton.

স্বর্ণখনি আবিষ্কার করিবেন। কখনও ঐরূপ খনি তিনি কোথাও দেখিতে পাইয়াছেন কি না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে এ পর্য্যন্ত কোন স্থানে উহা প্রাপ্ত হন নাই, তবে স্বীয় বাটীর মধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে এক সময়ে একটী মুদ্রাখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক স্বর্ণখনি দূরে নয়, তাহা নিকটেই বর্ত্তমান। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ই স্বর্ণখনি। একাগ্রচিত্তে অন্বেষণ করিলে ইহার মধ্যেই স্ব স্ব অভীপ্সিত রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি ধনী হইবার ইচ্ছা করিয়াছ, কিন্তু সাংসারিক-বিত্ত সংগ্রহে অনেক বিঘ্ন। হয় ত ঐ বিত্ত সংগ্রহে যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদায় তোমার নাই। ধন উপার্জ্জনে মূলধনের প্রয়োজন। হয় ত সেই মূলধন তোমার নাই। তোমার অন্যান্য গুণ থাকিলেও শুদ্ধ এই একটীর অভাবে বিত্ত সংগ্রহ হইল না। কিন্তু হৃদয়খনি খনন দ্বারা বিত্ত উদ্ধার করিতে মূলধনের আবশ্যকতা নাই। একাকী সেই ধন সংগ্রহে যত্নবান্ হও, সময়ে রত্ন আপনিই হস্তে উপস্থিত হইবে।

প্রত্যেক হৃদয়-ভাণ্ডারে বিপুল ধন নিহিত রহিয়াছে। কেহ বা প্রকৃত ধনের পরিবর্ত্তে কেবল অঙ্গার উদ্গীরণ করিয়া থাকে। তাহাতে জগতের বা নিজের বাঞ্ছিত উপকার সংসাধিত হয় না। তবে অঙ্গার দ্বারা জগতের যে উপকার, তাহাই হইয়া থাকে। সুচতুর ব্যক্তি সেই অঙ্গার হইতে হীরক উৎপাদন করেন, অর্থাৎ তদ্দ্বারা আপন জীবন সংস্কারের ব্যাপার সংঘটিত করিয়া লয়েন; জীবন-

খনি হইতে রত্ন সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা থাকিলে কঠোর অধ্যবসায় সহকারে সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। সময়ে রত্নই আবিষ্কৃত হইবে, এবং খনিরও আদর সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে।

কেহ বা কিরূপে অর্থ সঞ্চিত হইবে, সর্ব্বদা এই বিষয়েই চিন্তিত থাকেন। তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অভীপ্সিত বস্তু হস্তগত হইল না। তিনি যে যে উপায় অবলম্বন করিলেন এবং যে যে কারণে অকৃতকার্য্য হইলেন, তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে তাঁহার সেই জীবনগ্রন্থ প্রচার হইল; তাহাতেই তাঁহার বিপুল অর্থ সংগ্রহ হইল। অন্যান প্রত্যেকে যদি স্ব স্ব দৈনিক কার্য্যকলাপ এবং হৃদয়ের ভাবসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের নিকট প্রচার করেন, তাহা হইলে তাহাতেই জগতের এবং নিজের বহুল উপকার হইবে।

যেরূপ জড়-জগৎ কতকগুলি অখণ্ড নিয়ম দ্বারা শাসিত, অন্তর্জগৎও সেইরূপ নিয়ম দ্বারা প্রচালিত হইতেছে। যে দিবস মনুষ্য, প্রত্যেক জীবনের ঘটনাবলী হইতে জড়-মাধ্যাকর্ষণশক্তি সদৃশ অধ্যাত্মজীবনেরও ঐরূপ শক্তির আবিষ্কার করিয়া জগতের নিকট প্রচার করিবেন, সেই দিনই প্রকৃত জীবন-বিজ্ঞান প্রচারিত হইবে।

মনুষ্য, এক্ষণে জীবনের উৎকর্ষাপকর্ষের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে অক্ষম। বিদ্বান্ পিতার মূর্খ-পুত্র, ধার্ম্মিকের অধার্ম্মিক-সন্তান; পৌরাণিক পণ্ডিতেরা পূর্ব্ব-পথের উল্লেখ

করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিবেন, এবং জ্যোতিষিক জন্ম-গ্রহের দ্বারা ইহার কারণ নির্ণয় করিবেন। কিন্তু উভয়ের নির্ণয়-ফল সর্ব্বগ্রাহী বা সন্তোষজনক নহে। প্রত্যেকে জীবন-গ্রন্থ সঙ্কলন করুন, তাহা হইতেই মূলতত্ত্বের আবিষ্কার হইবে। এই জীবন-গ্রন্থ সঙ্কলনে আর একটী সুফল এই হইবে যে, ইহার দ্বারা অঙ্গার-খনি সময়ে স্বর্ণ বা হীরক-খনিতে পরিবর্ত্তিত হইবে।

২০। প্রীতি।

জগৎ বাহ্যিক প্রীতিতেই সন্তুষ্ট। আত্মার প্রীতি গভীর; তদ্দিকে সাধারণের ক্ষুদ্র দৃষ্টি কচিৎ নিপতিত হয়। তড়িতের বার্ত্তাবাহকতাশক্তি যেমন আশ্চর্য্য-জনক অথচ প্রকৃত, আত্মায় আত্মায় সংযোগও তদ্রূপ। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ ধ্যানাবস্থায় ভূত-ভবিষ্যৎ দর্শন করিতেন। ইহা কেবল পৌরাণিক কথা বা পুরাকালের সম্ভাবিত ঘটনা নহে। বর্ত্তমান-কালেও ঐরূপ ঘটনা দৃশ্যমান। পুত্রের ক্লেশে মাতার অন্তর ব্যথিত হয়। ইহা পুত্র নিকট থাকিলে যেমন ঘটে, দূরে থাকিলেও ঐরূপ হইয়া থাকে। ইহার মূল কারণ, পরস্পরের আত্মার আত্মায় যোগ। যেখানে ঐ যোগ যত অধিক, পরস্পরের অবস্থার প্রতি সহানুভূতিও তত অধিক।

জগৎ একটী অলৌকিক কার্য্যে বিস্ময়াপন্ন হয়। কিন্তু প্রতিনিয়ত যে কত অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তৎপ্রতি কয় জনের দৃষ্টি? দৃষ্টি পড়িলেও মনুষ্য আত্ম-

ভ্রান্তিতে উহার অলৌকিকতা দর্শন করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগতে কিছুই অলৌকিক নহে। ঐন্দ্রজালিক-বিদ্যাভিজ্ঞের নিকট যাদু বা ঐন্দ্রজালিককার্য্য যেরূপ আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে, যোগাভ্যাসীর বা যোগীর নিকট আত্ম-যোগের ব্যাপার সকলও সেইরূপ বিস্ময়কর নহে।

এক প্রীতি হইতেই জগতের উৎপত্তি। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে জগদুৎপত্তির কথা যাহা কথিত আছে, সেই প্রকৃতি ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র নহে। এক অনাদি পুরুষ, সৃষ্টির কর্ত্তা-রূপে সর্ব্বশাস্ত্রে আখ্যাত। জগৎ অনন্তকাল হইতে সেই পুরুষে অবস্থিত ছিল। আত্ম-প্রতি সেই মহান্ ঈশ্বরের অনন্ত-প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইলে জগৎ বিকাশ প্রাপ্ত হইল। যেমন সৃষ্টি প্রীতির বিকাশমাত্র, দেহীর বিনাশ বলিয়া যাহা আখ্যাত, তাহাও ঐ প্রীতি হইতে সংঘটিত হয়। দুই আত্মা-যোগাধিক্যে পরস্পর পরস্পরের অধিক নিকটবর্ত্তী হয়। দেহের বিচ্ছিন্নতাতেই দেহীর আত্মা, পরমাত্মার অপেক্ষাকৃত সন্নিধানতা লাভ করে। ইহাতে পরমাত্মার প্রীতির আধিক্যই প্রকাশ পায়। মহাপুরুষদিগের পার্থিব জীবন অল্প-স্থায়ী, ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য। সাধারণে ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হয়। কেহ বা পার্থিব কারণ নির্দ্দেশে তাঁহা-দিগের পার্থিব জীবনের অল্পত্বের কারণ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু মূলে দেখিবে, যে পরমাত্মা এবং মহাপুরুষাত্মার মধ্যে প্রীতির আধিক্য হেতু এক কর্ত্তৃক অপর সত্বর আকৃষ্ট হইয়া, মহাপুরুষের তিরোধানে তৎসহ পরমাত্মার মহানন্ত-যোগের নৈকট্য-সংস্থাপনই সংঘটিত হয়।

প্রীতির আশ্চর্য্য ক্ষমতা যাঁহারা জীবনে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা মানব-জীবনের অলৌকিকতা দর্শনে ধন্য হইয়াছেন। পতি-পত্নী পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গভাব জগতে এই একটী প্রীতির প্রতিমূর্ত্তি সাধারণে দর্শন করে। কিন্তু এই অর্দ্ধাঙ্গভাব যে প্রত্যেক দুই আত্মায় সম্ভব, তাহা অল্পায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য থাকিলেও, অল্প জনেই তদ্‌বিষয়ে যত্নবান্ হয়। যাঁহারা ঐ দিকে যত্নও করেন, তাঁহারা কৃতার্থতা লাভেও সুখী হয়েন।

জগতে ইহা নিত্য দর্শনের ব্যাপার যে তুমি একজনকে প্রীতি প্রদান কর, তাহার প্রীতি তোমার প্রতি প্রত্যর্পিত হইবে। তৎপর, আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে দূর হইতে তোমার হর্ষে তিনি হর্ষযুক্ত হইবেন, এবং তোমার ক্রন্দনে তিনিও নেত্রাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। পরস্পর এই ভাবে যেমন চমকিত হইবে, তেমনি সুখীও হইবে। পরে এই আত্মার যোগ বদ্ধমূল হইলে, তড়িতের দ্বারা সংযুক্ত দুইটী স্থান সদৃশ একের সংবাদ আপনিই অপরের নিকট আসিবে। তখন আর তোমার বিস্ময় থাকিবে না। কিন্তু অন্য সাধারণের নিকট ঐ সংযুক্তাত্মাদ্বয় বিস্ময়জনক দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইবে। যাঁহারা এই আত্মযোগ শিক্ষা করিয়া জগতে যোগী হইয়াছেন, শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দের অদ্বৈতভাব পৃথিবীকে দেখাইয়া আপনারা সুখী হইয়াছেন এবং জগৎকেও সুখী করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য।

২১। রচনা।

প্রত্যেকেই এক একটী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রচনাকার। যে মূর্খ, তাহারও রচনাশক্তি আছে। তাহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হও, তাহার সেই শক্তির পরিচয় পাইবে। রচনা একটী ভাবের পরিব্যঞ্জক ভাষামাত্র। যেমন প্রত্যেক জীবন এক একটী প্রধান ভাবের বিকাশভূমি, প্রত্যেক রচনাও সেইরূপ এক একটী মূল ভাবের বিকাশস্থল। হৃদয়ে ভাবের উচ্ছ্বাস হইলে রচনা আপনিই স্ফূরিত হইবে। একটী ভাব লইয়া আরম্ভ কর, কত সহানুভাবক ভাব আপনিই উপস্থিত হইবে; উদাহরণ, অলঙ্কার, কবিত্বাদি সমুদায়ই আপনা আপনি তোমার সহায়তা করিবে।

কথিত আছে, "উত্তম আরম্ভে অর্দ্ধ পরিসমাপ্তি সংসাধিত হয়।" যখন রচনায় প্রবৃত্ত হইবে, প্রথম ভূমিপত্তনটী উৎকৃষ্ট করিয়া লইবে। তৎপর তাহাতে যে চিত্রখানি অঙ্কিত বা প্রতিফলিত করিবে, তাহাই সুদৃশ্য ও উৎকৃষ্ট হইবে। রঙের জন্য চিন্তা করিবে না। স্বভাবের মধ্যে রং দেখিলেই রং ফলাইতে পারিবে। হয় ত তোমার অভিধান অল্প। তাহাতেও সঙ্কোচের কারণ নাই। প্রাকৃতিক অভিধান, যাহা প্রত্যেক মানবের পৈতৃক সম্পত্তি, সেই ভাণ্ডার হইতে ইচ্ছামত রত্নগুলি আপনিই আসিবে। সর্ব্বকার্য্যে হৃদয়ের প্রকৃত ব্যগ্রতার প্রয়োজন। এই ব্যগ্রতাই সেই ভাণ্ডারগৃহের কুঁজি-স্বরূপ। ইহা লইয়া উপস্থিত হও, সমস্ত ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। ভাণ্ডারের ধনও তোমাকে

পরিশ্রম করিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে না। তুমি যে মালা গাঁথিবার মানস করিয়াছ, তাহাতে যেখানে যে রত্নের আবশ্যক, সেই সেই রত্ন আপনা আপনিই শৃঙ্খলামত সংলগ্ন হইয়া যাইবে। ভাবোচ্ছ্বাসের আতিশয্য এবং সত্যান্বেষণে ব্যগ্রতার আধিক্য থাকিলে, এমনই সহজে ঐ রত্নহার প্রস্তুত হইবে, যে শেষে আপনার কার্য্যে আপনিই চমকিত হইবে।

হৃদয়ের ভাবোদ্গম হইলেই তাহা লিপিবদ্ধ করিবে। জলাশয়ে নামিয়া মৎস্য শিকারে প্রবৃত্ত হইলে, মৎস্যও অন্বেষণ করিতে হয়, এবং মৎস্য-স্থাপনের উপাদানও সঙ্গে সঙ্গে রাখার প্রয়োজন। সেইরূপ হৃদয়-ভাবগুলি ধারণ করিয়া রাখার জন্য, লেখনীয় দ্রব্যসহ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য।

সরস্বতী বা দেববাণীর আবির্ভাব সকল হৃদয়েই হইয়া থাকে। ব্যগ্রতা এবং সত্যান্বেষণেচ্ছা যেখানে, দেববাণীও সেইখানে। কিন্তু দেববাণীর আবির্ভাবকাল সকল সময়ে সমান নহে। সুসময় আসিলেই ঐ সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করিবে। ভ্রমণার্থ নির্গমনের মাহেন্দ্রক্ষণের কথা কথিত আছে। তদ্রূপ রচনারও মাহেন্দ্রক্ষণ আছে। ঐ মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত করিয়া ফেলিলে তোমার ভাবোচ্ছ্বাসও কমিয়া যাইবে। শুভক্ষণে যাহা করিবে, তাহার নূতনত্ব চিরদিনই থাকিবে। তাহা দেশকালে আবদ্ধ থাকিবে না। রচকের ভাবোচ্ছ্বাস চিরদিনই অপরের ভাবোচ্ছ্বাসের কারণ হইবে।

হৃদয়েরও জোয়ার ভাটা আছে। জোয়ারের সময় নৌকা

ছাড়িয়া দিলে তাহা ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া যাইবে। ভাটায় উজান-গমনে অধিক সময় লাগিবে। এই জোয়ারভাটা তোমারই আয়ত্ত। চন্দ্রের আকর্ষণে নদী যেমন স্ফীত হয়, তদ্রূপ সত্যের আকর্ষণে হৃদয় স্ফীত হয়। সত্যে আর হৃদয়ে যোগ থাকিলে, স্বতঃই হৃদয়ে জোয়ার খেলিতে থাকিবে। এবং রচনাতরণী আপনা-আপনিই তীব্রবেগে চলিতে থাকিবে। এই যোগ প্রাকৃতিক-যোগ করিয়া লও, হৃদয়ে নিত্য জোয়া-রের ক্রিয়া হইতে থাকিবে।

যাত্রার গম্যস্থান যেমন অগ্রেই স্থির থাকে, সেইরূপ রচনারও সীমা অগ্রেই স্থির করিয়া লইবে। তোমার নিজ শক্তির পরিমাণানুসারে অথবা আবশ্যকতানুসারে তোমার সীমার দূরত্ব বা অল্পত্ব স্থিরীকৃত হইবে। কিন্তু একবার তাহা স্থির করিয়া লইলে তুমি তোমার গম্যস্থানে অবশ্যই পৌছিবে। এক সময়ে না পৌছিতে পারিলেও হানি নাই। অদ্য কতক দূর গমন করিতে পারিলে, সময়ান্তরে আরও অধিক অগ্রসর হইবে। কিন্তু মস্তিষ্ককে অধিক নিপীড়িত করিবে না। দ্বিতীয় ভাবোচ্ছ্বাসের অপেক্ষা কর। তাহা উপস্থিত হইলে বাকি কার্য্য সহজেই সমাধা করিতে পারিবে।

২২। প্রায়শ্চিত্ত।

ইহার দ্বারাই মনুষ্য নষ্টধন পুনঃ প্রাপ্ত হয়; এবং ভগ্ন-সামগ্রীর পুনঃ সংযোগ সাধন করিয়া থাকে।

ইংরাজী ভাষায় ইহার প্রকৃত-ভাব-জ্ঞাপক একটী সুন্দর শব্দের* ব্যবহার আছে। ঐ শব্দের মূলার্থ "এক হওয়া"। বাস্তবিকই, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দুইটী বিচ্ছিন্ন বস্তু পুনশ্চ এক হইতে পারে। ঈশ্বর হইতে মানবাত্মা বিচ্ছিন্ন হয়, এই জন্য সর্ব্বশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধির উল্লেখ আছে। কিন্তু মনুষ্য প্রায়শ্চিত্তসময়ে প্রায় কেবল আংশিক বিধি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করে। তড়াগবারি যখন সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়, তখন উভয়ের মধ্যস্থিত পয়ঃপ্রণালী ও নদ প্রভৃতি দিয়াই গমন করিয়া থাকে। পরমাত্মায় মনুষ্যাত্মার গমনও তাদৃশ। স্বীয় জনক জননী হইতে নিজ অবাধ্যতা হেতু বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে, স্বীয় ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রতি চির অক্ষুণ্ণ স্নেহ প্রকাশই ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত; এবং তাহাতেই যেরূপ জনক-জননীর সহিত পুনর্যোগ সংস্থাপিত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মার সহিত এক হইবার ইচ্ছা থাকিলে, তাঁহার সন্তানগণের সহিত সর্ব্বাগ্রে এক হওয়ার প্রয়োজন এবং তাহাই ঈশ্বরে যোগ স্থাপন করিবার একমাত্র উপায়। ভ্রাতা ভ্রাতাকে স্নেহ করিতে দেখিলে যেমন মাতার আনন্দ, তেমনি ঐরূপ প্রীতিতে জগৎজননীরও আনন্দ। এই জন্যই খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "অগ্রে ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া, পরে পূজোপহার প্রদান করিতে আসিবে।"

প্রায়শ্চিত্ত অন্তরের, ইহা বাহিরের নহে। এবং ইহাও আত্মার নিত্য করণীয় কার্য্য। নিত্য প্রায়শ্চিত্তে আত্মায়

---

* Atonement.

আত্মায় যে যোগ সংস্থাপিত হয়, তাহাতে কুত্রাপি বিচ্ছেদ নাই। বন্ধুর সহিত বন্ধুবিচ্ছেদ শুনা যায়। জানিবে, সেখানে প্রায়শ্চিত্ত-বিধি প্রচলিত নাই, অথবা কখনও তাহা তথায় অনুষ্ঠিত হয় না।

ব্যক্তিগত প্রায়শ্চিত্ত যেমন একের সহিত অপরের যোগ স্থাপনের জন্য আবশ্যক, সামাজিক ও জাতীয় প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতাও তদ্রূপ। সমাজের প্রতি সমাজের বিরোধ, জাতির প্রতি জাতির শত্রুতা, এই প্রায়শ্চিত্ত-বিধির অবমাননাই তাহার কারণ। এক মনুর সন্তানই মানব; ইহা যেমন বৈয়াকরণিক সত্য, প্রকৃতি ও শাস্ত্রানুসারেও ইহা সত্য। তবে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ কেন? পরস্পর পরস্পরের প্রতি অপরাধী, এবং সেই অপরাধের কেহ প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই; এই জন্যই সেই বিবাদ দৃষ্ট হয়। এখানে উচ্চের বা নিম্নস্থের প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য নাই। নিম্নসহ উচ্চের যোগ অনাবশ্যক বিবেচনায় কেহ প্রায়শ্চিত্তেরও অনাবশ্যকতা বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা ভ্রম। নিম্নের সহানুভূতি ভিন্ন উচ্চের রক্ষা কোথায়? এই সহানুভূতিতেই জগতের শান্তি। মানব যদি বাস্তবিকই নিজ শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়, প্রত্যেকে এই প্রায়শ্চিত্ত-বিধির অনুষ্ঠান করুক। অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিয়া স্বকৃতাপরাধ ক্ষমার জন্য যে প্রার্থনা, তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা। দেবাত্মজ যীশু এইরূপ প্রার্থনাই করিতে বলিয়াছিলেন। এই প্রার্থনায় প্রায়শ্চিত্ত এবং মুক্তি যুগপৎ সংসাধিত হইবে।

২৩। কথোপকথন।

সকলেই বঁড়শী দ্বারা মৎস্য-শিকারার্থ তড়াগকূলে উপবিষ্ট। কাহারও চেষ্টা সফল হইল, এবং কেহ বা সম্পূর্ণ শূন্যহস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইল। একের তাবৎ উপকরণগুলি ঠিক ছিল, নিজের মানসিক প্রবৃত্তিও স্থির, তজ্জন্যই সে মৎস্য ধরিতে সমর্থ হইল। অপরের আবশ্যকীয় উপকরণের অভাব, সুতরাং সে মিথ্যা সময় ক্ষেপণ করিয়া চলিয়া গেল।

কথোপকথন একটী সরোবর; তথায় জ্ঞানমীন নিয়তই অধিবাস করিতেছে। পঙ্কিল পুষ্করিণী-মধ্যেও মৎস্য বাস করে। যে ধীবর বা প্রকৃত শিকারী, সে মৎস্য ধরিয়াই আপন কার্য্যসাধন করে। সাধারণে কর্দ্দমযুক্ত হইয়াই চলিয়া যার।

কথোপকথনে যদি কিছু সঞ্চয় না হইল, সে কথোপকথনই বৃথা। ব্যবসা লাভের জন্য। বাক্য, জ্ঞান-লাভ-ব্যবসার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। লাভ না করিতে পারিলে তুমি প্রদত্ত ধনের অপব্যবহার করিলে। তোমার একটী লক্ষ্য ঠিক থাকিলে, কথোপকথনে অবশ্য তোমার লাভ হইবে। দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণেও অগ্নি-সঞ্চার হয়। দুইটী হৃদয় পরস্পরের সহিত সংঘর্ষিত হইলে ভাবাগ্নি উদ্দীপিত হয়। অগ্নিহোত্রী যিনি, তিনি সেই অগ্নিই ধারণ করিয়া রক্ষিত করেন। তবে কাষ্ঠের ঘর্ষণে সর্ব্বদাই যে অগ্নি উদ্ভাবিত হইবে, তাহা সম্ভব নহে। তজ্জন্য কাতর বা অধীর হইবে না। কাষ্ঠদ্বয়-সংঘর্ষণে অগ্নি আবির্ভূত না হইলে তাহা কাষ্ঠের দোষ।

যখন কথোপকথনে ফললাভ না হইল, তখন নিশ্চয়ই কথোপ-কথনকারী উভয়ের, কিংবা অন্যতরের দোষ জানিবে। কথোপকথনে ফললাভের অভিলাষী হইলে মনকে প্রস্তুত রাখিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং সর্ব্বদা সচকিত থাকিবে। নিদ্রিতাবস্থায় চকমকিতে আঘাত করিলে অগ্নি প্রজ্বা-লিত করিতে পারিবে না। চেতনাতেই চৈতন্যের প্রকাশ পাইবে।

কথোপকথনে উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে, যে নিয়মে সেই উৎকর্ষ লাভ হয়, কুত্রাপি তাহা উল্লঙ্ঘন করিবে না। ঠিক সোজা যাইবার অভিপ্রায় থাকিলে, বিনাশ্রয়ে অন্ধকার-মধ্যে তাহা পারিবে না। কিন্তু স্থানটী একবার অভ্যস্ত হইয়া আসিলে, আশ্রয়ের দিকে দৃষ্টি বা তদুপরি অবলম্বন না রাখিলেও চলিতে পারিবে। প্রত্যেক বিষয়ের শাখা প্রশাখা আছে। একটী শাখা অধিকৃত হইলে, তৎপর অপর শাখা ধারণ করিতে প্রয়াস পাইবে। কিন্তু বৃক্ষারোহী যেমন শাখা হইতে শাখান্তর অবলম্বন করিলেও নিজ গম্য স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখে; সেইরূপ কথোপকথনে উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে এক প্রকৃত জ্ঞান বা সত্যের দিকেই দৃষ্টি রাখিবে। তোমার জীবনের লক্ষ্য ঠিক থাকিলে, তোমার বাক্যও আনন্দপ্রদ হইবে। ন্যায় বা অলঙ্কারশাস্ত্র তোমার পঠিত না থাকিলেও স্বাভাবিক ন্যায়ালঙ্কারে তোমার বাক্য বিভূ-ষিত হইবে। ছিদ্রান্বেষী কঠোর-সূত্র মিলাইয়া তোমার ন্যায় বা অলঙ্কার-পরিপাট্যের দোষাবিষ্কার করিতে পারিলেও তোমার মুখের নিকট সে অবশ্যই পরাস্ত হইবে। সম্মুখ-

যুদ্ধে পরাস্ত করণই বীরত্ব। তুমি সত্যব্রতিক হইলে তোমার এই বীরত্বেই জগৎ স্তম্ভিত হইবে।

২৪। লক্ষ্যবস্তু।

ব্যাধ সপ্তনলি দ্বারা পক্ষী শিকার করে। তাহার হস্তে কতিপয় নল; ক্রমশঃ একটীর উপর একটী স্থাপিত হইতেছে, কিন্তু লক্ষ্য তাহার পক্ষী। শেষে নলের দ্বারাই সেই পক্ষী তাহার করতলস্থ হয়। যাহার জীবনের লক্ষ্য এক, তাহার লক্ষ্যসাধন নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। তুমি জ্যোতিষী হইবে, নূতন নূতন নক্ষত্র তোমার নয়নপথে স্বতঃই নিপতিত হইবে। তুমি সদ্বক্তা হইবার ইচ্ছা করিয়াছ, সদ্বক্তার নিয়মাবলী আপনা আপনিই তোমার বোধগম্য হইবে। জ্ঞানোপার্জ্জনে ব্রতী হইয়াছ, কত রত্নই ক্রমশঃ তোমার অধিকৃত হইবে।

জীবনে সর্ব্বদা একটী লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে। সেই লক্ষ্য সাধন হইলে দ্বিতীয় অবলম্বন করিবে। অন্যথা, একই সময়ে দুইটী পক্ষীর প্রতি ধাবিত হইলে একটীও করকবলিত না হওয়ারই সম্ভব। পুনশ্চ, জীবনে বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ্য বস্তু থাকিলে একটী মহালক্ষ্য যাহার নাই, তাহার জীবন অসম্পূর্ণাবস্থায় অবসান হইবে। কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক জীবন একটী প্রধান ভাবের বিকাশভূমি। সময়ে সময়ে বিদ্যুদালোকের ন্যায় এই ভাব হৃদয়ে স্ফূরিত হইবে। ঐ ভাবটী ধরিতে পারিলেই তোমার

জীবনের লক্ষ্য স্থির হইল। তৎপর ইহ জীবনে যতদূর অগ্রসর হইলে, তোমার সেই লক্ষ্যের দিকেই গতি হইল। লক্ষ্য ভিন্ন জীবনের গতি, মহাসমুদ্রে দিগ্দর্শন-যন্ত্র বিনা অর্ণব-যানের গতি তুল্য। ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিণামে বুদ্‌বুদের ন্যায় যেমন ঐ অর্ণব-তরী জলসাৎ হইবে, কেহই তাহা জানিবে না, লক্ষ্য-বিহীন জীবনের অবস্থাও তদ্রূপ ঘটিবে।

বীজমন্ত্র বলিবার বিষয় নহে। অপক্ক বা অসিদ্ধাবস্থায় লক্ষ্যের প্রকাশ অনুচিত। প্রকাশের দ্বারা অপরের কুদৃষ্টিতে হয় ত মন্ত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইবে। অথবা অহঙ্কার উপস্থিত হইয়া সেই মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তিকে নষ্ট করিবে। কিন্তু মন্ত্রবান্ ব্যক্তি সময়ে ফলের দ্বারা পরিচিত হইবে। তদবস্থায় পরিচয়ে কোন হানি নাই।

বীজমন্ত্রটী সর্ব্বদা ঠিক রাখা আবশ্যক। তৎপর "মন্ত্রম্ বা সাধয়েয়ম্ শরীরম্ বা পাতয়েয়ম্"। এই দুই মন্ত্র এক হইলে অতি সহজেই তোমার মূল মন্ত্র সাধিত হইবে। এই অবস্থায় যেখানে যখন থাকিবে, মূল মন্ত্রের পোষক প্রমাণ জাজ্বল্যরূপে দেখিতে পাইবে। পুস্তকপাঠে নিযুক্ত থাক বা কথোপকথন কর, আহ্লাদ আমোদ কর বা কোন সারবান্ কার্য্যে ব্রতী থাক, তোমার লক্ষ্য বস্তুকে পুষ্টকায় করিবার বহুল সামগ্রী পাইবে। নিপুণ চিত্রকর যেমন আকাশে স্বচিত্রানুরঞ্জনের উপযুক্ত সুবর্ণাদি দেখিতে পান, তেমনি পৃথিবীতেও তাহা পাইয়া থাকেন। রং ফলাইবার জন্য কোন বস্তুই তাঁহার অনাদরণীয় নহে, বরং তিনি প্রত্যেকের সৌন্দর্য্যগ্রহণ করিয়া আপন কার্য্য সাধন করিয়া লয়েন। সেইরূপ

লক্ষ্যযুক্ত ব্যক্তি অপরের অলক্ষিত বস্তু হইতে আপন লক্ষ্য-সাধন করিয়া লয়। জহরী অঙ্গার-রাশি বা আবর্জ্জনস্তূপ হইতেও রত্ন আবিষ্কার করে। সাধারণে তাহা অব্যবহার্য্য স্তূপই দৃষ্টি করিবে। জীবনের লক্ষ্য স্থির করিলেই তুমি জহরী হইবে; জহরী হইলেই প্রকৃত জীবনরত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

২৫। কুসংস্কার।

মাদক দ্রব্য ও কুসংস্কার উভয়ই সমান। উভয়ের ফল মানব-জীবনে সময়ে অবশ্যই লক্ষিত হইবে। আপাততঃ যৌবনে বা স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে মাদকের কালিমা মাদক-সেবীর আস্যে প্রকাশিত নহে। বলের হ্রাস হইলে ফলেরও প্রকাশ হইবে। সেইরূপ তুমি আপাততঃ সভ্যতা বা জ্ঞানের তেজে তেজীয়ান্ এবং তোমার আত্মা আকাশমার্গে উড্ডীন। সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেই কুসংস্কারের বিক্রম তোমাতে অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবে।

এ সংসারে কুসংস্কার অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর আর কিছুই নাই। ইহার দ্বারা মনুষ্য কর্ত্তৃক মনুষ্যহত্যা পর্য্যন্ত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। বোধ হয় জ্ঞানের প্রভাবে তুমি ঐরূপ ভীষণ কুসংস্কার দূরীকরণে সক্ষম। কিন্তু এমন কতকগুলি সংস্কার আছে, যাহা তদপেক্ষা অধিক ক্ষুদ্র নহে, কিন্তু তাহা তুমি সম্ভবতঃ পরিত্যাগ করিতে অপারগ। এই-রূপ কুসংস্কারের অধীন হইয়া মনুষ্য বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব-

বিচ্ছেদ করিতেছে, এবং এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে অনায়াসেই অপমান করিতেছে। তোমার জীবন যদি এক সত্যের বশবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে এই কুসংস্কার হইতে নিষ্কৃতি; নতুবা তোমার বিদ্যার গৌরব কি বুদ্ধির প্রখরতা, কিছুতেই তোমাকে উহা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

ভ্রান্ত সংস্কার সর্ব্বদাই মনুষ্যকে উদ্যম-বিহীন করিয়া থাকে। তুমি কোন সুমহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছ, এই ভ্রান্ত সংস্কার তোমার উন্নতি-পথের প্রতিবন্ধক হইবে। মনুষ্য জ্যোতিষের দ্বারা প্রচালিত হইতে পারিলে অবশ্য ভাল হইত। কিন্তু সে জ্যোতিষ কোথায়? প্রকৃতরূপে পরিচালিত হয়ই বা কে? যাঁহারা ধরাধামে দিগ্‌বিজয়ী হইলেন, জ্ঞানের উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিলেন; যাঁহারা মানমর্য্যাদার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে ধন্য হইলেন, তাঁহারা ত জ্যোতিষের দ্বারা প্রচালিত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করেন নাই। তুমি কয়টী নক্ষত্র দেখিয়া নিজ গতিবিধি স্থির করিবে। কয়টী নক্ষত্রই বা আবিষ্কার হইয়াছে। একটী পুষ্যা তোমার সহায়তা করিল, কিন্তু শত শত অনাবিষ্কৃত মঘা তোমার বিরুদ্ধে রহিয়াছে তাহা কি বুঝিলে না? একটী অমৃতযোগের জন্য অপেক্ষা করিবে, কিন্তু সহস্র অলক্ষিত অমৃতযোগ যে বহিয়া গেল, তাহা তুমি ভাবিয়াও দেখিলে না। ঈশ্বরের রাজ্যে সকল সময়েই শুভযোগ। তুমি প্রকৃত জ্যোতিষী নহ বলিয়া তাহা উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করিতে সক্ষম নহ। হৃদয়-মধ্যে ভগবৎ-বাণী শ্রবণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, সমস্তই

তোমার কল্যাণকর হইবে। অন্তরাকাশে একটী স্থূল নক্ষত্র সর্ব্বদাই বিরাজিত। সেই নক্ষত্রকে তোমার অনুকূল করিয়া লইতে পারিলেই তোমার অমঙ্গল অসম্ভব।

কিন্তু কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে গিয়া তৎসহ সুসংস্কার যেন পরিত্যক্ত না হয়। প্রেতের আজ্ঞাধীন হওয়া যেমন দূষণীয়, প্রেতের স্থিতি একেবারে অস্বীকার করাও তেমনি গর্হিত। একটীতে তুমি কুসংস্কারাপন্ন প্রেতবাদী হইলে; অপরটী তোমাকে নাস্তিক করিল। তুমি প্রেতবাদী হইলে খ্যাতি-পন্ন হইবে, ইহার জন্য যেন তুমি প্রেতবাদী না হও। ঈশ্বরের আলোকে যতটুকু মানা আবশ্যক, তাহাই মানিবে। আলোক পাইবার জন্য আয়াস কর, সময়ে যথার্থ তাহা পাইয়া কৃতার্থ হইবে। ইহাতে দাম্ভিকতা বা অহঙ্কার নাই। সাধিলেই সিদ্ধি; যত্ন কর, সিদ্ধি লাভ করিয়া তোমার শ্লেষ-কারী শত্রুদিগকে তুমি অনায়াসে পরাস্ত করিতে পারিবে।

২৬। মতামত।

মহাকবি সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মনুষ্যকে তোমার কর্ণ দিবে, কিন্তু অল্পকেই তোমার স্বর প্রদান করিবে।" ইহা বৈষয়িক বুদ্ধি বটে, এবং সময়ে ইহা সৎ-বুদ্ধিও সন্দেহ নাই। মূকের শত্রু নাই, ইহা জ্ঞানের কথা। যেখানে কথার আবশ্যক নাই, সেখানে মৌনই শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহাও দেখিবে যেন এই প্রকৃতির দ্বারা কখনও সত্যের অবমাননা না হয়।

সকলেরই উপর সত্য রক্ষণের ভার ন্যস্ত। পুরাকালে নাইট-এরণ্ট* নামে সত্যের বিশ্ববিজয়ী সেনাপতি-দল ছিলেন। ইঁহারা কেবল ইংলণ্ডে বা ইউরোপে ছিলেন না। বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ইঁহাদিগের প্রথম আবির্ভাব হয়। শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি এই দলেরই নেতা। যেখানে বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ মত-প্রচার দ্বারা সত্যের বিজয়-ঘোষণা না হইত, স্বীয় কার্য্যে এবং জীবনে তাঁহারা উহার ঘোষণা করিতেন।

মতপ্রকাশ কেবল বাক্যে নহে। বাক্যও সকল অবস্থায় সময়োচিত বা সুসঙ্গত নহে। কোন সময়ে শত বাক্যে যাহা না হইবে, তোমার মৌনাবলম্বনই তোমার মত প্রচারিত করিবে। হৃদয়ের লক্ষ্য ঠিক থাকার আবশ্যক। ভাব আপনিই আস্তে প্রকাশিত হইবে। তবে মতামত প্রকাশে চিন্তা কি? সত্যের সৈনিকদল নির্ভীক। বিজয় তাঁহাদিগের পতাকার চিরানুগামী।

যে স্থলে স্বমত প্রকাশের আবশ্যক, তথায় তাহা প্রকাশে ভীত বা কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু ইহাতে যেন অহঙ্কার উপজাত না হয়। ঐরূপ প্রকৃতিতে তুমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানীরূপে দৃষ্টি করা অসম্ভব নহে। জীবন লক্ষ্য তোমার ঠিক থাকিলে, অহং বিকাশের কম সম্ভাবনা। লক্ষ্য স্থির থাকিলেই, যথেচ্ছ মতামত প্রকাশে আপনিই সঙ্কোচভাব উপস্থিত হইবে। তাহাতেই তোমার রক্ষা হইবে।

---

* Knight-errant.

লক্ষ্যের অনিশ্চিতাতেই ভাবের অনিশ্চিততা। সুতরাং মত সারবান্ হইবে না। কথোপকথনেই হউক, আর রচনা-কার্য্যেই হউক, হৃদয়ের মূল ভাবটী সর্ব্বদা নয়নপথে দেদীপ্যমান রাখিবে। তাহা হইলেই বিপথগমন তোমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। অন্যের চক্ষে বিপথগামী দৃষ্ট হইলেও তুমি ধৃষ্টতাদোষে অপরাধী হইবে না; এবং প্রকৃতই বিপথে তোমার গতি হইলেও, তোমার সংস্কারের পথও সহজ থাকিবে।

আত্ম-সংস্কার যাহার লক্ষ্য, তাহার অহঙ্কার উপজাত হইবার সম্ভাবনা নাই। যেখানে " গুরুগিরি ", সেইখানেই সত্যের বিনাশ। চিরদিন শিক্ষাকারীর পদে আপনাকে অধিষ্ঠিত রাখ, সংসার বিচরণে তোমার ভয় নাই। তাহা হইলে তোমার মতের যেরূপ আদর হইবে, অন্যের মতও সমাদর করিতে তুমি তদ্রূপ সক্ষম হইবে।

আদান-প্রদানেই ধনের বৃদ্ধি। প্রদানেই কুসীদের আদায়। জ্ঞানবৃদ্ধি বা মত-সংস্কারের ইচ্ছা থাকিলে, ঐ আদান-প্রদান বা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন। সত্যান্বেষী হইয়া ঐ ক্রয়-বিক্রয় করিলে উন্নতি ভিন্ন অবনতির সম্ভাবনা নাই।

বিক্রেতা যেমন নিজ দ্রব্য ভাল চক্ষেই দেখিয়া থাকে, সত্যের বাজারে প্রতি বিক্রেতা সেইরূপ আপন দ্রব্যের অধিক সমাদর করেন। এবম্বিধ নিজ শ্লাঘারও আবশ্যকতা আছে। নিজের আদর না জানিলে, পরের আদর হয় না। স্বীয় সম্মানাজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা অব্যবস্থিত-চিত্ত; সুতরাং তাহার প্রকৃত সংস্কার সাধিত হইবার সম্ভাবনা কম।

সর্ব্বদা গ্রহণেই অধিক তৎপর থাকিবে। অপিচ ভিক্ষুকের গ্রহণতৎপরতা হইতে আপনাকে বিশেষ মনোযোগী রাখিবে। এতৎসম্বন্ধে তুমি ভূপালের ন্যায় উচ্চ-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইবে। যেমন সমস্ত বস্তুই ভূপালের গ্রহণাধিকারে থাকিলেও, অত্যুৎকৃষ্ট রত্নই তাঁহার কোষাগারে স্থিতি লাভ করে, এবং তাঁহার দানও সর্ব্বদা ঐরূপ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ উচ্চ সত্যমত গ্রহণ এবং তাদৃশ সত্যমত প্রদানই তোমার জীবনের লক্ষ্য করিবে।

২৭। ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার।

পুরাকালে ঋষিদিগের শিষ্য ও ভৃত্যের কোন প্রভেদ ছিল না। উভয়েই শিষ্য নামে বাচ্য হইত। বাস্তবিক ভৃত্য, শিষ্য বা পুত্রবৎ আচরণীয়। যাহার দ্বারা জীবনের তাবৎ আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদিত হয়, সে অবশ্যই বাৎসল্যার্হ।

স্নেহ, স্নেহের বিনিময়। মনুষ্য প্রেমেই বশীভূত। সদ্-ভৃত্যের ইচ্ছুক হইলে, আপনাকে অগ্রে সৎ করিবে। নিম্ন-স্থের প্রতি উচ্চের প্রীতি অতীব সুন্দর। সেই প্রীতির বিনিময়ও অধিক। এবং তাহাতে উচ্চের মহত্ত্বেরই অধিক প্রকাশ পায়। এক গুণ দানে শত গুণ প্রাপ্তির কথা কথিত আছে। ভৃত্যের প্রতি প্রভুর প্রীতি দানে ঐরূপ ফলই প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

স্নেহেই জগৎ পরাজিত। ভৃত্য সম্বন্ধে ইহা নিতান্ত

সত্য। ক্রোধ বা শাস্তিতে মানুষ শাসিত নহে; কিন্তু স্নেহ ও দয়ার শাসনে সে অবশ্যই পরাভূত। কোন সেনা-পতির অধীন একজন সৈনিক-পুরুষ কর্ম্ম করিত। ঐ সৈনিক-পুরুষের চরিত্র বিশেষ সন্তোষজনক ছিল না। সেনাধ্যক্ষ নানাপ্রকারে তাহার শাসন করিতেন; এমন কি, সময়ে সময়ে তাহাকে সাংঘাতিক প্রহারও করিতেন। তথাপি তাহার সংশোধন হইল না। যে অপরাধের জন্য সে সর্ব্বদা দণ্ডিত হইয়া থাকে, পুনশ্চ একদা সে সেই প্রকার অপরাধ করিল। প্রভু তাহাকে নিজ সমক্ষে ডাকিলেন, এবং তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি বার বার অপরাধ কর এবং তজ্জন্য গুরুতর দণ্ডও প্রাপ্ত হইয়া থাক, তোমার কি কিছুতেই সংশোধন হইবে না?" প্রভুর একটী বালক-ভৃত্য ছিল। সে ঐ সমস্ত কথা শুনিতেছিল। শেষোক্ত কথাটী শুনিবার পর বলিল, "স্বামিন্! আপনি সর্ব্বদাই ত উহাকে প্রহার করেন, কই উহাকে ত একবার ক্ষমা করেন নাই?" প্রভু বালকের বাক্য শুনিয়া তদ্ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া অপরাধীকে বলিলেন, "আমি তোমাকে এইবার ক্ষমাই করিলাম।" অপরাধী বিস্ময়াপন্ন হইল। ভাবের লহরী তাহারও হৃদয়ে উত্থিত হইল। সেই দিন হইতে চিরদিনের জন্য তাহার জীবন-সংস্কার সাধিত হইল। এই ঘটনাটী যেমন সত্য, ইহার অন্তর্ভূত ভাবটীও তেমনি সত্য। স্নেহের দাসই প্রকৃত দাস; ক্রোধের শাসন, রাক্ষসের শাসন।

পরন্তু সময়ে ক্রোধেরও প্রয়োজন। পুত্রকে এবং ভৃত্যকে স্নেহ করিবে এবং সময়ে তাড়নাও করিবে। ক্রোধে স্নেহের

বিকাশ কোথায়? পিতার বা মাতার ক্রোধদৃষ্টিতেই সেই স্নেহ দৃশ্যমান। সেইখানেই কঠোরতাতে মধুরতা বিরাজমান। আবশ্যক হইলে, পিতার কোপদৃষ্টি ভৃত্যের প্রতি সময়ে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সকল কার্য্যের যেমন উচিত সময় আছে, কোপ প্রকাশেরও তাদৃশ কালাকাল আছে। ভৃত্যের প্রতি অযথা কোপ প্রকাশে অনিষ্টই হইয়া থাকে। তুমি উচিত বিবেচনা না করিয়া ভৃত্যের উপর অধিক কার্য্যভার ন্যস্ত করিলে। ভৃত্য তাহাতে অপারগতা বা শিথিলভাব প্রকাশ করিল। ইহাতে তোমার ক্রোধ উদ্দীপিত হইলে তুমি যে কেবল ভৃত্যের কার্য্যক্ষমতা নষ্ট করিলে তাহা নহে, তুমি সেই ভৃত্য কর্ত্তৃক নিজ কার্য্যসম্পাদনেও অসুবিধা উপস্থিত করিলে। ভৃত্যকে সর্ব্বদা আত্মীয়বৎ দেখিবে। তাহাতে তুমি যেমন ভৃত্যের আনুগত্য লাভ করিবে, তেমনি আত্মসন্তোষ-লাভেও সুখী হইবে।

২৮। বিষাদ।

কুস্বপ্ন এবং বিষাদ উভয়ের শান্তি সময়ে বা প্রকাশে। উভয়ের উৎপত্তিও এক। একটী নিদ্রিতাবস্থার মনোবিকার; অপরটী জাগ্রতাবস্থার। স্বপ্ন ও বিষাদ মানুষের সম্পূর্ণায়ত্ত না হইলেও আয়ত্তের সম্ভব। সুস্থ মনের স্বপ্ন নাই, বিষাদও নাই। স্বাস্থ্যোৎপাদন স্বীয় আয়ত্তের বিষয় বটে। তুমি মনকে প্রকৃতরূপে গঠিতে পারিলে তথায় বিষাদের প্রবেশ সম্ভবপর নহে।

পরন্তু শরতের চন্দ্রিকা প্রতিনিয়ত উপভোগের বস্তু নহে। কোন সময়ে তাহা মেঘাচ্ছন্নও হইতে পারে। অজ্ঞান বা বাতুল শশী অলক্ষিত হইলে ক্রন্দন করিবে, অথবা চন্দ্রমার পুনর্বিকাশের আশা হইতে নিরাশ হইবে। প্রকৃতিস্থমনার জ্যোৎস্নাভ্যুদয়ে যে আনন্দ, মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রালোকেও সেই আনন্দ।

সুষুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হইলেই স্বপ্নের অবসান। বিষণ্ণ ব্যক্তিও আত্মভ্রম হইতে আত্মজ্ঞানে উপস্থিত হইলে বিষাদ হইতে তাহার নিষ্কৃতি। স্বপ্ন ও বিষাদ চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু কুসংস্কার বা অজ্ঞানতার আধিক্যানুসারে ঐ দুইয়েরই স্থায়িত্বের আধিক্য হইয়া থাকে। সুস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন যাহার বিবেচনায় দুই সমান বা দুই কিছুই নহে, ঐ দুইয়ের ফলাফল চিন্তায়ও তাহার মন আকুলিত নহে। সুখ দুঃখ যাহার সমান জ্ঞান, তাহার অবস্থা নিয়ত জাগ্রতের অবস্থা; বিষণ্ণতা তাহার মনের স্থৈর্য্য অপহরণে সক্ষম নহে।

বিষাদ সর্ব্বদা আশার পূর্ব্বগামী। যেখানে বিষণ্ণতা অধিক, তথায় পরে আশারও আতিশয্য নিশ্চয়। অন্ধকারের স্থিতি সময়াবদ্ধ। দীপালোক বা দিবালোকের প্রকাশেই উহার বিনাশ। বিষণ্ণ ব্যক্তির হৃদয়ান্ধকার বিনাশের দীপালোক, স্বগণ বা সহৃদয় ব্যক্তির সহানুভূতি। আর যাহারা আত্মমন প্রকাশে সহৃদয়তার দ্বার উদ্ঘাটিত হইবার অবকাশ দেয় না, স্বর্গীয় আশা-জ্যোতিঃ স্বতঃই সময়ে তাহাদিগের হৃদয়-মধ্যে প্রকাশিত হয়। সে আলোক আর নির্ব্বাপিত

বা অপসারিত হইবার নহে। সেই আশালোকে বিষাদ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়।

বিষাদের কারণ দূরে থাকিতে কখনও বিষাদিত হইবে না। বিপদ্, বিপদ্ আনিতে পারে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা কেন তোমাকে বিষাদিত করিবে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিপদ্ উপস্থিত হয় নাই, তাহা প্রতিরোধের চেষ্টা করিবে। পুনশ্চ, বিপদ্ উপস্থিত হইলে বিষাদপূর্ণ হইলেই বা লাভ কি? বরং তৎকালে স্থিরচিত্তে তাহার প্রতিকার-বিধান করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমস্ত অর্পণ করেন, তাঁহারা বিষণ্ণতা দ্বারা কখনও আক্রান্ত হন না। ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ শিক্ষা করিলে, বিষাদের হস্ত হইতে সহজেই মুক্তিলাভ করিবে। তাহা হইলেই তোমার জীবন চির-আনন্দময় হইবে। অসুখী মানব ঐরূপ অবস্থায়ই তোমার সংস্পর্শ-পিপাসু হইবে, এবং সংস্পর্শ-লাভেও সুখী হইবে।

২৯। ধূর্ত্ততা।

কথিত আছে সাবধানের মৃত্যু নাই। সংসারে বিচরণ করিতে হইলে, সংসার-শৃগাল হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবে। শৃগালের দৌরাত্ম্য বেষ্টন-বিরহিত উদ্যানে; ধূর্ত্তেরও প্রতাপ সতর্কতা-শূন্য মানব-হৃদয়ে।

ব্যবসায়ীর ধূর্ত্ততা মিষ্টভাষা এবং উপরের চাকৃচিক্য। উভয় হইতে আপনাকে সাবধানে রক্ষা করিবে। আবশ্যক

না থাকিলে কখনও বিপণিতে যাইবে না; অথবা তথায় নিজ আবশ্যকীয় ভিন্ন অন্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপও করিবে না। এই দুইয়ের অন্যথাচরণ করিলে, নিশ্চয়ই ধনের অপব্যয়ে বিষাদগ্রস্ত হইবে।

যাহার চতুরতা অধিক, বঞ্চনা দ্বারা তাহার প্রতারিত হইবার সম্ভাবনাও অধিক। কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার ইচ্ছুক হইলে, সরলভাবে তাহা ক্রয়ের চেষ্টা করিবে। বড়শী দ্বারা মৎস্য শিকার করিতে হইলে উপযুক্ত স্থান বুঝিয়াই মৎস্য শিকারে নিবিষ্ট হইতে হয়। তদ্রূপ দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে, তজ্জন্য অগ্রে উপযুক্ত পণ্যশালা নির্ব্বাচনের প্রয়োজন। পুনশ্চ, যেমন জল আবিল করিলে মৎস্য তথা হইতে পলায়ন করে, সেইরূপ অধিক পণ্যালয় একত্রে ঘোটনে ক্রয়কারী সহজেই দিশাহারা হইয়া যায়, এবং তদবস্থায় তাহার নিজ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপণে বঞ্চিত হওয়া বিচিত্র নহে।

তুমি উচ্চপদস্থ হইলে, অনেকের দ্বারা তোমার প্রতারণার সম্ভাবনা। ঐ অবস্থায় আপনাকে সর্ব্বদা সচকিত রাখিবে। কেহ তোমার অযথা প্রশংসা করিয়া নিজ কার্য্য সাধন করিবে। কেহ প্রকারান্তরে তোমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া স্বীয় ঈপ্সিত বিষয় লাভ করিবে। কেহ বা অযাচিত সেবা দ্বারাও তোমাকে নষ্ট করিবে। কেবল স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি প্রতিনিয়ত তোমার লক্ষ্য থাকিলেই এই সকল হইতে রক্ষা পাইবে।

কখন কখন তোমার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ অন্যের নিকট

স্বকীয়োন্নতির আশায় গমনেচ্ছুক হইবে, এবং তোমার সহৃদয়তার উত্তেজনা করিয়া তোমার নিকট প্রশংসাপত্রের প্রার্থী হইবে। অযথা প্রশংসাপত্র-প্রদান-বিরতিতে তুমি সর্ব্বদাই স্থিরসঙ্কল্প থাকিবে। তোমার কঠিন ন্যায়-ব্যবহার প্রথমতঃ ঐ সকল লোকের নিকট তোমার অন্যায় গ্লানির কারণ হইলেও পরিণামে তজ্জন্যই তুমি প্রশংসিত হইবে। অপিচ, তোমার ন্যায়-ব্যবহার দর্শনে প্রতারণাকারীরা স্বতঃই তোমার নিকট আসিতে বিরত হইবে। প্রশংসা-লাভাশায় কার্য্য করিবে না। কিন্তু প্রশংসা আপনি আসিলে তাহা অবহেলাও করিবে না।

তোমার কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবার থাকিলে উহাকে নিকৃষ্টরূপে প্রতিভাত করাই চতুর ক্রয়কারীর ইচ্ছা। কন্যা-পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ-নির্দ্ধারণ-ব্যবসায়ও ঐরূপ দেখিবে। যাহারা পুত্র ও কন্যার জন্য উপস্থিত হইবে, তাহারা আপন অভিপ্রায় সাধন জন্য প্রথমতঃ পাত্র অথবা পাত্রীর দোষোল্লেখই করিবে। পরন্তু ইহা ঐ পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকের অযথা আত্মগৌরব-নিবারণের উপায় বটে। সরলতাই এই সকল অবস্থায় একমাত্র আত্মরক্ষার কবচস্বরূপ। এই কবচ ধারণ করিলে, কোন বিষয়েই ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যেমন সরলতেই আত্ম-রক্ষা, তেমনই উহাতেই ধূর্ত্তের শিক্ষা এবং ধূর্ত্ততা বিনাশ হইবে।

৩০। পণরক্ষা ও জেদ।

এতদুভয়ে বীরত্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উভয় সময়োচিত না হইলে ঐ দুয়েই অধিক মূঢ়ত্ব। কারণ ইহাও ঠিক সত্য যে, যেমন "বৃক্ষের অগ্রদেশে গোঁয়ারের মৃত্যু" জেদী বা নির্ব্বন্ধারূঢ় ব্যক্তিরও ঐরূপ অধঃপতন হয়।

স্বীয় উন্নতি অথবা জগতের কল্যাণ জন্যই সত্যানুসন্ধায়ী ও সত্যব্রতীদিগের পণরক্ষা। সেই পণরক্ষায় অহঙ্কার নাই। তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে জেদ্‌ও উপস্থিত হইতে পারে না। বৈদিক কালে জেদের অনুরূপ শব্দের ব্যবহার নাই। পৌরাণিক-কালে "পণরক্ষা" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাহা বীরত্বের কাল। সেইকালে সত্যব্রতী মহাপুরুষেরা সত্যপালনে স্ব স্ব পণরক্ষা করিয়াছেন। কলির কাল, অন্ধকারের কাল। এই কালে তামসিক প্রকৃতির প্রাবল্য-হেতু "পণরক্ষার" পরিবর্ত্তে "জেদ্" "গোঁয়ার" ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার।

প্রত্যেক মনুষ্য-জীবনে বৈদিককাল, বাল্যকাল। ঐ বেদের কালে, তাহার প্রকৃতিতে জেদ্ বা পণরক্ষা কিছুই নাই। তৎপর শিক্ষার কালে পণরক্ষার কাল উপস্থিত। এই সময়ে যাহারা যথার্থ বীরতুল্য এবং কর্ত্তব্য-প্রতিপালনপণ জীবনে দেখাইতে পারে, তাহারাই খ্যাতিপন্ন হয় এবং পৃথিবীতে যশঃ লাভ করিয়া সুখী হয়। মনুষ্য পৌরাণিক কাল অবসান করিয়া কলিতে উপস্থিত হইলেই তাহার বিনাশ। কলির আগমনেই যুধিষ্ঠিরের তিরোভাব। ক্ষেত্র-

মধ্যে রত্নভাণ্ডের উদ্গম; তৎপর তৎসম্বন্ধে ক্ষেত্রপতি ও কৃষকের ন্যায়ের জন্য বিতর্ক; অনন্তর উভয়মধ্যে অসত্যের জন্য বিরোধ। উহাতেই সত্যব্রত যুধিষ্ঠির কলির আবির্ভাব দর্শন করেন, এবং পরে আপনিই অন্তর্হিত হন। এই উপাখ্যানে অসত্যের আবির্ভাবে ধর্ম্মের অন্তর্দ্ধান অতি সুন্দর-রূপে ব্যাখাত হইয়াছে।

সত্যের প্রতি অনুরাগের হ্রাস হইলেই মানব-হৃদয়ে জেদের আবির্ভাব হয়। জেদ্ হইতে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। বৈষয়িক কার্য্যে জেদ্ সর্ব্বদা বিপত্তির কারণ। ক্ষমতা-সত্ত্বেও জেদী-ব্যক্তি নিশ্চয় অনাদৃত থাকিবে। তাহার উন্নতির দ্বার এককালে প্রতিরুদ্ধ হইবে। সত্যানুরাগে হৃদয়ের কোমলতা স্ফূর্ত্তি পায়। সেই কোমলতাতেই সেই সত্যানুরাগীর প্রতি অন্যের স্নেহ সঞ্চার হয়। তাহার উন্নতিতে সকলে হর্ষিত। সে কাহারও অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইলে তাহার উন্নতিতে তাহার প্রভুরও আনন্দ; কিন্তু জেদী-ব্যক্তি যেমন অপরের কোপে পতিত হইবে, তেমনি নিজ প্রভুর কোপেও তাহার পতিত হইবার অধিকই সম্ভাবনা। প্রভুর প্রসাদলাভে বঞ্চিত হইলে জেদী-ব্যক্তির এককালে অধঃপতন না হইলেও, তাহার উন্নতির আশা সেই হইতে একরূপ শেষ হইয়া যাইবে। সাংসারিক উন্নতি-প্রাপণেচ্ছু হইলে জেদ্ একেবারে পরিহার করিবে। তোমার কর্ত্তব্য ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রতি লক্ষ্য রাখিবে না। জেদ্ বা কোট্-বজায় রাখার প্রয়োজন কি? যাঁহার কার্য্য করিতেছ, যদি তোমার কোট্‌বজায়ে তাঁহার লাভ না থাকে, তিনি তোমার

ঐরূপ মত সমর্থনের প্রত্যাশী নহেন। যাহাতে তোমার প্রভুর বা নিজের কোন লাভ নাই, ঐরূপ প্রকৃতি অবশ্য পরিহার্য্য। যেমন প্রকৃত কর্ত্তব্যজ্ঞানে ঐ প্রকৃতি উদ্ভিন্ন হইতে পারে না, উহা সঞ্জাত হইলেও ঐ কর্ত্তব্য-বোধেই উহার উচ্ছেদ। পণরক্ষা করিতে হইলে সত্যপণ রক্ষার জন্যই ব্রতী হইবে, তাহা হইলে ঐহিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ সুখলাভে চরিতার্থতা লাভ করিবে।

৩১। মহত্ত্ব।

শৃগালের বৃক্ষস্থিত-সুপক্ক-ফল-লালসা-পরিহার জগতে অনেক সময়ে মহত্ত্বাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে অন্য কিছু অসাধারণ দর্শন করিয়াও, তাহা মহান্ বিবেচনায় লোকে অনেক সময়ে প্রতারিত হন। সম্রাটের ভিক্ষুক-গৃহ-প্রবেশে সংসার স্তম্ভিত হইল। চারিদিকে তাঁহার মহত্ত্বের ঘোষণা হইল। কিন্তু ঐ প্রশংসায় ভূপাল হয় ত অন্তরে লজ্জিত হইলেন। সংসার-বৈপরীত্যে মহত্ত্ব দর্শন করিয়া প্রতারিত হওয়া বিচিত্র নহে। বাস্তবিক, বৈপরীত্যে মহত্ত্ব আছে। পরন্তু তাহা মূলে বৈপরীত্য নহে। যাহাতে ঐরূপ বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়, তাহার উহা একটী নিত্য প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। বিশাল মহাসাগরের গভীর নীল সলিলের প্রশান্ত মূর্ত্তি অবশ্যই মহত্ত্ব-প্রবোধক। যখন ভূপাল বা কোন উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তি স্বভাবতঃই প্রশান্ত ও দয়াবান্, অথবা যখন দীনাত্মার সংস্পর্শে তাঁহার আত্মা চির-দীনবেশ ধারণ করিল, তখনই

তাঁহার যথার্থ মহত্ত্ব। বাস্তবিক, প্রকৃত দীনতায়ই আত্মার মহত্ত্ব। কিন্তু অনেক সময়ে এই দীনতা উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছদ্মবেশমাত্র। ঐরূপ দীনতাতেই বকধার্ম্মিকের উৎপত্তি।

জগৎ অনেক সময়ে বাহ্যিক মহত্ত্বেই বিমুগ্ধ। কিন্তু এইরূপ বিমুগ্ধ হইবার আবশ্যকতাও আছে। বটবিটপীর বিশালত্বে মোহিত না হইলে, মনুষ্য বটবীজের এবং তাহা হইতে তদ্স্রষ্টার মহত্ত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হইত না। একই বৃক্ষে একই প্রকারের অনেকগুলি বীজ উদ্ভূত। ঐ বীজগুলি সময়ে বৃক্ষাকারে পরিণত হইল। তন্মধ্যে কোনটী ক্ষুদ্র, কোনটী খর্ব্বতা-প্রাপ্ত এবং কোন কোনটী মহান্ বিশালবৃক্ষরূপ ধারণ করিল। বৃক্ষের ক্ষুদ্রতা বা খর্ব্বতা-প্রাপ্তি বীজের দোষে নহে; তাহা ভূমি বা বৃক্ষপালকের দোষে। এক মানবাত্মা নানা আকারে দৃষ্ট হয়। কেহ ক্ষুদ্র, কেহ খর্ব্ব এবং কেহ বা গগনস্পর্শী মহান্। কিন্তু এক মূলাধার হইতে সমস্তই উদ্ভূত। যাঁহার মহত্ত্বের জ্ঞান আছে, তাঁহার নিকট ক্ষুদ্রের অনাদর নাই। মহাত্মারা ক্ষুদ্র-জীবনে পরমাত্মা দর্শন করিয়া সুখী হয়েন। সমুদ্রেই তাবৎ সলিল মিলিত হয়। মহতের হৃদয় সমুদ্রবৎ। তাহা সমস্ত হৃদয়ের প্রবাহভূমি। মহাজন আপনাতে সমস্ত সন্দর্শন করেন, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের সহানুভূতি সকলের প্রতি স্বভাবতঃ ধাবিত হয়।

ঈশ্বর হইতে সমস্ত মানবাত্মা প্রসূত। সুতরাং তাঁহার দয়া মানবের সহজাধিকার। কিন্তু যেমন মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ঘৃণা বা কঠোর-ন্যায়-দৃষ্টি স্বাভাবিক, কেন না তাহা

আস্থা প্রতি সময়ে উপজাত হয়, তেমনি ঈশ্বরের ন্যায়দৃষ্টি এই নিম্নজগতের কার্য্য প্রতি নিরন্তরই প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। কিন্তু তথাচ ঈশ্বর মহান্ এবং তাঁহার অনন্ত দয়া মানবের পৈতৃক সম্পত্তি, সুতরাং সেই দয়া দ্বারা মানব সর্ব্বদাই রক্ষিত।

ঈশ্বরের মহত্ত্ব না বুঝিলে, মনুষ্য প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ নহে। এক একটী মানবাত্মা সমুদ্র-বিচ্ছিন্ন এক একটী হ্রদস্বরূপ। যতদিন ঐ হ্রদগুলি মূল সাগরের সহিত সংযুক্ত থাকিবে, তাহা মহান্ বলিয়া পরিচিত হইবে। হ্রদের ও মূলের বিচ্ছেদ হইলে, হ্রদ কাজেই সময়ে শুষ্ক হইয়া যাইবে, এবং মহত্ত্বেরও বিলোপ হইবে।

হৃদয়ের পাবকতা-শক্তিই তাহার মহত্ত্ব। গঙ্গার সহিত তড়াগ মিলিত হইলে যেমন তড়াগের পূতকারী-শক্তির উদ্ভব হয়, পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ অধিষ্ঠিত হইলেই আত্মায় মহত্ত্বের বিকাশ হয়। তৎসময়েই ঐ ক্ষুদ্রাত্মা দ্বারা অলৌকিক কার্য্য সমাহিত হয়। সেই আত্মার সংস্পর্শে যাহাই আসে, তাহা পূতভাব ধারণ করে; তৈলপা সুন্দর কাঁচপোকার আকারে পরিণত হয়। যাঁহারা নিজ অন্তর্মহত্ত্বগুণে, অন্যে অযাচিত মহত্ত্ব প্রদান করিয়া তাহাদিগকে মহিমান্বিত করেন, সেই মহাত্মারা ধন্য।

৩২। আশা।

আশা-মরীচিকা দ্বারা প্রতারিত হইতে কেহ ইচ্ছুক নহে। কিন্তু আবার এই প্রতারণায়ই আনন্দ। যে সময়ে

চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন, আশালোকই তৎকালে জীবনপথের পথপ্রদর্শক এবং তাহা সেই সময়ে হৃদয়কে এক প্রকার গুহ্য আনন্দে বিমুগ্ধ রাখে। যিনি যথার্থ জ্ঞানী, তিনি ঐ আলোক বা মরীচিকা দ্বারা প্রচালিত হইতে না পারেন; কিন্তু তাঁহারও দৃষ্টি সময়ে সময়ে তৎপ্রতি নিক্ষেপ না হইয়া থাকিতে পারে না।

আশাই সংসারের মোহ। সাধারণের পক্ষে এই মোহ সময়ে মহোপকারী। সমুদ্র-মধ্যে ঝটিকা উপস্থিত হইলে সুদূর-দুর্গস্থিত আলোক দ্বারা অর্ণব-যান রক্ষা পাইতে পারে না সত্য, কিন্তু তদ্দর্শনে অন্যূন দিক্‌ভ্রম হইতে রক্ষিত হইয়া সেই অর্ণবপোত ঝটিকায় কিয়ৎকাল যুঝিতে অবশ্যই সক্ষম। যদি সেই পোতারোহীগণ কেবল সেই আলোক দ্বারা বাঁচিতে চাহে, তাহাদিগের ইচ্ছা যদ্রূপ বিফল হইবে, তদ্রূপ নিরাশার মধ্যে আশাজ্যোতিঃপ্রাপ্ত-ব্যক্তি কেবল আশার উপর নির্ভর করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে তাহারও কামনা ব্যর্থ হইবে।

নদীবক্ষে ছিদ্র-নিবন্ধন অর্ণবযান জলমগ্ন হইতে আরম্ভ হইলে, অর্ণবযানের জলনিঃসরণ এবং তৎসঙ্গে ভগবানের আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা এই উভয়েই তরণীর রক্ষার সম্ভাবনা। সংসার-সমুদ্রে আশা ও হৃদয়ের উদ্যম এই উভয়েই মানবের রক্ষা। এই উদ্যম-সহগামিনী আশা ঈশ্বর হইতে আগত হয়। সেই আশাতে হৃদয়কে দৃঢ় ও বলীয়ান্ করিলে জীবন-তরণী নিরাপদে চলিয়া যাইবে। যাহারা কেবল আশার উপর নির্ভর করিয়া নিরুদ্যম থাকে, তাহাদিগের

পক্ষে উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঔষধ সেবন বিনা কেবল প্রকৃতির সহায়তায় প্রাণ রক্ষার অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষামাত্র। প্রকৃত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রার্থনা এবং উদ্যম উভয়ই অবলম্বন করিয়া আপনার ঈপ্সিত কার্য্য সাধন করেন।

আশাই সংসারের মোহ স্বরূপ, উক্ত হইয়াছে। পুনশ্চ, এই আশাই আবার সংসারের প্রাণ। হলাহলে প্রাণনাশ, আবার এই হলাহলে প্রাণরক্ষা উভয়ই প্রত্যক্ষের বিষয়। ব্যবহারানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন ফল। ইহাতে ব্যবস্থানভিজ্ঞেরই বিপদ্। মহাত্মাদিগের চারিদিকে কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার; কেবল আশাই বিদ্যুদালোকের ন্যায় তাঁহাদিগের অন্তরে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। তাহাতেই তাঁহারা ভীমবলে পরাক্রমী হইয়া সংসার-বিজয়ের চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের নিরাশা নাই। উদ্যম-বিরহিতদিগেরই নিরাশা। ব্রহ্মালোক হৃদয়ে স্ফুরিত হইলে তাহা যদি সুসময়ে ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় কার্য্য সাধিত করিতে না পার, তাহা তোমারই অজ্ঞানতা-জনিত-দোষ। পরে নিরাশা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া স্বীয় বিনাশের সম্ভাবনা দেখিলে আক্ষেপ বৃথা।

জীবনকে যথার্থ উন্নত করিবার ইচ্ছা থাকিলে কখনও হৃদয়কে নিরাশাগ্রস্ত হইতে দিবে না। অপিচ, দুরাশায়ও হৃদয় পূর্ণ করিবে না। দুরাশাই আশা-মরীচিকা। ইহাতেই দুঃখ। সংসার-মরুভূমি-বিচরণে আশা দুরাশা সহজে নির্ব্বাচন করিতে পারিবে। কোন সময়ে মরীচিকা দ্বারা প্রতারিত হইলেও, তোমার তথায় জ্ঞানবৃদ্ধি ভিন্ন বিনাশ নাই।

সমস্ত আশা ঈশ্বরের উপর স্থাপন করিবে। তাহাতে তোমার মঙ্গল সর্ব্বতঃ সাধিত হইবে।

১৮৮৩

৩৩। কল্পনা।

অন্তরে অন্তরে সকলেই রাজা হইয়া থাকে। তবে সকলে এলানেস্কার না হইতে পারে। বাস্তবিক, কল্পনায় আনন্দ আছে। ইহা মোহের সহচরী, এবং ইহাই সময়ে মানবের হিতকরী। যখন মনুষ্য নিজাবস্থায় অসুখ অনুভব করিয়া অসন্তোষ ও বিষণ্ণতাকে আলিঙ্গন করে, তৎকালে কল্পনাই ঐ দুইয়ের বিনাশের জন্য তাহার নিকটে উপস্থিত হয়।

কল্পনা স্বাভাবিক। তুমি ধনী নহ; কিন্তু ধনের চাক্‌চিক্যে বিভূষিত হইয়া বসিয়া আছ। জ্ঞানীতে তাহার পর আর মোহ উপস্থিত হয় না; সুতরাং তিনি এলানেস্কারে দুর্গতি হইতে রক্ষা পান। যিনি ধীমান্, তিনি সেই কল্পনা-চূড়ায় আরোহণ করিয়া নিজ সম্ভবপর ভাবী অবস্থা দর্শন করেন, এবং সেই অবস্থা প্রাপণের উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হন। হয় ত সময়ে তাঁহার কল্পনার অবস্থা সত্যের অবস্থা-রূপে প্রকাশিত হয়।

কল্পনা বহুদূরের সামগ্রীকে অতি নিকটস্থরূপে প্রতিভাত করে। অজ্ঞান শিশুই গগনস্থিত চন্দ্র দর্শনে তাহাকে ধরিবার উদ্যম করিবে; কিন্তু জ্ঞানী-ব্যক্তি চন্দ্রালোক সম্ভোগ করেন এবং স্বায়ত্ত বস্তু ধারণেই যত্নবান্ হয়েন। মহাজনদিগের

নিকট কল্পনা বিশ্বাসাকারে পরিণত হয়। বাস্তবিকই ভগবানে সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণের কল্পনাই বিশ্বাস। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা সমাজ-সংস্কারক মহাজনগণ ঐ বিশ্বাস-নেত্রে সহস্র বৎসরান্তরের অবস্থা বর্ত্তমান কালে দর্শন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং তাহা বর্ত্তমানে উপস্থিত করণের জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পান। তাঁহারা আপনাদিগের জীবন সেই দূরবর্ত্তী জীবনের আদর্শ করেন। কল্পনাই তাদৃশ মহাত্মাগণের বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসই তাঁহাদিগের জীবন।

কল্পনা, বিশ্বাসে পরিণত করিতে না পারিলে তাহা অসত্যই রহিয়া যাইবে। জীবনের পবিত্রতায় কল্পনার সত্যতা সাধিত হইবে। জীবনকে উন্নত করিলে তোমার আকাশ-কুসুমোৎপাটনের ভণ্ডোদ্যম আর রহিবে না। ইহার দ্বারাও তুমি আর প্রচালিত হইবে না।

অন্ধকারেই প্রেতের দৌরাত্ম্য। তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-মধ্যেই কল্পনা-কুহকিনীর মায়িক ক্রিয়া। হৃদয়কে প্রকৃত জ্ঞানালোক দ্বারা অন্ধকার-বিরহিত করিতে পারিলেই, প্রেত ও মিথ্যা কল্পনা একেবারে বিদূরিত হইবে। এরূপ অবস্থায় জ্ঞানী যেমন প্রেতের শব্দে ভীত নহেন, তেমনি তৎকালে মায়িক কল্পনা দ্বারাও তাঁহার লক্ষ্য বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা নাই। এক সত্য লক্ষ্য থাকিলেই তোমার কল্পনা সংস্কৃত হইবে; কেবল সংস্কৃত নহে, তদবস্থায় মিথ্যা কল্পনা তোমার হৃদয়ে উদ্ভূত হইবার আর অবকাশও পাইবে না। ঐ অবস্থায় আত্ম-পরিবর্ত্তনে তুমিই আপনি বিস্মিত ও চমকিত হইবে।

চিত্তসন্তোষ উৎপাদন, কল্পনা-সংস্কারের অন্যতর উপায়। আত্মসন্তোষ হৃদয়ের এক অঙ্গীভূত করিতে পারিলে মিথ্যা কল্পনা দ্বারা তুমি আলোড়িত হইবে না। এই আত্মসন্তোষ শিক্ষা কঠিন ব্যাপার নহে। ঐশ্বরিক তাবৎকার্য্যেরমাঙ্গলিকত্বের উপর তোমার নির্ভর থাকিলেই, আত্মসন্তোষ তোমার স্বভাব-সিদ্ধ হইবে। সে অবস্থায় কল্পনা দ্বারা ধৈর্য্যচ্যুতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

৩৪। যৌবন ও বার্দ্ধক্য।

আম্র সুপক্ক হইলেই সুমিষ্ট, এবং আচার মজিলেই সুস্বাদু। বাস্তবিক, মনুষ্য বয়োবৃদ্ধ হইলেই তাহার জীবন প্রকৃত শ্রী-সম্পন্ন হইয়া থাকে। যৌবনের চাকৃচিক্য বসন্তাগমে নবপল্লবিত বৃক্ষের চাকৃচিক্যমাত্র; কিন্তু সেই বৃক্ষ যখন "ফলভরে অবনত" তখনই তাহার প্রকৃত সুন্দরতা। যৌবনের কার্য্যের উপর মনুষ্য কচিৎ সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিতে পারে। তাহার ক্রিয়া সফরীমৎস্যের ক্রিয়াবৎ সর্ব্বদা অস্থির। বার্দ্ধক্যের ক্রিয়া গভীর সলিলে রোহিতমৎস্যের ক্রিয়াবৎ স্থির ও অচঞ্চল। বর্ষার প্রাক্কালেই ভেকের কলরব, পূর্ণবর্ষায় যেমন তাহার নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ যৌবনের অবসানেই জীবন কোলাহলশূন্য হয়। বৃদ্ধ সর্ব্বদাই দূরদর্শী। তাঁহার অবস্থা পর্ব্বতশৃঙ্গারূঢ় দর্শকের অবস্থা। যৌবনের দর্শন, ক্ষুদ্র ভূতলস্থিত বামনের দর্শনের তুল্য; তাহার দৃষ্টির প্রখরতা থাকিলেও তাহা সেই ভূমির চতুষ্পার্শ্বেই আবদ্ধ।

বৃদ্ধ সেই ভূমির চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন, এবং পূর্ব্ব পশ্চাৎ দূরস্থিত সমস্তই অবলোকন করিলেন। সুতরাং তাঁহার কথা সর্ব্বদাই জ্ঞানের কথা। নিজের বয়োবৃদ্ধ হইলেই উহার পরিচয় পাইবে। মৃদঙ্গ-করতালের শব্দে যুবকের কর্ণে তীব্র আঘাত লাগিবে, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতেই মাতিবেন। সময়ে যুবকও তাহাতে মাতিবে। সুপক্ক হইলেই কণ্টকী-ফলে রস সঞ্জাত হয়। সুপক্কাবস্থায় যুবকেও আনন্দ-রসের আবির্ভাব হইবে। যত বয়োবৃদ্ধ হইবে, দেখিবে, যৌবনে যাহা যাহা তাচ্ছল্যীকৃত হইয়াছিল, তাহাই পরে আদরণীয় হইয়াছে।

বার্দ্ধক্যাবস্থা সর্ব্বদা সম্মানের উপযুক্ত। তবে সকল আম্র পাকিলেই সুমিষ্ট হয় না, তথাপি নয়নরঞ্জক এবং অপক্কাপেক্ষা মিষ্ট বটে। যৌবনকালে হঠাৎ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। তোমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকিতে পারে; কিন্তু নূতন কুঠার অপেক্ষা পুরাতন কুঠারেই বৃক্ষ উত্তম ছেদিত হইয়া থাকে। তুমি জীর্ণ অস্ত্র বা জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগে তৎপর হইবে; কিন্তু ঐ জীর্ণ দ্রব্যেই সংসারের অনেক উপকার সাধিত হয়। নিজে সংসার বুঝিলে ঐ জীর্ণ বস্তুর আদর বুঝিবে। যৌবনে একটী বার্দ্ধক্যের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহা অসময়ে উপস্থিত বলিয়া সংগোপনে বা পরিত্যাগে তুমি সতত যত্নবান্ হইয়া থাক। কিন্তু দৈহিক অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ আচরণ আবশ্যক বিবেচনা কর, আন্তরিক ভাবনিচয় সম্বন্ধে কেনই বা না ঐরূপ ব্যবহার করিবে। অতএব তোমার কার্য্য ও বাক্যাদি সর্ব্বদা নিজ

বয়সানুযায়িক হওয়াই কর্ত্তব্য। কুত্রাপি অযাচিত বা অনাহূতরূপে কোন মতামত বৃদ্ধের সমক্ষে প্রকাশ করিবে না। এরূপ ধৃষ্টতায় যে কেবল বৃদ্ধের অবমাননা হয় তাহা নহে, তোমার মতের গুরুত্ব থাকিলেও তাহা অনাদৃতাবস্থায়ই নিক্ষিপ্ত হইবে।

বৃদ্ধের নিকট সম্মাননাই যৌবনের পৌরুষ। যাহাতে সেইরূপ পুরুষকার লাভ করিতে পার, তাহারই চেষ্টা করিবে। বৃদ্ধ তোমার পুরুষকারের পরিচয় পাইলে তোমাকে উপযুক্ত আদর করিতে কখনও ত্রুটি করিবেন না। পলিত-শিরাঃ না হইলেও, তুমি প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন হইলে অবশ্যই সম্মানিত হইবে। যৌবনকালে বার্দ্ধক্যের সম্মান প্রাপ্ত হওয়া অতীব প্রশস্ত এবং তাহা সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এইরূপে সম্মানিত হইলে, সেই সম্মান অতি সাবধানে রক্ষা করিবে। ঐ পদমর্য্যাদা স্থির রাখা নিতান্ত সহজ নহে। সেই অবস্থায় কোন ধৃষ্টতা তোমাতে প্রকাশ পাইলে, সেই ধৃষ্টতা বৃদ্ধের যৌবন-পরিচ্ছদ-পরিধান-তুল্য বিষবৎ দৃষ্ট হইবে।

বার্দ্ধক্য যেমন যৌবনের সম্মানের উপযুক্ত, তেমনি যৌবনও বার্দ্ধক্যের আদরের সামগ্রী। হর-পার্ব্বতী-পরিণয়, ইহা যৌবন-বার্দ্ধক্যের আধ্যাত্মিক সংযোগ। কার্ত্তিকেয় এবং গণপতি অর্থাৎ বল এবং কার্য্য-সিদ্ধি এই সংযোগেরই রমণীয় সুফল।

৩৫। মৃত্যু।

মৃত্যুকে কেন আশঙ্কা করিবে অথবা তাহা কেন তোমার বিষাদের কারণ হইবে? সংসারের যোগে বিয়োগ আছে, কিন্তু মৃত্যুতে চিরযোগ সংস্থাপিত হয়। এই ভাবে যাহারা মৃত্যুকে দেখিয়াছে, তাহারা চিরসুখী। বন্ধু দেহ-বিচ্ছিন্ন হইলেন, কিন্তু তাঁহার আত্মা চিরদিন তোমার সন্নিকট। ইহা অতিশয় আশার কথা এবং আনন্দের ভাব। যেখানে কেবল দেহের যোগ, সেখানে দেহ দূরস্থিত হইলে তোমার মন বিষাদিত হইল। কিন্তু আত্মার যোগে বিচ্ছেদ নাই, বিষাদও নাই।

দেহ ভালবাসার সামগ্রী নহে। আত্মাই ভালবাসার বস্তু। তবে কেন প্রকৃত বস্তু ছাড়িয়া অবস্তুতে যোগ-স্থাপন করিবে? ললনা পতিহীনা হইলেন, কিন্তু তাঁহার পতির আত্মার সহিত তাঁহার যোগ থাকিলে তিনি পতি-হীনা নন। তিনি পতির সদেহাবস্থায় তদাত্মার যেরূপ সেবা করিতেন, অদেহীতে সেই আত্মার তদ্রূপ সেবা করুন, সেই আত্মা হইতে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আশ্বাসবাণী আগত হইবে। শ্রাদ্ধ, মাসিক বা বার্ষিক নহে, তাহা মুহূর্ত্তের কার্য্য। তদবস্থায় জীবনেও তাদৃশ আনন্দ লাভ হয়। মাতা বা পিতা, পুত্রকে ইহলোকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু পুত্র, জনক-জননীর জীবমানে তাঁহাদিগের যেরূপ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইত, নিত্যশ্রাদ্ধে সে সেই আশীর্ব্বাদ হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না।

সংসারে যাহাকে শত্রু বিবেচনা করিতে, তাহার মৃত্যু হইল। তুমি তাহার শত্রুতাতে আর ক্লিষ্ট হইলে না। তখন তোমার মন ক্রমশঃ তাহার গুণের অন্বেষণ করিতে লাগিল। এই অন্বেষণকাল সুখের কাল। সেই সুযোগে সেই আত্মার আদর করিতে পারিলে, সেই আত্মা তোমার বান্ধবরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই শুভযোগ হারাইলে একটী আত্মার আত্মীয়তা হারাইলে। যম, ধর্ম্মরাজ নামে আখ্যাত হইয়াছেন। বাস্তবিক, মৃত্যু হইতেই প্রকৃত ধর্ম্মের আরম্ভ। তুমি এই ধর্ম্মযোগ জীবনে আরম্ভ করিলে, সহস্রাত্মা তোমার সহযোগী হইবেন। সংসারে তুমি একটী বন্ধুর সহানুভূতির জন্য মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিবে; হয় ত ইচ্ছা-মত সেই সহানুভূতিও তুমি প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু আত্ম-যোগ অর্থাৎ আত্মাসহ আত্মার যোগ অভ্যাস করিলে, সহানুভূতির জন্য তোমার আক্ষেপ থাকিবে না। এই যোগা-ভ্যাস অতি সহজ ব্যাপার, এবং ইহা সকলেরই স্বায়ত্ত। জীবনে ইহা অনুষ্ঠিত হইলেই ইহার ফল অনুভূত হইবে। এই আত্মযোগবলে মহাত্মারা চিরদিন তাঁহাদিগের সহচর-বর্গের সহিত বর্ত্তমান আছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এ কথা মিথ্যা নহে। তাঁহারা নিজ জীবনে যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহাই অপরের নিকট প্রচার করিয়াছেন। যাহা তাঁহাদিগের পক্ষে সাধ্য, প্রত্যেক মানবের পক্ষেও তাহা সাধ্য হইবে।

তুমি পরলোকগত বন্ধুর স্মরণার্থ কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করিলে। হৃদয়ে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত কর, প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি তোমার

স্মরণীয় থাকিবেন। নির্ব্বাণ-মুক্তির অন্য নাম এই আত্মার আত্মায় মুক্তি। একের মুক্তি, তৎসহ অপরেরও মুক্তি। স্বর্গরাজ্যেও এই মুক্তি। আত্মার বিয়োগ বা বিচ্ছিন্নাবস্থায়ই সংসারের নরক। সংসারে আত্মযোগ অধিষ্ঠিত হইলে সংসারই স্বর্গ হইবে। যাহারা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপিত করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এই স্বর্গরাজ্যেরই কামনা করিয়াছিলেন, এবং কালে ঐ স্বর্গরাজ্য-সংস্থাপনের সম্ভব-পরতা তাঁহারা বিশ্বাস-নেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। কবে মনুষ্য সেই ঈপ্সিত আত্মযোগ শিক্ষা করিবে এবং পৃথ্বী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে! ধন্য সেই স্বর্গরাজ্য, যেখানে যোগে বিয়োগ নাই, এবং মৃত্যুর নামই চিরযোগের অবস্থা!

৩৬। আত্মগরিমা।

ইহা অতি সামান্য হইলেও যে মনুষ্যে ইহা প্রকাশিত হয়, সে ফলিত কদলীবৃক্ষতুল্য; ফল প্রসবেই বৃক্ষের বিনাশ নিকটবর্ত্তী। আত্ম-গরিমা যে কেবল আপনাকে নষ্ট করে তাহা নহে, তদ্দ্বারা সেই গরিমাকারীর সম্বন্ধে সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণও নষ্ট হয়।

সারবিহীন ব্যক্তির আত্মগরিমা নিশ্চয়ই তাহার বিনাশের কারণ। সে সকলেরই কুদৃষ্টিতে পড়িবে; সুতরাং সকলের নিকট সে হেয় হইবে। তাহার জীবন চির-অশান্তিতেই অবসান হইবে। যাহার কিছু অন্তঃসার আছে, তাহার আত্মগরিমা হঠাৎ তাহার অধঃপতনের হেতু না হইলেও,

তাহার অবস্থা আখ্যানোল্লিখিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের অবস্থা সদৃশই হইয়া থাকে। তাহার অবস্থিতি না দেবলোকে, না মনুষ্যলোকে! দেবতা এবং মনুষ্য উভয়েরই সহানুভূতি হইতে সে বঞ্চিত হয়।

লোকে ধনের গরিমা করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক গরিমা কোথায়? হয় ত কেহ রৌপ্য বা স্বর্ণপাত্রে দুগ্ধ পান করিয়া পুষ্টকায় হইয়াছেন, এবং বহুমূল্য কোমল শয্যায়ও শয়ন করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কিয়দ্দূর পশ্চাৎ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখিবেন যে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ সাধারণ মানবের মতই বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে তাঁহার নিজ সম্বন্ধে অনেক নূতন হইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রকৃত মূল দৃষ্টি করিলে প্রতীয়মান হইবে যে নূতন এবং পুরাতনে বিশেষ প্রভেদ নাই। চীরখণ্ডই সদ্যোজাত বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর উপযুক্ত বস্ত্র। তৎকালে তাহাকে কেহ পূর্ণ কিংখাপবস্ত্র প্রদান করিলে সেই ব্যক্তিই ক্ষুদ্রবোধরূপে পরিচিত হইবে। শৈশবে ধনীর অবস্থা এবং সাধারণ মানবের অবস্থা একই। সর্ব্বপরিণামেও উভয়ের অবস্থা ঐরূপ। সাদী বলিয়াছেন, "যখন প্রাণবায়ু পলায়নের চেষ্টা করে, মৃত্যু, তক্তার উপরই বা কি, আর মৃত্তিকার উপরই বা কি?" পালঙ্কোপরি মৃত্যু হইলেও শেষে একভস্মেই মানবদেহ পরিণত হইবে। ঐ অবস্থাই সাধারণ মনুষ্যের অবস্থা। সুতরাং ধনগরিমা নিতান্ত অর্থশূন্য।

বিদ্যা বা বুদ্ধির গরিমাও তাদৃশ। যে শিক্ষা বা জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তাহা অপরের সঙ্গে তুলনায় রেণুবৎ প্রতীয়মান

হইবে। জ্ঞানীগণ অনেক শিক্ষার পর আপনাদিগকে অতি ক্ষুদ্রজ্ঞানী বা অজ্ঞানীরূপেই দর্শন করেন। সেইরূপ জ্ঞান লাভ কর, তোমারও তাদৃশ ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞান জন্মিবে। চরমে ঐ জ্ঞান হইতে তোমার সদ্‌জ্ঞান উপজাত হইবে। সমুদ্র সলিল সহ সম্মিলিত হইলে সমস্ত সলিলই ক্ষুদ্র। বিশ্বাত্মার সহিত তোমার আত্মযোগ স্থাপন হইলে, ক্ষুদ্রত্বজ্ঞান অবশ্য-ম্ভাবী। এই জ্ঞানেই প্রকৃত সুখ, এবং পরিণামে মুক্তি। কিন্তু এতাদৃশ জ্ঞানীর আত্মাও গরিমাশূন্য নহে। তাঁহার ক্ষুদ্রত্ব-জ্ঞানই তাঁহার গরিমা; তাঁহার জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান হইতে পৃথক, ইহাই তাঁহার গরিমা। এই জ্ঞানেই তিনি সাধারণের অহংজ্ঞান দর্শনে ব্যাকুলিত হন। তাঁহার জীবন পর সেবার জন্যই চিরবিব্রত। বাস্তবিক, নিজের ক্ষুদ্রত্ব-জ্ঞান না জন্মিলে মনুষ্য প্রকৃত সেবক হইতে পারে না। সেবকেরাই আত্মগরিমা-বিরহিত। তাহারাই জীবনে আত্ম প্রসাদ এবং জীবনান্তে জগতের চির-ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা ঐরূপ সেবকের দ্বারা সেবিত, তাহারাও চিরধন্য।

৩৭। পরিমিত ব্যয়িতা।

কথিত আছে, "শস্তার তিন অবস্থা"। বাস্তবিক দ্রব্যের সুলভতাই উহার অনিয়মিত ব্যবহারাদির মূল কারণ। যাঁহারা সুবর্ণপাত্রে দুগ্ধপান করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া-ছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই সামগ্রীর সম্মাননা অতি অল্প

করিয়া থাকেন। পরিমিত ব্যয়ে কোন পাপ নাই বা উহা লজ্জার বিষয় নহে। ধনের অপব্যয়ে তুমি ধনী নাম পাইতে পার না; উহার সদ্ব্যবহারেই তোমার যশঃ নিশ্চয়।

যে স্থানে দ্রব্য সুলভ, সেই স্থানে দ্রব্যের ব্যবহার-জ্ঞান কম। যেখানে অল্প মূল্যে অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে ব্যয়ও অধিক। সময়ে সময়ে প্রত্যেক স্থানে কোন না কোন দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ হয়। তুমি ভাবিবে তথায় সুলভতায় তোমার বিত্ত রক্ষিত হইল; কিন্তু আয় ব্যয় মিলাইলে, ব্যয়েরই আধিক্য দেখিতে পাইবে।

মহার্ঘ্যকালেই দ্রব্যের ব্যবহারের দিকে সংসারীর দৃষ্টি পড়িয়া থাকে। সুলভ অবস্থায় সে দৃষ্টি অতীব অল্প। কিন্তু ঐরূপ দৃষ্টিরই নিয়ত প্রয়োজন। পুনশ্চ, এতদ্ সম্বন্ধে তুমি যেন একেবারে উত্তর কেন্দ্র হইতে দক্ষিণ কেন্দ্রে গমন না কর। পরিমিতব্যয়ী হইতে গিয়া যেন এককালে কৃপণ-স্বভাব-বিশিষ্ট হইও না। ব্যয়ের সমষ্টির দিকে দৃষ্টি থাকিলে এই কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইবে। পরন্তু ব্যয়ের ন্যূনতা উৎপাদন করিবার আবশ্যক হইলে, দ্রব্যেরও সমষ্টির প্রতি দৃষ্টির প্রয়োজন।

নিজ ব্যয়ের তালিকা লইতে কখনও লজ্জা বোধ করিবে না; অথবা নিজ ব্যয় স্বীয় দৃষ্টির অধীন রাখা, নীচতা মনে করিবে না। যাহারা অপরিমিত-ব্যয়ী, তাহারা আপনাদিগের ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভীত। সেই জন্য কার্য্যের নীচতা অথবা সময়ের অপ্রচুরতার ভাণ

করিয়া নিজ ব্যয় সম্বন্ধীয় বিষয় হইতে আপনাদিগকে উদাসীন রাখে।

নিজের হিসাব বা আয় ব্যয় মিলাইতে সময় অপব্যয় মনে করিবে না। হয় ত কেহ বলিবে, এক পয়সা মিলাইতে তিন পয়সার তৈল ব্যয় অথবা চারি পয়সার পরিশ্রম ব্যয় অনর্থক। কিন্তু ইহা বাস্তবিক অপব্যয় নহে। ইহা অজ্ঞানীর কথামাত্র। যেখানে এক পয়সার হিসাবে অমিল আছে, সেখানে দশ টাকার একটী অমিল থাকা অসম্ভব নহে। হয় ত সে স্থলে দশ টাকা ব্যয়ের একটী হিসাব ভ্রমতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যদি ঐরূপ ভ্রমও না ঘটিয়া থাকে, ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, তোমার ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা থাকিলে এই অভ্যাসের দ্বারা তুমি ক্রমশঃ কর্ম্মঠ এবং বিষয়জ্ঞান-যুক্ত হইবে, এবং তোমার অধীনস্থ লোকও তোমার সদৃশ হইবে; অথবা তাহারা কখনও তোমার হিসাবে গোলযোগ করিতে সাহসান্বিত হইবে না। রাজকোষের একটী পয়সার হিসাবের অমিল ঘটিলে, তাহাতে কত পয়সা ব্যয় হইয়া সেই ভ্রম সংশোধিত হয়। ইহা রাজবুদ্ধি। অতএব তুমি কেন তাদৃশ ভ্রম সংশোধনে লজ্জিত হইবে?

জ্ঞানী ব্যক্তি চারিদিকেই দৃষ্টি রাখেন। অথচ সময়েরও অপব্যবহার করেন না। সময় ও ব্যয় উভয়দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবে। পরিমিত-ব্যয়িতা সহজেই তোমার স্বভাবের বিষয় হইবে।

৩৮। কুদৃষ্টি।

সকল জাতিমধ্যে প্রেত বা সয়তানের উপদ্রবের কথা বর্ণিত আছে। মনুষ্য-সমাজে কুদৃষ্টি সেই প্রেত বা সয়তান। বালকের উপর প্রেতের আধিপত্য অধিক, এই জন্যই তাহাকে কুনজর হইতে রক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত। কিন্তু কুদর্শন হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার যত্ন কোথায়? প্রেত কোমলান্তঃকরণে প্রবেশ করিলে সে যে অধিকার পরিত্যাগ করে না, এবং সেই অধিকার চ্যুত করাও যে দুরূহ, তাহা কয় জনে জানে।

সংসারের মধ্যে প্রথম প্রেত নীচ-প্রকৃতির পশ্বাদি। যীশুখ্রীষ্ট প্রেতকে শূকরের দলমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, শূকরই প্রেতের এক অধিবাস-স্থল। শূকর-পালন তাই নিষিদ্ধ। কিন্তু মেষ বা ছাগপালন কি নিষিদ্ধ নহে? কথিত আছে যে, গৃহমধ্যে নীচ প্রকৃতির মূর্ত্তিমান্ চিহ্ন স্বরূপ ঐ জঘন্য পশুদিগকে স্থান দিলে, সেই সংসারে শনির দৃষ্টি হয়। বাস্তবিক শনি কেন, তৎসঙ্গে রবিসুতের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আরম্ভ হইয়া থাকে। কতই কোমলমতি বালক ঐ পশ্বাদির ব্যবহার দর্শনে নষ্ট হয়! মানব-সমাজ হইতে উহাদের দূরস্থ থাকাই বিধেয়।

কুক্কুট হংসাদি ও প্রেতাধিকৃত জন্তু। সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা প্রকৃত হিন্দু কর্ত্তৃক উহাদিগের পালন নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল জন্তু বা পশুর ব্যবহার কুৎসিত, তাহাদিগের স্পর্শ পর্য্যন্তও নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ নিষেধ

অবশ্যই সম্মাননার উপযুক্ত। ক্ষণিক উপকারের জন্য যাহাতে জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইতেছে, তাহা অবশ্যই পরিহার্য্য। আহারানুসারে মানব-প্রকৃতির গঠনও তাদৃশ হইয়া থাকে; ইহা যদি সত্য হয়, কুৎসিত পশ্বাদির মাংস আহারে কেনই বা তোমার লালসা জন্মিবে। বিশেষতঃ তাহাতে বালকদিগের লালসা কদাচ তুমি বৃদ্ধি করিবে না। যাহা তোমার আহার, তাহা বালকের আহার নহে। কখনও ম্লেচ্ছ ব্যবহারে কোমল জীবন কলুষিত করিবে না।

পৃথিবীতে প্রেতাধিকৃত পশ্বাদিরই বল্যোপহারের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যাহারা বলির বিধি সংসারে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহারা তাহা বীরত্ব প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত করেন নাই। যদি তাহাই করিতেন, অজাদির পরিবর্ত্তে ব্যাঘ্র-গণ্ডার প্রভৃতিরই বলির বিধি প্রচলিত হইত। অন্য পক্ষে, আহারের জন্যও ঐ বলির প্রথা প্রচলিত হয় নাই। ঐ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায় থাকিলে মহিষ বলি বা অশ্বমেধের বিধি অনুষ্ঠিত হইত না। কিন্তু গৃহবাসী অথচ প্রেতাধিকৃত পশ্বাদিরই বলির বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক উহারাই বলির উপযুক্ত, এবং উহাদিগের বলির ব্যবস্থা সঙ্গত ভিন্ন অসঙ্গত নহে। মহর্ষিগণ মানব-হৃদয়ের নিকৃষ্ট পাশব-প্রবৃত্তির মূর্ত্তিমান পশুদিগকে বিনাশ করিয়া ঐ বলির দ্বারা পাশব-প্রবৃত্তি-বিনাশের প্রত্যক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। ঐরূপ বলির দ্বারা মনুষ্য নিঃসন্দেহ পরা মুক্তি লাভে সমর্থ হয়।

এই পৃথিবীতে যেমন প্রেতাধিকৃত পশ্বাদি আছে, তদ্রূপ

প্রেতাধিকৃত মনুষ্যও আছে। প্রেতাধিকৃত পশ্বাদির দেব-সন্নিহিত প্রেতদিগের সন্তোষার্থে বল্যোপহার হইয়া থাকে। সেই প্রেতাধিকৃত মনুষ্য নরকের উপহারের জন্য প্রস্তুত হয়। কুভাব-ভঙ্গী-প্রদর্শন দ্বারা কেহ যেন বালকের হৃদয়কে কলুষিত না করে। সে নিজেই ত নরকের কীট, আবার কীট-বংশ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি?

সর্ব্বদা আপনার জীবনে পবিত্রভাব প্রকাশমান রাখিবে। দেহে বা পরিচ্ছদে কখন কুভাবোত্তেজক কোনরূপ চিহ্ন ধারণ করিবে না, বা আসিতে দিবে না। পুনশ্চ, যেমন দেহকে বিশুদ্ধভাবে সজ্জিত করিবে, নিজ গৃহকেও তদ্রূপ সজ্জিত করিবে। তোমার গৃহ বিলাস-কানন নহে। সর্ব্বদা স্থান ও কালের বিবেচনা করিবে। কুৎসিত প্রতিকৃতি সংসার হইতে দূরে রাখিবে। প্রতিকৃতি আলেখ্য বা বর্ণনা উভয়বিধ হইতে পারে। দুইটীকেই দূর করিয়া দিবে। সংসারকে যদি সুখের আগার করিতে চাহ, সন্তানদিগকে যদি পবিত্র করিতে অভিলাষ কর, অথবা তোমার গৃহকে যদি গোলাপের উপবন করিবার মানস থাকে, কণ্টকগুলিকে তথা হইতে অগ্রে উৎপাটন কর এবং তথায় ঐ কণ্টকোদ্‌গমের সম্ভব-পরতাকেও একেবারে বিনষ্ট কর, দেখিবে সমস্তই তোমার আয়ত্ত হইয়াছে, এবং তোমারই গৃহ লক্ষ্মীর আবাসস্থল হইয়াছে। কুদৃষ্টি হইতে আপনাকে এবং অপরকে রক্ষা কর, পবিত্রতা লাভ করিবে, এবং তৎসঙ্গে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিয়া সুখী হইবে।

৩৯। বৈষয়িক অধীনতা*।

মানবাত্মা স্বাধীন আত্মা; সুতরাং পরাধীন হইতে চাহে না। পরাধীনতা তাহার নিকট কষ্টের সামগ্রী। কিন্তু মানুষ স্বাধীন কখন? নিয়মের অধীনতাই স্বাধীনতা। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে হস্ত প্রদান করিলে অবশ্যই নিপীড়িত হইবে। অগ্নির দাহিকা-শক্তি-জ্ঞান এবং তৎজ্ঞানের অধীনতাই তোমাকে অগ্নি-দাহন হইতে রক্ষা করিবে। নিয়মের বিরুদ্ধে গমন তোমার স্বাধীনতা নহে, তাহা স্বেচ্ছাচারিতা। সেই স্বেচ্ছাচারিতাই মানুষের বিনাশের কারণ।

যৌবনকালে কাহারও অধীন হইব না, এই ইচ্ছাই সতত প্রবল। সে ইচ্ছা স্বেচ্ছাচারিতারূপে যুবকের চক্ষে প্রতিভাত হয় না; সেই অনভিজ্ঞতাতেই তাহার অনেক বিপদ ঘটিয়া থাকে। তোমার গুরু অপেক্ষা তোমার বুদ্ধির আধিক্য বা তীক্ষ্ণতা থাকিতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে তাচ্ছল্য অথবা অবমাননা করিবে না। যিনি গুরু, তিনি শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। তিনি তোমার এক দিনের বা একটী বিষয়মাত্রের উপদেষ্টা হইয়া থাকিলেও, তিনি তোমার চির-সম্মানের উপযুক্ত। "গুরু-মারা বিদ্যার" ভীষণতা তোমার নিজ বয়োবৃদ্ধির সহিতই বুঝিতে পারিবে। এক দিন তুমি স্বীয় গুরুকে আঘাত করিবে, অন্য দিন তুমিও তদ্রূপ আপন শিষ্য কর্ত্তৃক আহত হইবে। যাহা নিজে পাইতে

---

* Official Subordination.

ইচ্ছা করিবে না, কখনও অপরকে তদ্ব্যবহার প্রদানে আপনাকে কলঙ্কিত করিবে না।

কর্ম্মস্থানে তোমার একজন শ্রেষ্ঠ আছেন। হয় ত তিনি তোমার মত কর্ম্মপটু নন, অথবা তোমার বুদ্ধিতেই তাঁহাকে তুমি সেইরূপ স্থির করিয়াছ। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব তোমার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইবে। তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে অপদস্থ অথবা একেবারে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিবে, এবং হয় ত তোমার সেই চেষ্টাও সফল হইবে। কিন্তু তোমার তাহাতে কি লাভ হইল? ভেকদিগের কাষ্ঠরাজ-স্থলে গৃধ্ররাজ-প্রাপ্তিতে তাহাদিগের যাদৃশ দশা হইয়াছিল, তোমার পক্ষে তাহাই ঘটিতে পারে। তখন আর ক্ষোভের সীমা থাকিবে না।

সকল শ্রেষ্ঠে ঈশ্বরের যে আপেক্ষিক বর্ত্তমানতার আধিক্য, ইহা স্মরণ রাখিবে। যিনি তোমার শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাকে অন্যূন সেই সময়ের জন্য সেই শ্রেষ্ঠত্ব-পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তুমি কেন সেই পদের অমর্য্যাদা করিবে। অবমাননা করিলে, তুমি যে কেবল সেই মানুষের অমর্য্যাদা করিলে তাহা নহে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরেরও অসম্মাননা করিলে। এক কার্য্যে লৌকিক ও নৈতিক উভয়বিধ পাপই সংঘটিত হইল।

নিয়মাধীনতাই জীবনের সৌন্দর্য্য। ঐ অধীনতাতেই তোমার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। এবং তোমার অধীনস্থগণও তোমার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া ত্বৎসদৃশ ব্যবহারে আপনাদিগকে উন্নতিশালী করিবে। অধীন বা স্বাধীনভাবে বিচরণের

বিতর্ক যখনই মনোমধ্যে উপস্থিত হইবে, যাহার সম্বন্ধে ঐরূপ আচরণে প্রবৃত্ত, তৎস্থলে আপনাকে কল্পনা দ্বারা অধিষ্ঠিত করিলে, প্রকৃত ন্যায়পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবে।

"যেরূপ ব্যবহার চাহ, অন্যের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিবে" ইহা তোমার জীবন-নিয়ামক হইলে, নিয়তই তুমি প্রকৃত পথে চলিতে পারিবে।

৪০। মায়া।

যমকীট ভূমধ্য হইতে উঠিল; কিন্তু তাহার গাত্রে ধূলি বা মৃত্তিকা আদৌ দৃশ্যমান নহে। প্রকৃত সংসারী বা সংসার-বিরাগী ঠিক ঐ কীট সদৃশ। সংসারে লিপ্ত অথচ নির্লিপ্ত। দৃশ্যমানে মায়াশূন্য; কিন্তু কথিত কীটের গাত্রে যেমন ধূলিকণা অবশ্য সংলগ্ন থাকে, সেইরূপ তাঁহারও মায়া আছে, কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে তাহা পরিলক্ষিত হইবার বিষয় নহে।

মায়া যাহার অধিক, দুঃখ তাহার অধিক। কিন্তু সংসাররক্ষণে মায়ারও আবশ্যক। সে মায়া সংসার-বিরাগীর মায়া। তদ্রূপ মায়িক হইলে, তুমিই বুঝিবে তোমার মায়া কি। তদবস্থায় অপরের মায়া দ্বারা তুমি আক্রান্ত হইবে না। অধিক মায়াযুক্ত ব্যক্তি আপনার কার্য্যের বিঘ্ন উপস্থিত করে, এবং অপরেরও বিঘ্নের কারণ হয়।

মায়িক! তুমি হয় ত ভ্রাতার মায়া ছেদন করিয়া

অন্যত্র ইচ্ছানুরূপ গমন করিতে সক্ষম, কিন্তু পুত্রের মায়াতে তুমি আবদ্ধ হইবে। হয় ত ভ্রাতাকে তুমি বিন্দু পরিমাণ স্নেহও করিবে না, কিন্তু পুত্রের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তুলনা করিবে, ভ্রাতা অপেক্ষা পুত্র বড়। কিন্তু ঐ তুলনা কল্পনায়ও কদাচ করিও না। যদি কর, বুঝিবে যে আত্মজ অপেক্ষা সহোদর কম স্নেহের পাত্র নহে। কারণ আত্মজ তোমার ঔরসজাত হইলেও অপরের গর্ভজাত; কিন্তু তোমার সহোদর ও তুমি এক জনক-জননী হইতে জাত, এবং একই মাতার মধুর স্তন্যে লালিত ও পালিত। অতএব তোমার স্নেহের ইতর বিশেষ কেন হইবে; এবং মায়ারও তারতম্য কেন ঘটিবে?

তুলনা দ্বারা সংসার নষ্ট হয়। ঈশ্বর যাহাদিগকে তোমার অধীনে সংস্থাপন করিয়াছেন, সকলেই তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষী এবং সকলেই স্নেহ-প্রাপণে সমান উপযুক্ত। কল্পনা দ্বারা কাহাকে ছোট বা বড় করিবে না। সমান নেত্রে সকলকে দর্শন করিলে, তুমিই নির্লিপ্ত সংসারী হইবে। তোমারই পরিবার সুখের পরিবার হইবে। কাল্পনিক তুলনা দ্বারাই মায়ার বৃদ্ধি হয়। একের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব, এবং অপরের প্রতি অন্যায় উদাসীনতা উপজাত হয়। ইহা হইতেই পরিবার-মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং পরিণামে ঐ পরিবারের বিনাশও সংঘটিত হয়।

সংসার-পালন, কর্ত্তব্য-পালন ও ঈশ্বরের সেবা যাহার জ্ঞান, তাহাকে মায়া আক্রমণ করিতে পারে না। সকল

অবস্থাতেই তাহার সমভাব। কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য তিনি কাহাকেও পরিবর্দ্ধন করিবেন না। আবার, কর্ত্তব্য দ্বারা আহূত হইলে কাহারও মুখাপেক্ষাও করিবেন না। তাদৃশ মানব একই কর্ত্তব্যানুরোধে সময়ে গৃহস্থ এবং সময়ে সন্ন্যাসী উভয়ই হইয়া থাকেন।

যেখানে, কর্ত্তব্যজ্ঞান সেইখানেই পাপশূন্যতা। হয় ত এই জন্য তোমাকে কেহ কঠোর নির্ম্মম বলিয়া আখ্যাত করিবে। কিন্তু তাহাতে ভীতির কারণ নাই। নির্ম্মমতাই সময়ে পূর্ণমমতারূপে পরিচিত হইবে। ফলবান্ বৃক্ষকে রক্ষা করিতে হইলে আবরণ বা বেষ্টনের আবশ্যক। সর্ব্বদা এই আবরণের দ্বারা আবৃত বা বেষ্টনের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে রক্ষা করিবে। যাহারা তোমার জীবন-ফল-ভোগাভিলাষী, তাহারা সেই ফলভোগে সুখী হইবে, এবং তুমিও ধন্য হইবে।

৪১। শুদ্ধাচার ও পবিত্রতা।

ইহাতে শরীর ও আত্মার উভয়েরই পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। দেহ ও আত্মার এমনই যোগ, যে একের পুষ্টি বা অবনতিতে অপরের পুষ্টি বা অবনতি ধ্রুব। ইহা যেমন সাধারণ বিশ্বাস, তেমনি ইহা প্রকৃতও বটে। কথিত আছে, লক্ষ্মীর আবাসেই পারাবতের বাস। দেহের মধ্যে দুইটী কপোত, পরামাত্মা ও জীবাত্মা। যেখানে শুদ্ধাচার, সেখানে পরমাত্মার অধিক স্ফূর্ত্তি। জীবাত্মারও তথায় সুখে অব-

স্থিতি। অপবিত্রতা দর্শনে পরমাত্মা অন্তর্হিত হন। সুতরাং জীব-কপোতীরও তৎকালে তথা হইতে পলায়ন সম্ভব। দেহকে লক্ষ্মীর আবাস করিতে হইলে, শুদ্ধাচার ও পবিত্রতা তথায় সর্ব্বদাই বিরাজমান রাখিবে।

যাহা অপরের চক্ষে হেয়, তাহা জীবনে প্রদর্শন করার প্রয়োজন কি? হিন্দুর শুদ্ধাচারিতা চিরদিন প্রসিদ্ধ। গোলাপের আদর সর্ব্বত্র। অন্য কুসুমকে তুমি গোলাপাখ্যা প্রদান করিতে পার, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছাচারিতা। তোমার কোন অশুচি ব্যবহারকে নিজে শুচি বোধ করাও ঐরূপ স্বেচ্ছাচারিতা। সুবেশে বিভূষিত হইয়া মলাদি পরিত্যাগে তোমার গৌরব হইতে পারে, কিন্তু যাহার অনুকরণ করিলে, তাহার অন্য পরিচ্ছন্নতা ত অনুকরণ করিতে পারিলে না। তথায় তোমার গৌরব তোমার কেবল অশুচির কারণমাত্র হইল। মনু কহিয়াছেন, মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ-কালে মস্তক পর্য্যন্ত অঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিবে। কিন্তু সেই বসন তদবসানেই পরিত্যজ্য। স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি করিলে বসনাচ্ছাদিত হই-য়াই মলমূত্র-ত্যাগ বিধি। কেন না, দূষিত রেণু তোমার অঙ্গে স্পর্শ করিলে তাহা তোমার লোমকূপে প্রবেশ করিবে, এবং উহা তোমার পীড়ার কারণ হইবে। কিন্তু যে পরি-চ্ছদ তুমি আহারকালেও ব্যবহার করিবে, তাহাতে দূষিত রেণু সংশ্লিষ্ট হইলে, তুমি যে কেবল অশুচি অবস্থায় আহার করিলে তাহা নহে, তদ্দ্বারা তোমার অসুখও জন্মিতে পারে। পরিশুদ্ধতায় তোমার পরিপাক-শক্তির তীব্রতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। হয় ত যৌবনে, তদ্দিকে তুমি দৃষ্টিও করিবে

না, কিন্তু বয়সে সেই পরিপাক-শক্তির হ্রস্বতায় বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইবে।

জীবনের একটী ব্যবহার শুদ্ধ করিলে আর একটী ব্যবহার তদাকারে আপনিই পরিণত হইবে। তুমি বলিবে, শুদ্ধাচার কেবল আপেক্ষিক বাক্যমাত্র। কিন্তু জীবন শুদ্ধ করিলে, আপন জীবনেই পরিশুদ্ধির মান-দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। পুস্তকে বা লোকের নিকট তাহা শিক্ষার প্রয়োজন হইবে না। যেমন গৃহ-পরিষ্কার-করণ-কালে একটী আবর্জ্জনা দূরীকৃত হইলে অপরগুলি স্বতঃই নয়নপথে পতিত হয়, তোমারও অন্তরের একটী আবর্জ্জনা পরিস্কৃত হইলে, অপরগুলি ঐরূপে এক একটী করিয়া আপনিই পরিস্কৃত হইবে।

দেব-পূজা বা ব্রতানুষ্ঠানের সময় তুমি শুদ্ধাচারী হইবে। কিন্তু শুদ্ধাচার তোমার জীবনের নিত্য-ব্রত না করিলে, সাময়িক পরিশুদ্ধতা বিশেষ কার্য্যকর হইবে না। সংযমন তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্য হইলেই, পূজা বা ব্রতের প্রকৃত ফললাভে সুখী হইবে।

পবিত্রতা হৃদয়ের প্রফুল্লতা উৎপাদন করে। সে প্রফুল্লতায়, তৎসমীপবর্ত্তী অপর সকলই প্রফুল্লভাব ধারণ করে। বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে, তাহা যেমন সেই বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধন করে, তেমনি তদ্দ্বারা তৎসমীপস্থ অপর সমস্ত বস্তুও তৎশোভায় শোভিত হইয়া থাকে। পবিত্র হৃদয়ের সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দ অনুভব করে, এবং সকলেই তৎসংস্পর্শ লাভের জন্যও ইচ্ছুক হয়। স্বেচ্ছাচারীর সংসর্গ তৎশ্রেণীর

লোকের নিকট প্রকাশ্যতঃ অনাদরের বস্তু না হইলেও অপর সকলের নিকট ঘৃণার্হ। শুদ্ধাচারের দ্বারা সম্মানলাভে কদাচ অবহেলা করিবে না।

৪২। বৈষয়িক বুদ্ধি।

এই বুদ্ধি সাধারণ বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র। অনেক সময়ে সাধারণে ইহাকে বিপরীত বুদ্ধি মনে করিয়াও ভ্রান্ত হইয়া থাকে। যখন উহা সাধারণের বোধগম্য নহে, তখন সাধারণের বিপরীত বুদ্ধিতে ঐ রূপই প্রতীয়মান হয়। পুস্তক-পাঠ, বৈষয়িক জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রধান উপায় হইলেও, সর্ব্বদা পুস্তক-পাণ্ডিত্যে বৈষয়িক বুদ্ধি উপজাত হয় না। কথিত আছে, কোন ব্রাহ্মণ পুস্তক-পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া সর্ব্বদাই আপনার পাণ্ডিত্যালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদা তাঁহার ব্রাহ্মণী অন্ন পাক করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার বারি আনয়নের প্রয়োজন হইলে, তিনি ঠাকুরকে পাকশালায় বসাইয়া সন্নিকটস্থ কোন পুষ্করিণীতে জল আনয়ন জন্য গমন করেন। যাইবার কালে ঠাকুরকে জ্বালের দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া যান। ইতিমধ্যে দৈবগতিকে অন্ন উৎলাইয়া চারিদিকে পড়িতে আরম্ভ হইলে, ব্রাহ্মণ মহাবিপদে পতিত হইয়া নিরুপায়ে অগ্নির স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণী আসিয়া দেখেন, ঠাকুর ধ্যানস্থ, অন্ন সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণী শশব্যস্তা হইয়া আপন কক্ষাধিষ্ঠিত কলসী হইতে অন্নপাত্রে জল নিক্ষেপ করিলেন। অন্নপাত্রের প্রশান্ত

ভাব ধারণে ব্রাহ্মণের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না; অমনি অগ্নিস্তোত্র সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণীর স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কি স্বয়ং লক্ষ্মী কি বারুণী, অথবা কোন দেবী, কি কোন মায়াবিনী, এই তাঁহার মনোমধ্যে মহা বিতর্ক উপস্থিত হইল। তখন ব্রাহ্মণী অন্নপাক-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা ঠাকুরের বিস্ময় ভঞ্জন করিলেন। ইহা একটী কৌতুকজনক গল্প হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সহজ-বুদ্ধির ভাব সাধারণ মনুষ্য-জীবনে অনেক সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সংসারে প্রবৃত্ত না হইলে, বিষয়-বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না, ইহা প্রচলিত সত্য কথা। কার্য্যানুসারেই বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মিয়া থাকে।

রাজবুদ্ধিই প্রধান বুদ্ধি। হয় ত সাধারণে উহাকে অসরল বা নীচবুদ্ধি বলিবে। কিন্তু উহা তদ্রূপ নহে। নীচ প্রকৃতিতে নীচবুদ্ধি অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর হইতে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা যাহাদিগের জ্ঞান, তাঁহাদিগের কার্য্যে কোন অসরলতা বা ভীতির আশঙ্কা নাই। যদি তাঁহাদিগের কার্য্য অসরল বা ভয়ানক হয়, তজ্জন্য তাঁহারা সেই ভারপ্রদাতা ঈশ্বরের নিকট চিরদিনের জন্য দায়ী, এবং মনুষ্যের নিকটও চিরঘৃণিত।

তুমি সামান্য একটী সংসারের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে কত বিঘ্ন দর্শন করিয়া থাক। কেহ বা তোমাকে পক্ষপাতী ও নির্ম্মম ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে, এবং কাহারও নিকট বা কিঞ্চিৎ হৃদয়বান্ বলিয়া তুমি পরিচিত হইতে পার। সকলের নিকট প্রিয় হওয়া কাহার সাধ্য?

ঐ প্রিয়তা লাভে যাহার উদ্যম, তাহার অবস্থা আখ্যায়িকার চিত্রকারের অবস্থার সদৃশ। সকলের সন্তোষোৎপাদনের জন্য যেমন চিত্র নষ্ট হইয়াছিল, চিত্রকারও পরিণামে সকলেরই অসন্তোষ-ভাজন হইয়াছিলেন।

দর্শনমাত্রে কোন বিষয়-সম্বন্ধে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিবে না; অথবা তদনুকূলে কি প্রতিকূলে হঠাৎ দৃঢ়ব্রত হইবে না। জ্যামিতি পাঠ করিয়াছ; প্রথম প্রস্তাবনা, তৎ-পর প্রমাণ। বিষয়-কার্য্যে তুমি জ্যামিতির মত প্রমাণ চাও। কিন্তু প্রস্তাবনায় তোমার বিশ্বাস না থাকিলে প্রমাণ তোমার জ্ঞানলব্ধ হইবে না। বৈষয়িক-কার্য্য-ফল সময়-সাপেক্ষ বস্তু। মনে করিলেই ফল দৃষ্ট হইবে না। কালেই তাহা দেখিয়া চমকিত হইবে।

ধৈর্য্য ও স্থিরতায় বৈষয়িক প্রখরতা উৎপাদিত হয়। সরলতাতে তাহা মনোহর হয়। পুনশ্চ, পূর্ণবিকাশেই যেমন পঙ্কজের শোভা, মনুষ্যের পূর্ণ বয়সকালেই তাহার বুদ্ধি সুশ্রীসম্পন্ন হয়। ত্রি-মস্তকের নিকট যুক্তি গ্রহণ, ইহা সৎ-পুত্রকেই সৎপিতার সুপরামর্শ। এই পরামর্শাবহেলায়, পুত্রের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। সংসারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে বৃদ্ধের বিবেচনা তুল্য আপন বিবেচনা করিবে। উন্নতি-চূড়া উচ্চ, সোপান অনেকগুলি। ধীরে ধীরে তাহাতে আরোহণ করিলেই, শিখরদেশ প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

৪৩। সামাজিক ভীতি ও সম্মাননা।

এই দুইটী সাধারণ মনুষ্য-জীবনের প্রধান নিয়ামক। ইহারা যেমন মনুষ্যকে সৎপথাধিষ্ঠিত রাখে, তেমনি অনেক সময়ে তাহাকে বিপথেও লইয়া যায়। যুবক উচ্চ পদাধিরূঢ় হইল, তাহার পদ-মর্য্যাদা-রক্ষণ-ভীতি যৌবনের প্রগল্ভতা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে; অথবা অন্য উচ্চতর-পদ-সম্মান-লালসা তাহার জীবনের স্থৈর্য্যের কারণ হইবে। এইরূপ সমাজ-ভীতি বা সম্মাননা সংসারের অনিষ্টকর নহে। বরং তাহাতে সমাজের সুশৃঙ্খলাই রক্ষিত হয়। কিন্তু যে সমাজ-ভীতি মনুষ্যকে সত্য পথ হইতে বিচলিত করে, তাহাই ভয়ানক, এবং তাহা হইতেই সর্ব্বদা অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। বিদ্যাভ্যাস বা জ্ঞানোপার্জ্জন বৃথা, যদি তদ্দ্বারা তোমার সত্য রক্ষার বল উপজাত না হইল। সকলেই সমাজের দাস; স্বেচ্ছাচারিতা অবশ্যই ঘৃণার্হ। কিন্তু মনুষ্য সমজের দাস হইলেও স্বাধীন সেবকের পদাধিষ্ঠিত; কুত্রাপি ক্রীত-দাস নহে। সত্য-পালনে সেবকত্ব-চ্যুতির সম্ভাবনা নাই।

তোমার চতুর্দ্দিকস্থ সত্যের আলোক দ্বারাই নিয়ত প্রচালিত হইবে। কেহ কোন বহু প্রাচীনকালে সংসারকে একটী উজ্জ্বল দীপালোক প্রদান করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা অসময়ে ব্যবস্থার দ্বারা তুমি স্বয়ং একটী অপরূপ দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইবে, এবং ঐরূপ না হইলেও আপনি চিরদিনই একটী প্রাচীন কালের লোকই রহিয়া যাইবে।

তাহাতে তোমার অধিক প্রতিপত্তিই বা কি? লাভের আশাই বা কি? যদি সাধারণ-মানিত-জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কোন সত্য বা ব্যবস্থার অনুমোদন করেন, তুমি কেন তাহার প্রতিবাদ করিবে? তোমার প্রতিবাদেই বা উহার ক্ষতি কি? নিশ্চয় জানিও যে প্রচলিত ব্যবস্থানুমোদনে ভয় নাই। সময়ানুসারেই আলোকের প্রকাশ। সে আলোকের সময়োচিত যত্ন ও সম্মান না করিলে তুমিই আত্ম-প্রবঞ্চিত হইলে।

ঈশ্বরের রাজ্যে সর্ব্বদাই দুইটী বল বা শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। একটী ঊর্দ্ধগা এবং অপরটী নিম্নগা শক্তি। সংসারে এই দুইটীরই আবশ্যক। এই শক্তিদ্বয়ের যুগপৎ কার্য্য দ্বারা পরিণামে কার্য্যের সমতাভাবই উপস্থিত হয়। কিন্তু উখানেই বিক্রমের প্রকাশ। তদ্বিপরীতপক্ষ-সমর্থনে তোমার যে কেবল বলস্ফূর্ত্তি হইল না তাহা নহে, তুমি কালমাহাত্ম্যেরও অসম্মাননা করিলে। যে মতের তুমি পক্ষপাতী, তাহা প্রতিপোষণ করিবার অনেক স্থবির আছে। অকালে নিজের স্থবিরতা উৎপাদনের প্রয়োজন কি?

সমাজ-ভীতি বা সম্মাননা তোমার প্রাণবধের রাক্ষসী স্বরূপ যেন না হয়। যাহা হৃদয়ের আলোকে স্থির সত্য বলিয়া জানিবে, তাহা সেই রাক্ষসীর ত্রাসে কদাচ অসত্য রূপে প্রতিপন্ন করিবে না। অসত্য তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিলে তাহাকে "না" বলিতে তুমি কখনও ভীত হইবে না। হৃদয়ের ঐরূপ "না" বাক্যের উদ্যম অসম্মাননা করিবে না। "না"ই অনেক সময়ে বিবেকের শব্দ, এবং বীরের বাক্য। ঐ "না" কে ইচ্ছামত অধীন বা বিনষ্ট

করিবার তোমার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেই ক্ষমতার পরিচালন দ্বারা কখনও যেন তুমি বিপদ্‌গ্রস্ত না হও। অনেক সময়ে তোমার প্রতিবেশীর বাক্য অনুমোদন না করিলে তোমার আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু সত্যের "না" বীরের হুঙ্কার তুল্য। তোমার প্রতিবেশীই তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া, পরে একেবারে নিস্তব্ধ হইবে। ইহা পরীক্ষার বিষয়। সাবধানে ইহা জীবনে পরীক্ষা করিলেই সত্যের বল অনুভূত হইবে।

৪৪। নিয়ম বা কার্য্য-শৃঙ্খলা।

কোন পণ্ডিত কহিয়াছেন, "কার্য্যের অর্দ্ধাংশ নিয়ম দ্বারা সংসাধিত হয়।" বস্তুতঃ যেখানে কার্য্যের শৃঙ্খলা আছে, সেখানে কার্য্যকারী দুই জন; এক নিয়ম ও অন্য মনুষ্য। অনেকে সময়ের অল্পতার জন্য আক্ষেপ করে। তাহাদের ধারণা যে ইচ্ছাসত্ত্বেও সময়ের অল্পতা হেতু তাহাদিগের কোন কোন সদনুষ্ঠান অসংসাধিত রহিয়া যায়। বালকেরা স্ব স্ব পাঠের প্রচুর সময় নষ্ট করিয়া শেষে পাঠাভ্যাসের সময় দেখিতে পায় না। বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময় নিরূপিত আছে। যাহাদিগের বাটীতেও ঐরূপ সময় নির্দ্ধারিত আছে, তাহাদিগের পাঠাভ্যাসের অথবা অপর কার্য্য সম্পাদনের সময়ের জন্য কখন আক্ষেপ করিতে হয় না। বাল্যকাল হইতেই কার্য্য-শৃঙ্খলা-নির্দ্ধারণ অভ্যাস করা এবং সেই অভ্যাস, প্রতি কার্য্যে পরিণত করা অতীব

প্রয়োজন। বাল্যে বা কৌমারে কার্য্য-শিথিলতা থাকিলে যৌবন এবং বার্দ্ধক্যে অধিকই শিথিলতা সঞ্জাত হইবে।

কার্য্য-নিয়ম থাকিলে, আলস্য উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন আহার্য্য বস্তুর ভোজন-পর্য্যায়-ক্রমে, আহারে রুচিরই বৃদ্ধি হয়, তেমনি কার্য্য-সংসাধনে নিয়মিত পদ্ধতি থাকিলে কার্য্যের প্রতি আস্থাই উপজাত হয়, কখনও বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে না। পুনশ্চ, যেমন আহারের নিত্য এক পদ্ধতি সত্ত্বেও আহারের প্রতি অনাদর উপস্থিত হয় না, তেমনি কার্য্য-সম্পাদনেও একটী নির্দ্ধারিত পদ্ধতি থাকিলে তাহাতে শৈথিল্যের আশঙ্কা নাই। তবে কালাতিপাতে কার্য্য-পদ্ধতির পরিবর্দ্ধন আবশ্যক হইতে পারে, তখন তাহা অবলম্বিত হইলেও উপকার। কার্য্য-পদ্ধতি নিত্য পরিবর্ত্তন করিবে না। ঐরূপ পরিবর্ত্তনে তোমার হৃদয়-চঞ্চলতা উপস্থিত হইবে, এবং নিয়মের প্রতি তোমার আস্থা থাকিবে না। একটী নির্দ্ধারিত নিয়মমতে চলিলে, তদ্দ্বারাই কার্য্য-সাফল্যের সম্ভাবনা।

নিয়ম দ্বারা মনুষ্য পটুতা লাভ করে। এমন কি ইহা দ্বারা প্রবঞ্চকের চাতুরীতেও প্রখরতা সমুৎপাদিত হয়। সেইরূপ চাতুরী দ্বারা সে অনেক সময়ে অপরের চক্ষু হইতে আপন অসৎকার্য্য গোপন রাখিতে পারে। তথাচ অনিয়মিত চাতুরী অপেক্ষা নিয়মিত চাতুরীতে মনুষ্যের রক্ষা আছে। কেন না তাহা নিয়মিত উপায় দ্বারাও সহজেই প্রকটীকৃত হইয়া থাকে।

নিয়ম-পালনে ভণ্ড-তপস্বীও তপস্বী হয়। সকল শাস্ত্রে ঈশ্বরারাধনার নিয়মিত পদ্ধতি আছে। ঐ পদ্ধতিতে ভণ্ড-যোগের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু ঐ পদ্ধতিতেই আবার প্রকৃত মুক্তি। কবি গোল্ডস্মিথ এক স্থলে বলিয়াছেন, "মূর্খেরা (দেব-মন্দিরে) বিদ্রূপ করিতে আসিয়াও ঈশ্বরোপাসনা শিক্ষা করিল।" ইহা অধ্যাত্ম-জীবনের একটী প্রকৃত সত্য। সাধারণ মানবের পক্ষে ভগবন্নামোচ্চারণ কয় দিন প্রকৃতরূপে ঘটে? কিন্তু ঐ নামোচ্চারণ যাহার নিত্য ব্যবহার, অন্ততঃ একদিনও ঐ নামোচ্চারণে তাহার হৃদয় উচ্ছ্বলিত হইতে পারে। একদিনের একটী বাক্যে মনুষ্য-জীবন চিরদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক বিষয়। "গোপাল সিংএর বেগারে" ও উপকার আছে। নিত্য নিয়মে সমস্ত কার্য্য করিবে। তাহাতে তোমার উন্নতি ধ্রুব জানিবে।

৪৫। ঋণ।

সাধারণ মানুষের ঋণ গ্রহণ, কর্ক্কটিকার গর্ভধারণের সহিত উপমিত হইয়াছে। কিন্তু ভূপালের ঋণগ্রহণ অন্যবিধ কথিত হয়। অর্থাৎ তাঁহার ঋণ-বৃদ্ধি-সহ তাঁহার রাজলক্ষ্মী আরও স্থির-ভাবাপন্না হন, এইরূপ মত প্রচলিত আছে। এ মতের সারবত্তা যাহাই হউক, ইহাতে অন্যূন এই দোষ দৃষ্ট হয় যে ভূপালের কার্য্যানুকরণ তৎ-প্রজাগণের স্বভাব হওয়া বিচিত্র নহে। তবে উক্ত হইতে পারে যে, রাজার

কার্য্য প্রজার অনুকরণীয় নহে। কিন্তু মনুষ্যের প্রবৃত্তি একেবারে নিবারিত হইতে পারে না।

ঋণের প্রলোভন অল্প লোকেই এড়াইতে পারে। সাই-রেন* রাক্ষসী সঙ্গীতের দ্বারা মনুষ্যকে আকৃষ্ট করিয়া, পরে সেই মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করার কথা বর্ণিত আছে। ঋণ-গ্রহণ-স্পৃহাই সেই রাক্ষসী। এক-বার ইহার করকবলিত হইলে উদ্ধারের আর শক্তি নাই। ঋণের এমনই মোহিনীশক্তি যে, অনেক সময়ে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় ইহার অধীনতা স্বীকার করে। কেহ এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ঋণে বড়মানুষী আছে; অর্থাৎ ঋণী ব্যক্তির নিকট ঋণাদায় জন্য সর্ব্বদা লোক গমনাগমন করে, তাহাতে ঐ সমস্ত লোক ঐ ঋণীর আশ্রিত বিবেচনায় কাহারও ভ্রান্তি জন্মিতে পারে; অতএব ঋণে আঢ্যতা প্রতিপাদন হইবে কল্পনায় সেই ব্যক্তি স্বচ্ছন্দতা সত্ত্বেও ঋণ করিতেন। ঋণের এ অদ্ভুত বিড়ম্বনাও আছে! কথিত ঋণী ব্যক্তি, ধনাঢ্য প্রচারিত হইবার জন্য আপন ভাণ্ডার হইতে যে একটী ভীষণ কর প্রদান করিতেছেন, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। "নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি" সর্ব্বদাই সত্য, কিন্তু সক্ষমের অক্ষম ব্যক্তি তুল্য ব্যবহার অত্যন্ত আক্ষে-পের বিষয়। ঋণ গ্রহণ সর্ব্বদা দূষণীয়, কিন্তু ক্ষমতা সত্ত্বে ঋণ করিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় আরও গর্হিত। ঋণী ব্যক্তি যে কেবল আপনার অনিষ্ট করে তাহা নহে, সে সমাজের

---

* Syren.

সকলেরই অনিষ্টের কারণ। ঋণে দ্রব্য বিক্রয় হইলে তন্মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। অপিচ সাধারণ ব্যবসায়ী সমতা রক্ষার জন্য প্রায়ই ঋণী এবং অঋণীর সম্বন্ধে পণ্য-সামগ্রীর একই মূল্য নির্দ্ধারণ করে। সুতরাং ঐ অবস্থায় সকলেই ঋণীর পাপের ফলভোগী হয়।

ঋণে পাপ, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। ঋণী ব্যক্তিই অসুখী। যে ঋণ করিল, সে স্বীয় ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতা তদুত্তমর্ণের নিকট চিরদিনের জন্য বিক্রয় করিল। অন্যূন তাহার পক্ষে স্বাধীনতা রক্ষা সুকঠিন। ঋণাবস্থায় মৃত্যু, আরও অধিক পাপের কারণ। ঋণীর আত্মা সন্তান-সন্ততির শুভকামনা প্রাপ্ত না হইয়া, অনেক সময়ে তাহাদিগের অভিসম্পাতই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কদাচ ঋণ করিবে না। নিজের উপায়ের মধ্যেই আপন ব্যয় আবদ্ধ রাখিবে। উচ্চ চালের দ্বারা কয়েক দিবস তুমি লোকের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতে পার বটে; কিন্তু পরিণামে সেই ধূলি প্রক্ষেপে তুমি যে কেবল আত্ম-সুখ-হারা হইয়া সংক্লিষ্ট হইবে তাহা নহে, সাধারণের নিকটও তুমি অতি হেয়রূপে প্রতীয়মান হইবে।

ঋণ, বন্যাজল সদৃশ। আপাততঃ তদ্দ্বারা তোমার শুষ্কাগার পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু পরে তাহাতেই তোমার গৃহস্থিত তাবৎ দ্রব্যই ভাসিয়া যাইবে। বন্যার জল প্রবেশ নিবারণ জন্য যেমন বাঁধের প্রয়োজন, ঋণ-নিবারণের জন্যও ঐরূপ বন্ধনের আবশ্যক। মিতাচার ও পরিমিত-ব্যয়িতা তোমার ঐ বন্ধন সদৃশ হইবে। এইরূপ ব্যবহারে তোমার

অভাব থাকিবে না, এবং ক্লেশও হইবে না। কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইলে, মহাত্মা সক্রেটীসের বাক্যটী স্মরণ করিবে। অর্থাৎ "ঐ দ্রব্য বিনা তুমি কার্য্য চালাইতে পার কি না", এই কথাটী সর্ব্বদা মনে করিবে। এই মন্ত্র সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে, তুমি কোনমতে অপব্যয়ী হইবে না; অথচ তদ্দ্বারা তোমার কৃপণতাও সঞ্জাত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। তোমার প্রকৃত অভাবের জ্ঞান জন্মিলে, তুমি অঋণী ও অকৃপণ হইয়া সুখী হইবে।

৪৬। বিবাহ।

ইহা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত একটী মহদনুষ্ঠান। বিরুদ্ধবাদীগণ যে কেবল স্ব স্ব প্রকৃতির বিরোধী তাহা নহে, তাহাদিগের মত সাধারণ প্রকৃতিরই বিরুদ্ধ। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন, অথবা আদম ও হবার সৃষ্টি, কেবল কবির মনঃকল্পনা নহে। ইহাতেই যোগের বিধি প্রথম প্রচারিত হইয়াছে। ঈশ্বর হইতে সংভিন্ন আত্মাই মানবাত্মা, এবং তৎসহ যোগ স্থাপনেই পুনশ্চ তাহা দেবাত্মা। উদ্বাহই ঐ যোগ স্থাপনের একমাত্র উপায়। প্রকৃতি বা স্ত্রী এবং পুরুষ, বাস্তবিক ভিন্ন নহে। এক আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন আকার। প্রকৃত আত্মায় আত্মার যোগ। নর ও নারীর উদ্বাহে সেই যোগের প্রচার, এবং তদ্দ্বারাই মানবের সেই যোগ-শিক্ষা।

বিবাহে শুভদৃষ্টির প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাতেই প্রথম পরিচয়। এই দৃষ্টিতে আত্মার যোগ স্থাপন হইলে, তাহাই

শুভবিবাহ হইল। নচেৎ সেই বিবাহ দুঃখের কারণে পরিণত হইবে। পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ, অথবা একের প্রতি অপরের অস্নেহ, এই প্রকৃত বিবাহ বা আত্মযোগাভাবেই ঘটিয়া থাকে।

যেমন নর ও নারীর শুভদৃষ্টির কাল নিরূপিত আছে, দুই নরের মধ্যেও ঐরূপ শুভকাল উপস্থিত হয়। সেই শুভদৃষ্টিতে যে যোগ স্থাপন হয়, তাহা দুই নরের মধ্যে প্রণয় নামে আখ্যাত, এবং নর ও নারীর মধ্যে তাহা পরিণয় নামে অভিহিত হয়। কিন্তু লৌকিক প্রণয় বা পরিণয়, বাক্যেই অবসান হইতে পারে। প্রকৃত পরিণয়েই প্রকৃত বন্ধুত্ব। তাহা চিরদিন অখণ্ডনীয়; উহার পরাকাষ্ঠা নর-নারীর মধ্যে হর-পার্ব্বতীর যোগ, এবং দুই নরাত্মার মধ্যে হরি-হররূপে অভেদাত্মার চিরস্থিতি। রাসলীলা আর কিছুই নহে, উহা মানবাত্মার এই পরিণয়-লীলা। মানব-সমিতি চিরদিনই হইয়াছে। ভক্ত যোগীগণ সেই রাসলীলা দ্বারা আত্মার সমিতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। দুই আত্মার মিলন সংসারী অসম্ভব দেখে, কিন্তু তাঁহারা ঐ লীলা দ্বারা বহুর মিলন বা একীভাব প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন। যেখানে পরম সত্য সকলেরই এক লক্ষ্য, সেই-খানেই ঐরূপ মিলন সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে ষোড়শ শত গোপিনী ব্যাকুলা। তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্বেষ কোথায়? কৃষ্ণ-রাধিকা মিলনেই সকলের আগ্রহ। ইহাই আত্মা-পরমাত্মায় মিলনাকাঙ্ক্ষা। রাধিকা, মানবাত্মার রূপক ব্যাখ্যা; শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার স্থানীয়। কৃষ্ণ-রাধিকা-প্রেমই, জীবাত্মা ও পরমাত্মার

যোগ। মনুষ্য, এই যোগ দাম্পত্য-প্রণয়েই শিক্ষা করে। জীবন-ভাগবতের দশমস্কন্ধেই এই যোগের ব্যাখ্যা। তাহা যেমন উচ্চ ও গভীর, তেমনি আবার সকলেরই আয়াস-লভ্য। স্বীয় জীবনে মিলাইয়া পাঠ করিলে ঐ ব্যাখ্যা সহজ; নতুবা উহা চির-কঠিনই রহিয়া যায়।

সংসারের পরিণয় দেহের পরিণয়। সুতরাং, তাহাতে আত্মযোগের লক্ষণ কম দৃষ্ট হয়। ঐ উদ্বাহে মনুষ্য নানা-প্রকার বিভীষিকা দর্শন করে। প্রজাবৃদ্ধি-ভীতি জ্ঞানীদিগের মস্তককেও আন্দোলিত করে। কিন্তু, তাঁহারা তৎকালে ভাবেন না যে বিনাশ, বৃদ্ধির সহগামী এবং যেখানে বিনাশ নাই, সেখানে বৃদ্ধিরও আবশ্যকতা আছে; অথবা তথায় বৃদ্ধিতে কষ্টের সম্ভাবনা নাই। যেখানে বিনাশ বৃদ্ধির সহ-গামী, সেখানে ইন্দ্রিয়-সেবা-নিরত-দৈহিক উদ্বূঢ় ব্যক্তিগণই সেই পাপের ফলভোগী। দৈহিক পরিণয়ের স্থলে আত্মার পরিণয় অধিষ্ঠিত হইলেই তথায় মঙ্গল। জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে এই আত্মার পরিণয় সংঘটিত হয়।

সমাজে সমানে সমানেই বিবাহ প্রচলিত। ইহা সমত্ব-রক্ষার উপায় বটে, কিন্তু সমত্বে উন্নতির আশা অতীব কম। সাধারণতঃ ধনী-নির্ধনীর প্রকৃত সংযোগে একের দ্বারা অপরের উন্নতি। সমাপেক্ষা অসম সংযোগেই অধিক ফলাশা। ইহা আপাততঃ শ্রুতিকটুরূপে প্রতিভাত হইতে পারে; কিন্তু, স্বগোত্র-বিবাহ-নিষিদ্ধতার মূলে ঐ অসম-সংযোগের সুফল প্রাপণাশাই প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে। পাত্র-পাত্রীর নির্ব্বাচনে শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষপাতিত্বও ঐ ফল কামনা

বশতঃই হইয়া থাকে। পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর শ্রেষ্ঠত্বে অধিক ফল। কারণ, পুরুষই স্ত্রীর শক্তির দ্বারা প্রচালিত হইয়া উদ্যমশীল হয়।

প্রকৃত পরিণয়ে কোন ভয় নাই। অপ্রকৃত পরিণয়ে মানুষ নিজের ক্লেশ নিজে আনয়ন করিলে, তজ্জন্য অপরের চিন্তারও প্রয়োজন নাই। সেই মনুষ্যের পক্ষে ঈশ্বরের বিধিই, দণ্ডবিধি হইবে। সেই দণ্ডবিধি-ভীতি যাহাদিগের জীবন-নিয়ামক নহে, তাহাদিগের জীবন সংসারের সাধারণ কীট-জীবন স্বরূপেই অবসান হইবে। প্রকৃত আত্মযোগ শিক্ষা কর, তাহাতে সংসারে সুখী এবং দেহান্তে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে। ইহাও কঠিন শিক্ষা নহে। স্বল্পায়াসেই মনুষ্য এই জ্ঞানলাভ করিয়াছে, এবং সকলের পক্ষেও ইহা সম্ভব জানিবে।

৪৭। ধনের অপব্যবহার।

দ্রব্যের অপব্যবহারে যাদৃশ ক্লেশ, অভাবে তাদৃশ নহে। প্রকৃত অভাব অল্প জনেরই, কিন্তু অপব্যবহার অনেকেরই। যাহার ধন আছে, তদ্ব্যবহারানভিজ্ঞতা তাহার ক্লেশের কারণ হয়। ঐ কারণেই, আবার যাহার ধনাভাব, তাহার ধনাগমেও ক্লেশ নিবারণ হয় না। বারি অজস্রধারে গগণ হইতে নিপতিত হয়, তথাপি বারিকষ্ট অশ্রুত ব্যাপার নহে। ইহাতে অনেক সময়ে ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণেরই দোষ, অপর কাহারও নহে।

বারি ও বিত্ত একই মূল আধার হইতে আগত। উভয়কেই সঞ্চিত রাখিতে না পারিলে, মনুষ্যের অসময়েই কষ্ট। কথিত হইতে পারে পর্ব্বত-বাসীদিগের বারি-সঞ্চয়ের উপায় নাই; তদ্রূপ অভাব-যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে বিত্ত সঞ্চয়ের আশা অতীব কম। কিন্তু পর্ব্বত বা উপত্যকায়ই নদীর উৎপত্তি, এবং ভূমি খননেই বারি উৎপন্ন হয়। ধনও ভূগর্ভে সর্ব্বদাই সঞ্চিত রহিয়াছে; পরিশ্রম সহকারে তাহা উত্তোলন করিতে পারিলেই অভাব মোচন হইয়া থাকে। মনুষ্য রাজ্য-বিপ্লবাদির আশঙ্কা করে। বাস্তবিক রাষ্ট্র-বিপ্লবে সাধারণের বিত্ত হানি হয় বটে, কিন্তু রাজ-পরিবর্ত্তনে দেশ বা ভূমি কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। ধন-ধান্যাদি রাজা লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু ভূমি তাঁহার সঙ্গে কদাচ যাইবে না। সুতরাং, মনুষ্যের প্রকৃত রত্ন-ভাণ্ডার সর্ব্বদা তাহার স্বগৃহেই রহিল। সেই ভাণ্ডার হইতে রত্ন গ্রহণ করা মনুষ্যের আয়াস-সাধ্য। যাহার সে আয়াস নাই, তাহার কষ্টও নিজ-কার্য্য-ফল। সুতরাং, তজ্জন্য কাহারও আক্ষেপ হইতে পারে না।

যাহারা বিত্ত-সংগ্রহ করিতে অক্ষম, তাহাদিগের কষ্টের জন্য যেরূপ অপর কেহ দোষী নহে, তদ্রূপ মনুষ্যের অপব্যবহার-জনিত কষ্টের জন্য কেবল সেই মনুষ্যই দোষী।

সংসারে অপব্যবহার নানা প্রকার। বিলাস-কাননাদি প্রস্তুত, ধনের অপব্যবহার বটে, কিন্তু ইহাতেও কতিপয় ব্যক্তির উপকার আছে। যাহারা সেই বিলাস-কানন প্রস্তুত করিল, তাহাদিগের অবশ্য তদ্দ্বারা কিছু বিত্ত সংগৃহীত

হইল। তবে সেই বিলাসীর পক্ষে তদ্বিত্ত বিলাসেই অবসান হইল। সংসারে চিরকালই অনুৎপাদক দ্রব্যের আদর নাই। বন্ধ্যা-বৃক্ষ গৃহীর অমঙ্গল। গৃহী তাহা উৎপাটন বা বিনাশ করিয়া থাকেন। ইহা কুসংস্কার হইলেও সুসংস্কার; কারণ, যাহাতে ফল প্রসূত হইল না, তাহার রক্ষণ অবশ্যই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আক্ষেপ এই সংসারে অনেকগুলি বন্ধ্যাবৃক্ষ আছে; অল্প লোকেরই তৎপ্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়। ব্যভিচারিণী-পোষণ যে একটী প্রধান বন্ধ্যা-বৃক্ষের পুষ্টি-সাধন, ইহা কয়জন ভাবে? জল নিক্ষেপে ধনের যাদৃশ অপব্যবহার, ব্যভিচারে ধনব্যয়ও তাদৃশ। যাহা ব্যয়িত হইল, তাহাতে ব্যভিচারিণীর সাময়িক উপকার ভিন্ন কিছুই হইল না। ধন, ধনের প্রসবিতা। ব্যভিচারিণীকে বিলাসী যাহা অর্পণ করিল, সেই ব্যবসায়ে তাহার কোনই লাভাংশ নাই। ধনের উৎপাদিকাশক্তিকে সে নিজেই নষ্ট করিল। যদি ধনের দ্বারা তোমার নিজ মঙ্গল সাধিত না হয়, তোমার বুদ্ধির গৌরব কোথায়? আত্মহন্তার যেরূপ দুর্দ্দশা, ধনাপব্যবহারী ব্যক্তিরও তাদৃশ দুর্গতি। তুমি সংসারের এবং ভগবানের নিকট যুগপৎ অপরাধী হইলে। যাহাতে উভয়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পার, তজ্জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টিত হইবে।

৪৮। ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

মনুষ্য ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ অনুসন্ধান করে। গ্রন্থেও প্রমাণ লিপিবদ্ধ হয়। মনুষ্য তাহা পাঠ করে। কিন্তু ঐ

প্রমাণে কয় জন সন্তুষ্ট? চিনি বা দুগ্ধের আস্বাদ কি পুস্তক-পাঠে বা বর্ণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়? নিজ জীবনে তাহা আস্বাদ করিলেই মনুষ্য অভিজ্ঞতা লাভ করে। ঈশ্বরাস্তিত্বের কি প্রমাণ চাহিবে? স্বজীবন-ঘটনাবলী পাঠ কর; দেখিবে, চারিদিকেই গণিত-বিজ্ঞানের মিল। এ অভাবনীয় মিলন কি আপনি সংঘটিত হইল? জগতের অমঙ্গল ঘটনায় মনুষ্য স্তম্ভিত হইল; অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া তাহা উল্লিখিত হইল। কেহ বা তাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিল। ক্ষুদ্র মনুষ্য সামান্য সংসার-বিজ্ঞানে নিজ অনভিজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া বিজ্ঞানেরই ভুল ধরিল। বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে জানিলেই তাহা হইতে তান-লয়যুক্ত সুস্বর নিঃসৃত হয়। তানপুরার ব্যবহার যে পরিজ্ঞাত নহে, তাহার নিকট উহা কেবল পরিত্যাগোপযোগী অলাবু ও কাষ্ঠখণ্ড মাত্র। তবে ব্যবহার-পরিজ্ঞতা-লাভ করাও দুঃসাধ্য নহে। উহা সামান্য সাধনের বিষয়। তানপুরার একটী গৎ বাহির করিতে পারিলেই, উহার তারে তারে, পরদায় পরদায়, মনোহারিত্ব দর্শন করিবে।

মনুষ্যজীবনও একটী তানপুরাযন্ত্র। ইহার স্তরে স্তরে মিল। ঠিক স্থান ধরিয়া বাদ্য আরম্ভ কর, দেহালাবু-মধ্য হইতেই সুসঙ্গীত নির্গত হইবে। ক্রমশঃ ঐ সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে যন্ত্র-নির্ম্মাতার গুণ সহজেই তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। ভগবানের অস্তিত্ব কি প্রমাণে জানিতে হয়? প্রমাণে স্থিরীকৃত করিতে হইলে অগস্ত্য-মুনির ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ার প্রয়োজন। গণ্ডূষে সমুদ্র-শোষণ করিতে পারিলে,

ঈশ্বরাস্তিত্বেরও প্রমাণ নিঃশেষিত করিতে পারিবে। কিন্তু জাহ্নবী এক জহ্নুমুনির উদরস্থা হয়েন নাই। তাহা পুনশ্চ সেই উদর হইতে নিঃসৃতা হইয়া সাধারণের সম্পত্তি হইয়াছেন। ঈশ্বরাস্তিত্ব আয়ত্ত করাও সাধারণের ক্ষমতার অধীন। গঙ্গাজলের মহিমা তৎসলিল-সেবিগণই পরিজ্ঞাত। ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ কর, তাঁহার মহিমা আপনিই তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। ইহাতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই। সরলান্তঃকরণে এবং পূর্ণ-বিশ্বাসের সহিত ভগবল্লীলা আপন জীবনে দর্শন কর, ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে অমঙ্গল ঘুচিয়া যাইবে। তথায় নাস্তিকতার স্থান নাই। শিব-প্রদেশে সমস্ত শিবময় দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবে।

আপন জীবনে ভগবল্লীলা দর্শন করিতে পারিলেই অপর জীবনে এবং তৎসহ সমস্ত জগতে ঐ লীলা দর্শন করিবে। স্বজীবনে মহাভারতগ্রন্থের রচনা হইবে। ঐ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি স্বর্গারোহণ। সকলের জীবনও ঐ স্বর্গারোহণে পরিসমাপ্ত হইবে।

৪৯। ধনসঞ্চয়।

মনুষ্যের ধনসঞ্চয় অজাগরের ভোজন সদৃশ; ইহা তাহার আবশ্যক হইলেও সে উহাতে আত্মবশ্যতা হারাইয়া থাকে। অথবা ইহা মোদকের মিষ্টান্ন-পাক সদৃশ; পাক প্রস্তুতেই পাচকের রুচি পূর্ণ হইল, পরে মিষ্টান্ন যাহাদিগের উপভোগ্য,

তাহারাই তাহা ভোগ করিল। বিত্তসঞ্চয় করিয়া তাহা দায়াদের জন্য রাখিয়া যাইতে পারিলে মন্দ নহে। তাহাতে পরলোকগত আত্মা প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রাপ্ত না হইলেও অবশ্য লৌকিক শ্রাদ্ধভোগীও হইয়া থাকেন। সময়ে ইহাতে তৎপ্রতি দায়াদগণের প্রকৃত শ্রদ্ধাও উপজাত হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ শ্রদ্ধালোভে ধনসঞ্চয় গরীয়ান্ নহে। সঞ্চিত বিত্ত রাখিয়া গেলে, দায়াদগণ তাহা পাইয়া হর্ষিত হইল। কিন্তু সে হর্ষ ছিন্ন-মস্তক-দর্শনে শোণিত-পিপাসু কবন্ধের আনন্দ সদৃশ। পিতার অসদুপায়ার্জ্জিত ধনের উত্তরাধিকারী হইলে পুত্র ধন্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতে পিতার নরক-যন্ত্রণা শেষ হইল না। পিতার প্রেতযোনিত্বে পুত্রই ধন্য হইল। ঐ ধন্যতা বাঞ্ছনীয় নহে। বিত্ত আর বল, আপনি আসিলেই তাহা আদরের সামগ্রী। যেমন নর-শোণিত পান দ্বারা রাক্ষসের তুল্য বল প্রাপ্ত হওয়া প্রকৃত হইলেও, ঐ শোণিত-পানেচ্ছা অতি গর্হিত, অবৈধ ধনসঞ্চয়ও তদ্রূপ নিন্দনীয়। একই দুর্গতিনাশিনীর আরাধনায় সংসারী যেরূপ লক্ষ্মী গণপতি প্রভৃতিকেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবৎপূজায় তুমি একাগ্রমনা হইলে সকলই প্রাপ্ত হইবে। তৎকালে লক্ষ্মী তোমার গৃহোপগতা হইলে তিনি ত্যজনীয়া নহেন। ত্যাগেই ঈশ্বর-প্রসন্নতা হইতে বঞ্চিত হইবে।

পার্থিব বিত্ত-সংগ্রহ সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। উহাতে সর্ব্বদা অনেক বিঘ্ন। ঈশ্বরানুকম্পার উপর একান্ত নির্ভর করিলে আত্ম-সন্তোষ লাভেই সুখী হইবে। আত্ম-সন্তুষ্ট-চিত্ত ব্যক্তির বিত্তাভাবেও অসুখ নাই। সেই কারণে প্রকৃত

উদাসীন ধনমুষ্টিকে ধূলিমুষ্টি জ্ঞান করিতেও সক্ষম। পুনশ্চ, ঐরূপ ব্যক্তিরই আবার ঔদাসীন্য-বাহ্যমন্ত্রে তাহারই হস্তে অনেক সময়ে ধূলিমুষ্টিই ধনমুষ্টির আকারে পরিবর্ত্তিত হয়।

পার্থিব বিত্ত সঞ্চয় হইল না, তাহাতে ক্ষতি কি? জীবন রত্ন লাভ করিতে যত্নবান্ হও, বিত্ত অপেক্ষাও অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইবে। দায়াদগণও তাহাতে প্রকৃত ধন-বন্ত হইবে। "বিত্ত সঞ্চয় হইল না, জীবনলীলা শেষ প্রায়" ইহা সংসারীর বিলাপ। বৈরাগীও গাইল "জীবন-তরি ভাটায় বই আর উজায় না", ইহাও প্রকৃত বৈরাগীর গীতি নহে। একের সম্পূর্ণ নিরাশা; দ্বিতীয়ের আশা সত্ত্বেও নিরাশা প্রাপ্তি। ইহাতে উভয়েরই দোষ। সংসারী সৎ-জীবন, এবং বৈরাগী জীবনোদ্যম রাখিয়া যাইতে পারিলেই ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ সুখী হইবে। তরি বাহিলেই উজাইবে, তবে নিরুৎসাহ কেন? তোমার বিত্ত সঞ্চয় না হইলে সদ্দৃষ্টান্ত এবং বৈরাগীর উদ্যম দেখাইয়া যাও, তোমার সন্তান-সন্ততিগণ ঐ ধনদ্বয়ের অধিকারী হইতে পারিলেই যেমন তুমি সুখী, তেমনি তাহারাও সুখী হইবে।

সংসারীর তৃতীয় ধন, জীবন-পঞ্জিকা-সঙ্কলন। পার্থিব-বিভব-সঞ্চয়ে সকলের ক্ষমতা নাই, কিন্তু এই জীবন-পঞ্জিকা-সঙ্কলন কাহারও অসাধ্য নহে। এই পঞ্জিকা-সঙ্কলনে সংসারীর আপন জীবনে যেমন নিজ ক্রমোন্নতি হইবে, তাহার অবর্ত্তমানে তাহার সন্তান-সন্ততিরও তাহাতে বিশেষ উপকার উপজাত হইবে। পঞ্জিকায়ই শুভাশুভ নির্ব্বাচন হয়। এই জীবন-পঞ্জিকায় ভবিষ্যৎ বংশাবলী আপনাদিগের শুভা-

শুভ দর্শনে সুখী হইবে। নিত্য এই জীবন-পঞ্জিকা-সঙ্কলন কর, সৎজীবন লাভ হইবে এবং তাহাতে উদ্যমশীলতাও অভিজ্ঞাত হইবে। এই তিনে যেমন নিজের উপকার; ভবিষ্যতেরও তাহাতে প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে।

৫০। পিতা-মাতা এবং সন্তান-সন্ততি।

সংসারের এমন কোন্ সামগ্রীর অভাবে সসাগরাধিপ সম্রাট এবং অতি দীন দরিদ্র বৃক্ষ-তল-বাসী ভিক্ষুক সমান কাতর ও দুঃখিতমনা। পৃথিবীতে মাতৃস্নেহ যে জীবনে সম্ভোগ করিয়াছে, সেই সে সামগ্রীর বিষয় পরিজ্ঞাত। এই বস্তুটী হারাইয়া কাহার না হৃদয়, প্রবাসেই হউক আর স্বগৃহেই হউক কোন না কোন সময়ে যেন কি একটী অভাবনীয় অভাবের জন্য কাতর হইয়াছে! অনেক সময়ে অজ্ঞান-বালকের মত সে হৃদয় সেই অভাবের নির্দ্দেশ করিতে পারে না। কিন্তু আবার কখনও বা জ্ঞান-স্ফুরণে সে হৃদয় সেই অভাবটী জানিয়া পরে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জনে শান্তি উপভোগ করিয়াছে। মাতার স্বর্গীয় স্নেহ স্মরণে যেমন প্রাণ আকুলিত হয়, তচ্চিন্তনেই আবার শান্তি স্বভাবতঃই হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কেন যে ঐ সময়ে ঐরূপ শান্তি উপস্থিত হয়, তাহা সাধারণ মনুষ্য বুঝে না; সে শান্তি উপভোগ করিয়াই দুঃখাবসান করিল, কারণের কেন সে অনুসন্ধান করিবে। মাতার আত্মা তাহা জানেন; তজ্জন্য তিনি পুত্রের অপরাধ গ্রহণ করেন না। পুত্রকে

কাতর দেখিলেই তাহার নিকট তাঁহার সান্ত্বনা আপনিই উপস্থিত হয়। সেই জন্য দুঃখ-বিপদকালে মনুষ্যের অজ্ঞাতসারেই তৎসমীপে ভগবদাশ্বাসবাণী স্বতঃই উপনীত হয়। মনুষ্য তাহাতেই শান্তি অনুভব করে। ঈশ্বর তৎকালে মাতৃরূপে মনুষ্য-হৃদয়ে আবির্ভূত হন। কিন্তু তাহাকে পিতারূপেও অন্তরে ধারণা করা মনুষ্যের একান্ত প্রয়োজন। মাতার সান্ত্বনা-বাক্যে হৃদয়ভার কমিল বটে, কিন্তু পিতৃবলেই মনুষ্য বলীয়ান্। মাতা এবং পিতার প্রতি যে পুত্রের যুগপদ্ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা, সেই পুত্রই সৎপুত্র এবং চিরসুখী। ঈশ্বরকে তুমি হৃদয়ে নিত্য পিতা এবং মাতারূপে ধারণ করিতে পারিলে, সংসার কখনও তোমার নিকট অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইবে না। তুমি স্বয়ং দেবাত্মজ এই জ্ঞান তোমার জন্মিলে, সকলকেই তুমি দেবসন্তানরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে, এবং সকলের সহানুভূতিও তোমার প্রতি অযাচিতরূপে প্রবাহিত হইবে। এই অবস্থায় উপনীত হওয়া সহজ। তবে মনুষ্য কেন এই সুখ হইতে বঞ্চিত? সে পিতা-মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়াই তাহার এই দুর্গতি। দেবাত্মজ যীশু বলিয়াছেন যে, ভ্রাতৃসহ সম্মিলিত হইতে না পারিলে পিতার সহিত সম্মিলিত হওয়া অসম্ভব। ইহাই যোগের মূলসূত্র। পিতা-মাতা হইতে বিচ্ছিন্নতা উপস্থিত হইলে, ভ্রাতৃসহ যোগ স্থাপনেই সেই অপরাধ মার্জ্জিত হয়। ব্রহ্মপুত্রাবগাহনে পরশুরামের মাতৃহত্যাপরাধ বিনষ্ট হইয়াছিল। প্রত্যেক মানবই পরশুরাম। পুত্র, পিতা-মাতার বিরুদ্ধে শতাপরাধী। ভাই-ভগিনীদিগের মধ্যে প্রেম ও

মিলিতভাব দর্শনেই পিতা-মাতার আনন্দ। অবাধ্য পুত্রের প্রতি তাঁহাদিগের ক্ষোভের কারণ থাকিলেও তাঁহারা সেই সন্তানের প্রেম দর্শনেই সুখী; সুতরাং তাহার অপরাধ স্বতঃই মার্জ্জিত হইল। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মনুষ্যের কৃতাপরাধও ঐরূপে মার্জ্জিত হয়। ব্রহ্মপুত্রে অবগাহনই ব্রহ্ম-সন্তানসহ পূর্ণ সম্মিলন। ইহাই মানবের মাতা-পিতৃ-হত্যাপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইহা যেমন প্রাকৃতিক, তেমনি আধ্যাত্মিক সত্য। পুত্ররূপে পিতা জন্ম গ্রহণ করিলে, পিতা ও পুত্রের স্বতন্ত্র স্থায়িত্ব উপজাত হয়। পুনশ্চ, পুত্রের আত্মযোগবলে যখন তাহার পুত্রত্ব তিরোহিত হয়, তখনই পিতা পুত্রের পূর্ণ একত্ব সঞ্জাত হয়। ইহাই পুত্রের "সোঽহং" জ্ঞান। ভ্রাতৃসহ পূর্ণযোগ স্থাপনেই এই পিতৃযোগ সংসাধিত হয়। ঐ পিতৃযোগই মানবের নির্ব্বাণ-মুক্তি।

সংসারী মনুষ্য জ্ঞাতি অথবা সহোদরকেও পরিবর্জ্জন করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ অথবা পিতৃতর্পণে ব্রতী হয়। ইহা বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়া বৃক্ষের মস্তকে জলসিঞ্চন সদৃশ। শাখা না থাকিলে বৃক্ষের শোভা কোথায়, অথবা সেই বৃক্ষের নিকট তোমার ফল-প্রত্যাশাও বৃথা। ভ্রাতা-ভগিনী সহ চিরস্নেহযোগে যুক্ত হইলেই তুমি চিরদিন পিতা-মাতার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে, নতুবা অশান্তিতেই তোমার দিন অবসান হইবে। জনক-জননীর আশীর্ব্বাদ তুল্য সংসারে আর কি আছে? তাঁহাদিগের আশীর্ব্বচনই "অমোঘাঃ ব্রাহ্মণাশিষঃ"।

স্বয়ং ব্রহ্মই তাঁহাদিগের মুখ হইতে সেই আশীর্ব্বচন নিঃসৃত করেন। তজ্জন্যই উহার ফল অব্যর্থ। সময় থাকিতে প্রকৃত দ্রব্যের সম্মাননা শিক্ষা করিবে, নচেৎ তাহা চলিয়া গেলে আক্ষেপের আর পরিসীমা থাকিবে না। পিতা-মাতার তুল্য পরম উপকারী বন্ধু সংসারে আর কে আছেন? অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগের সেবা করিবে। ইহাতে যেমন তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ, ঈশ্বরেরও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তুমি সর্ব্বতোভাবে সুখী হইবে।

৫১। সত্য।

সংসারে এমন কি আছে, যাহা চিরদিন নূতন, অথচ চিরদিন পুরাতন; যাহার বর্ণের কোন পরিবর্ত্তন নাই, অথচ নূতন রঙে অনুরঞ্জিত হইয়া না আসিলে সহজে গৃহীত হয় না; যাহা চিরদিন আদৃত, অথচ অনাদৃত; এবং যাহাকে পাইবার জন্য বিবাদ, অথচ পাইলেও বিবাদ নিরস্ত হয় না? সত্যই সেই সামগ্রী, যাঁহারা তাহা চান, তাঁহাদিগের নিকট উহা যেমন পুনঃ পুনঃ নূতন ভাবে উপস্থিত হয়, যাঁহারা না চান, তাঁহাদিগের নিকটও উহার সেই ভাবে উপস্থিতির প্রয়োজন। সাধক ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তাহার উদ্যম-বর্দ্ধন এবং চিত্ত-বিনোদন জন্য তৎসমীপে যেরূপ ভগবদ্বাণী নিত্য নূতন আকারে উপস্থিত হয়, ভোগবিলাসী সংসারী নূতনত্ব না পাইলে সত্য গ্রহণে সঙ্কুচিত হয় বলিয়া তাহার নিকটেও সেইরূপ ঐ বাণী

সাধক-হৃদয়-বিনির্গত নূতন আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই এক সত্যে, গৃহী এবং সন্ন্যাসী উভয়ে বিমুগ্ধ হন।

নূতন সত্য বা নূতন বাণীর আবির্ভাব হইলে সংসারিগণ মহা কোলাহল করে। কেহ বলে "উহা আমাদিগের সত্য, অপরের মুখে উহা অপহৃত ধন মাত্র"। কেহ বা তজ্জন্যই ঐ সত্যের অবমাননা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই কোলাহলে অনেক সময়ে নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। এই কোলাহলে ভ্রাতৃ-বিরোধ এবং সংসার বিপ্লবও সংঘটিত হয়। কিন্তু ভ্রান্ত মনুষ্য বুঝে না যে যাহা সত্য, তাহা ভগবদ্বাণী, উভয়ই এক। কেবল কালের প্রয়োজনীয়তানুসারে সেই এক সত্য ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। সত্যের নূতন পরিচ্ছদই সত্যের নূতনত্ব। পুরুষোত্তম এক, তবে সময়ে সময়ে সেবকদিগের চিত্তরঞ্জন জন্য প্রকাশ্যতঃ নূতন কলেবর মাত্র ধারণ করেন। যুগে যুগে সাধক মহাপুরুষগণ সত্যকে নূতন পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়া তাহা জনসমাজের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। সুচতুর সংসারী তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। আর অজ্ঞানী ব্যক্তি ভগবৎ-কৃপা প্রদত্তধন সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত হইলেও তৎকালে ইচ্ছান্ধ হইয়া কেবল সেই সত্যধনকেই এড়াইবার জন্য চক্ষু মুদিত করিয়া চলিয়া যায়। এই প্রকার ব্যক্তিই স্বয়মুপস্থিতা লক্ষ্মীকে উপেক্ষা করিয়া চিরদুঃখে নিমগ্ন থাকে।

ভগবানের সাকারত্ব এবং নিরাকারত্ব লইয়া আজও পৃথিবীতে মহা হুলস্থুল। কিন্তু বিতণ্ডা কেন? "সাকার"ও

মনুষ্য-বাক্য এবং "নিরাকার"ও মনুষ্য-বাক্য। যদি তুমি প্রকৃত সাধক হও, সাকারে এবং নিরাকারে তোমার নিকট ত কোন প্রভেদ নাই। আর যদি তোমার সাধনা অতোঽধিক উচ্চ না হইয়া থাকে, তোমার নিকট "সাকার" এবং "নিরাকার" উভয়েই সমান, অর্থাৎ তুমি উভয়েরই প্রকৃতির বিষয় অনভিজ্ঞ। ভক্তগণ হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক গুণ-বাচক শব্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহারাই সেই ভাবোচ্ছ্বাসে বাক্যাদি বিরহিত হইয়া পরিণামে এক ভাবেই বিহ্বল হইয়া কেবল চিন্ময়ে বিলীন হইয়াছিলেন। সেই ভক্তেরা "দুর্গা" "হরি" প্রভৃতি সুমধুর শব্দে ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলেন, এবং ঐ ঐ নাম-প্রকাশিতরূপেও মোহিত হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মাদিগের ভাবগ্রাহী হৃদয়োত্থিত রূপকে তোমার নিজ ঈশ্বর করিতে পারিলে তোমার বিশেষ মহত্ত্ব, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণ মানবের সে ক্ষমতা কোথায়? সেই মহাপুরুষেরা যে যে উপকরণ লইয়া তাঁহাদিগের ঈশ্বরকে আঁকিয়া ছিলেন, সেই সমস্ত উপকরণ তোমাকে প্রদত্ত হইলে তুমি সেইরূপ ঈশ্বর আঁকিতে বা গঠিতে পারিবে না। তোমার সামর্থ্য এবং তাঁহাদিগের সামর্থ্য অবশ্যই স্বতন্ত্র। সাধারণ মানবের জন্য প্রতিমূর্ত্তি নহে; অথবা প্রতিমূর্ত্তি সাধনের সোপান নহে। যাঁহারা এইরূপ মনে করিয়াছেন, তাঁহারা বৃক্ষে না উঠিয়াই তৎবৃক্ষ-ফল পাইয়াছেন মনে করিয়া ভ্রমাকুলিত হইয়াছেন। সাধনের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিলে পর, তথায় সাধক নিজ অভীপ্সিত দেবের দর্শন পান। তথায়

তাঁহার ঈশ্বর এবং তোমার ঈশ্বর এক হইলেও স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যেই আনন্দ, এবং উহাতেই মুক্তি। এইরূপে এক অর্থে প্রত্যেক মনুষ্যের ঈশ্বর স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

ভাবোচ্ছ্বাস এবং বাক্যোচ্ছ্বাস দুই স্বতন্ত্র সামগ্রী। সাধক যাহা ভাবে একরূপ অনুভব করিয়া বিহ্বল হয়েন, তাহা হয় ত তিনি পরে বাক্য প্রকাশ করিতে অন্যবিধ প্রকটন করেন। ইহা জীবনের নিত্য ব্যাপার। ইহা কোনও সাধকের অবিদিত নহে। দার্শনিক পণ্ডিত-প্রবর বহেম* আপন গ্রন্থ মধ্যে একটী হৃদয়-প্রতিকৃতি বিভাসিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার শিষ্যগণের বোধগম্য হয় নাই। যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন তাঁহার শিষ্যগণ তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া সেই প্রতিকৃতির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসু হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর পণ্ডিত-প্রবর বলিলেন "আমি যখন উহা লিখিয়াছিলাম তখন বুঝিয়াছিলাম, এবং নিঃসন্দেহ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরও উহা বুঝিয়াছিলেন; তিনি অদ্যাবধি উহা স্মরণ রাখিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছি।" বিজ্ঞবর বহেমের ইহা রহস্য বা ভ্রম বাক্য নহে। প্রত্যেক সাধকেরই এই অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। ভাষার অপরিস্ফুটতা হেতু তৎপ্রকটিত হৃদয়-ভাব অপরিস্ফুট হইতে পারে; অথবা তাহা সকলের বোধগম্য না হইতে পারে। সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র ব্যক্তির নিকট স্বতন্ত্র হওয়া বিচিত্র নহে। এমন মুনি নাই

---

* Jacob Boehme.

যাঁহার মত পৃথিবীতে অন্যরূপে ব্যাখ্যাত না হইতে পারে। এই জন্যই কথিত হইয়াছে :—

" বেদাঃ বিভিন্নাঃশ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা॥ "

মহামুনি ব্যাসদেব বেদাদি শাস্ত্রের মহত্ব প্রচার করিতে গিয়া অতীব আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছিলেন। তিনি কি কয় বেদ বা কয়খান শ্রুতি জানিতেন না, এবং জানিয়াও কি তাহাদের সমন্বয় সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন না? তবে কেন তিনি বেদ এবং শ্রুতি অপেক্ষা মহাজনদিগের আচরিত পন্থাকে শ্রেষ্ঠ বলিলেন, এবং সেই সুসংবাদ ভগবৎ-পিপাসু জীবের নিকট প্রকাশ করিলেন? মহর্ষি ব্যাসদেব-মুখ-নিঃসৃত উপরোক্ত ঐশবাক্যগুলির রহস্য অতীব গভীর। বেদ অর্থাৎ জীবন-বেদ বা ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান, প্রতি মানব-হৃদয়ে প্রচারিত হয়, কিন্তু তাহা এক মূল হইতে আগত হইলেও মনুষ্যের গ্রহণ শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার; এবং শ্রুতি অর্থাৎ ঈশ্বরবাণী সকলেরই কর্ণে শ্রুত হইলেও তাহা প্রতি মনুষ্যের ভিন্নতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়; মুনি বা সাধকদিগের হৃদয়েই সেই বেদের পূর্ণ প্রকাশ এবং তাহাদিগের কর্ণেই সেই ভগবদ্বাণীর পূর্ণ আবির্ভাব। কিন্তু ঐরূপ হইলেও তাঁহারা যে ভাষায় সেই বেদ বা

বাণীর প্রচার করেন তাহা মানবীয়। সুতরাং ভাবার খর্ব্বতা বা অপূর্ণতা নিবন্ধন এবং কালানুসারেও তাঁহাদিগের মত বিভিন্ন হয়। কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রকৃত তত্ত্ব তাহা মহাজনদিগের হৃদয় গুহাভ্যন্তরে নিহিত; অতএব সেই মহাজন অর্থাৎ ঈশ্বরে পরাভক্তিযুক্ত মহাপুরুষেরা যে পথে গমন করেন, সেই পথই পথ। বাস্তবিক তাহারা আবার কাহার প্রদর্শিত পথে গমন করিবেন? তাঁহারা নিত্য ঈশ্বর প্রদর্শিত আপন আপন পথেই গমন করেন। তাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বর প্রণোদিত, সুতরাং যে পথেই তাহারা যান সেই পথই পথ। এইরূপে সাকার নিরাকারের বিতণ্ডা, মানবীয়-শব্দ-প্রচারিত মতের ভেদাভেদ, ব্যাসদেব একটী কথাতেই নিঃশেষিত করিলেন। দেবাত্মজ যীশুও আপনাকে পন্থা-স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আমিই পন্থা।" মহামুনি ব্যাস, যাহা শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, পরে মহাত্মা যীশু সেই সত্য প্রচার করেন। তবে সত্যের আকার মাত্র বিভিন্ন, কিন্তু মূল একই। উহাদিগের মধ্যে কেহই অনাদরের বস্তু নহে। সত্য যখন যে পথ দিয়া আসে, তাহাই মনুষ্যের গ্রহণীয়, এবং তাহাতেই তাহার উপকার এবং পরিণামে মুক্তি।

৫২। অনুরোধ।

লোকে উপরোধে উদূখল গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ, এইরূপ কথন কেহ বিদ্রূপচ্ছলে অপরকে বলিয়া থাকেন।

ইহা বাস্তবিক বিদ্রূপবাক্য বটে; কিন্তু অনেক সময়ে মনুষ্য অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া উদূখল গলাধঃকরণ অপেক্ষা আরও অধিক অসম্ভব কার্য্যও করিয়া থাকে। ললনার অনুরোধে সংসারাসক্ত ব্যক্তি বাতুলবৎ আচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। জ্ঞানীর জ্ঞানও তৎকালে ললনার ফূৎকারে উড্ডীন হইয়া যায়। অজ্ঞানীর কথা ত বহুদূর। সংসারে এই অনুরোধ মূলে অনেক সময়ে নানা বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হয়। প্রকৃত ধীমানই সর্ব্বদিক বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন।

উপরোধ অনিষ্টকর বলিয়া উহাকে কেহ একেবারে পরিবর্জ্জন করিতে চেষ্টান্বিত হইতে পারে, কিন্তু উহা পরিবর্জ্জনীয়ও নহে। অনুচিত সময়ে যেমন অনুরোধের দাস হইলে উন্মাদ-আখ্যা প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি আবার উপযুক্ত সময়ে উহার সম্মাননা না করিলেও মনুষ্য "গোঁয়ার" নামে অভিহিত হয়। ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁহারই বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য নানা প্রকার অভাবযুক্ত ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে। তোমার সহৃদয়তার উদ্‌ঘাটনের জন্য অনুরোধ বশবর্ত্তিতা-গুণ তোমার প্রকৃতিমধ্যে নিহিত হইয়াছে। ঐ প্রকৃতির এককালে বিরোধী হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। তবে ঐ প্রকৃতি বিস্ফুরিত হইতে দিবার জন্য প্রকৃতাবকাশ সম্বন্ধে তোমাকে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। সেই প্রাজ্ঞতালাভও দুরূহ নহে। সত্য তোমার জীবনাশ্রয় হইলে, তুমি সত্যের সহায়তা করিতে ভ্রমাকুলিত বা বিপদগ্রস্ত হইবে না। ঐ অবস্থায় অনুরোধ-প্রার্থী তোমার দ্বারে উপস্থিত হইলে, তুমি তাহার প্রার্থনার সত্যাসত্যতা এবং ত্বদীয়

প্রার্থিতানুরোধের সাফল্য-সম্ভব-পরতা যুগপৎ আপনিই বুঝিতে পারিবে। তুমি সত্য-প্রেমিক হইলে, লোকও তোমার স্বভাব পরিজ্ঞাত হইয়া অযথানুরোধ প্রদানে তোমাকে প্রলুব্ধ করিবে না।

কাহারও নিকট কোন বিষয়ে অনুরোধের প্রার্থী হইলে, যেমন অযথা প্রার্থনা দ্বারা অনুরোধ-দাতা লজ্জিত না হন ইহা প্রার্থনাকারীর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, তেমনি অন্যায়ানুরোধ দ্বারা অনুরুদ্ধ ব্যক্তিকে লজ্জায় নিপতিত না করেন ইহা ঐ অনুরোধকারীও সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। তোমার কৃতানুরোধে একের উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু তথাচ উপরোধাদিকরণে বিশেষ সাবধান হইবে। হয় ত যে জন্য তুমি উপরোধ করিতেছ তাহা ইতিপূর্ব্বেই অন্যরূপ মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। অতএব দৃঢ় অনুরোধ দ্বারা কাহাকেও বাধ্য করিতে চেষ্টা করিবে না। আর যদি তাহাই কর, অনুরোধের নিষ্ফলতা দর্শনেও বিমর্ষ বা দুঃখিত হইবে না। অযথা ভাবাধীনতাই* দুর্ব্বল-হৃদয়ের অনিষ্ট করে। কাহাকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করিলে বা কাহা কর্ত্তৃক কোন বিষয়ে অনুরুদ্ধ হইলে, ঐ ভাবাধীনতা দ্বারা আপনি বিচঞ্চলিত হইবে না। অনুরোধের সাফল্য হইলে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে এবং তৎপর দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবে; এবং কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে, ঈশ্বরের নিকট ক্ষমতা প্রার্থনা করিবে,

---

* Excessive sensitiveness.

এবং অনুরোধকারীর নিকট বিনীত হইবে। সুসময়ে তোমার প্রার্থনা এবং বিনয়ের সু-পুরস্কার দেখিয়া তুমি সুখী হইবে।

৫৩। ক্ষমতা।

পিপীলিকার পক্ষোদ্গম হইলে সে বিহগ তুল্য আকাশে উড্ডীন হয়; কিন্তু অনতিবিলম্বেই সে বিহগগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া আপন কীটলীলা সম্বরণ করে। মনুষ্যও যখন নিজ ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া আপন অধিষ্ঠিত স্থান হইতে ঊর্দ্ধোত্থানের কু-চেষ্টা করে, তথনই তাহার বিনাশ বা অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। মহাবল দন্তী, শিক্ষার প্রভাবে মানবের নিকট সামান্য মেষ সদৃশ বিনীত। ঐ অবস্থাই তাহার আদর, নচেৎ তাহার প্রাণ সংহারেই মনুষ্যের একমাত্র লক্ষ্য হইত। ক্ষমতাবান্ পুরুষ সুশিক্ষার দ্বারা বিনয়াবনত হইলেই তাহার প্রকৃত সম্মাননা, নচেৎ রাক্ষসের তুল্য তাহার সংসর্গ সকলেই পরিত্যাগ করিত। লোক মধ্যে নরাধিপই অধিক ক্ষমতাবান্। কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে লোকে তাঁহাকে নরপিশাচ মধ্যে পরিগণিত করিবেক। ক্ষমতার অন্যায়-ব্যবহারী প্রত্যেক ব্যক্তিই নরপিশাচ।

ভ্রাতৃসেবার জন্যই ঈশ্বর মনুষ্যকে ক্ষমতা দিয়া থাকেন। তদন্যথা ব্যবহারই ক্ষমতার অপব্যবহার। তুমি সামান্য বা উচ্চ-পদাধিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে, তোমার ক্ষমতাই তোমার

আশ্রিত এবং অধীনস্থগণের শিক্ষা এবং উন্নতির জন্যই ব্যবহৃত হইবে। নচেৎ তুমি তোমার পদের নিশ্চয়ই অযোগ্য। যদি ক্ষমতার দ্বারা পরোপকার সাধিত না হয়, তোমার ক্ষমতা না থাকিলেই বা কি হইত? নিশ্চয় জানিবে যে তোমার ক্ষমতা থাকিলে জগৎ সর্ব্বদাই তোমার মুখাপেক্ষী। ঐ মুখাপেক্ষীদিগের অভাব প্রতি দৃষ্টি রাখা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। অবকাশ পাইলেই তাহাদিগের সেবা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না বা ত্রুটি করিবে না।

ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির অবস্থা সর্ব্বদাই তৎসম্বন্ধে বিপজ্জনক। জগৎ অনেক সময়ে তাঁহার নিকট অতিরিক্তই আশা করিয়া থাকে। সেই অতিরিক্তাশা অপূর্ণ রহিলে জগৎ অসন্তুষ্ট হয়। ঐ অসন্তোষে ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির বিদ্বেষ উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। তাহাতে তিনি সময়ে জগৎ ঘৃণকরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারেন। অতএব তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি যেন সন্তোষ বা অসন্তোষের দিকে দৃক্‌পাত না করেন। সততঃ স্বীয় কর্ত্তব্য-পালন-দিকে দৃষ্টি থাকিলেই কাহারও অসন্তোষে তৎপ্রতি তাঁহার ঘৃণা উপজাত হইবে না, এবং কাহার অসন্তোষেও সেই ব্যক্তির প্রতি তাঁহার অযথা পক্ষপাতিত্বও উপস্থিত হইবে না। ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির ঘৃণাবৃত্তি উত্তেজিত হইলে, পরে যেমন তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা; তেমনি কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্বেও তাঁহার ক্ষমতার ঐরূপ অপব্যবহার ঘটিবে।

নিজ ক্ষমতা কখন কীর্ত্তিত হইতে দিবে না। বিশেষ আত্মমুখে তাহা কখনও কীর্ত্তন করিবে না। স্বগৌরব

কীর্ত্তনে সময়ে যেমন নিজে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া সর্ব্বদাই আত্ম-বিনাশের হেতু উপস্থিত করিবে, তেমনি পরের নিকটও তুমি স্বীয় কীর্ত্তিত ক্ষমতার অতিরিক্তাশার উপযুক্ত ফল-প্রদর্শনে অপারগ হইয়া ঘৃণাস্পদ হইবে। অসীম ক্ষমতাবান্ ঈশ্বর স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নিত্যকাল জগতের অসংখ্য উপকার সাধিত করিতেছেন। মহাপুরুষেরাও তদ্রূপ আচরণ করিয়া থাকেন। তোমারও ক্ষমতার কার্য্য অবশ্যই তদ্রূপ হইবে। যাহা কল্য করিবে, অদ্য তাহা কাহাকে জানাইবে না; অথবা যাহা করিতে সমর্থ, তজ্জন্য অগ্রেই আস্ফালন করিবে না। একের দ্বারা কার্য্যের মধুরতা নষ্ট হইবে, এবং অপর ব্যবহার দ্বারা তুমি লোকের সহানুভূতি হারাইয়া হয় ত বাঞ্ছিত কার্য্যটাই সম্পাদনে অসমর্থ হইবে।

৫৪। সততা বা সরলতা।

ইহা মনুষ্যের অক্ষয় কবচ-স্বরূপ। সংসারী ইহা বক্ষে ধারণ করিয়া সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। কথিত আছে অক্ষয় কবচ ধারণে রোগী রোগোন্মুক্ত হয়। এই সততাতেই মনুষ্যের অন্তর-রোগ বিদূরিত হয়। সরলতা বা সততা থাকিলে কোন দুষ্ট রিপুর প্রাবল্য সঞ্জাত হইতে পারে না। ললনার সরলতাই তাঁহার কণ্ঠের মণিহার। পুরুষের সততা তাহার অমূল্য হৃদয়-ভূষণ। দীন দুর্ব্বল ব্যক্তির সততা থাকিলে সে বীরতুল্য। সে যেমন অন্তর্জ্যোতিতে নিজে নিয়ত কীর্ত্তিমান্, তেমনি অপরেও তাহার

সংসর্গ-লাভে স্বতঃই কান্তিযুক্ত হইয়া থাকে। সে দরিদ্র হইলেও সকলের নিকট নিয়ত সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে ধনী বা বলীও লজ্জিত হয়েন না।

ব্যবসায়ীর সততাই উন্নতি। যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারা প্রবঞ্চনার সময়ে অধিক লাভ দৃষ্টি করিয়া ব্যবসায়ে প্রবঞ্চনা মার্গ অবলম্বন করে। কিন্তু তাহারা পাপের পূর্ণতা কালেই স্বীয় দুর্গতি বুঝিতে পারে এবং তৎকালে তাহা স্বচক্ষে দেখিতেও পায়। সততায় আপাততঃ লাভাংশ কম বটে; কিন্তু সেই লাভ বৃষ্টিবিন্দু সদৃশ, সময়েই তাহাতে শুষ্ক কূপ পূর্ণ হইয়া থাকে। অসৎ বা চৌর্য্যবৃত্তিতে কে কোথায় প্রকৃত ধনবান্ বা সুখী হইয়াছে? ঐরূপ বৃত্তিতে কাহারও ধনসঞ্চয় হইলে তাহাতে তাহার চিরস্থায়ী কলঙ্ক-মঠই প্রস্তুত হইল। নির্লজ্জ দস্যু গর্দ্দভারূঢ় হইলে সে আপনাকে রাজজ্ঞানে আস্ফালন করিলে তাহার যে গর্ব্ব, অসদ্‌বৃত্তি-সঞ্চিত-ধনের অধিপতিও আপনাকে উচ্চ মনে করিলে তাহারও গর্ব্ব ঠিক তাদৃশ। ভূগর্ভোত্থিত সলিল কখনও শুষ্ক হয় না। কেন না তাহা ঈশ্বর হইতে আগত। স্বয়ং ঈশ্বরের হস্ত হইতে যে ধন সমাগত হইবে, তাহা তোমার ধর্ম্মভাণ্ডারে চিরদিনই রহিয়া যাইবে। অন্য জলাশয় হইতে অপহৃত বারি দ্বারা কি কাহারও গৃহখাদ পূর্ণ হইতে পারে? তাহা এক সময়ে পূর্ণ হইলেও কালে অবশ্যই তাহা শুকাইয়া যাইবে। পরিশ্রম সহকারে খাদ গভীরতর খনন করিলেই বারি আপনিই তাহাতে উত্থিত

হইয়া সেই খাদ জলপূর্ণ হইলে সেই পূর্ণতা যেমন রহিয়া যাইবে, তেমনি প্রকৃত পরিশ্রম দ্বারা ক্রমশঃ অতি অল্প অল্প বিত্ত সঞ্চয় হইলেই তাহাতেই তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ হইবে। স্বয়ং লক্ষ্মী সেই ভাণ্ডারের অধিষ্ঠাত্রী রক্ষয়িত্রী হইবেন, সুতরাং তাহা আর নিঃশেষিত হইবে না। সততায়ই তুমি রাজলক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইবে। তবে লক্ষ্মীর দৃষ্টি সময়-সাপেক্ষ। অধীরতায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যুগপৎ ধৈর্য্য এবং সততা চির-অবলম্বনীয়। ঐ দুইকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, নিশ্চয়ই তুমি কালে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হইবে। অঙ্গুলী স্ফীত হইয়া হঠাৎ তাহা কদলীবৃক্ষ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ঐ অবস্থা তাহার রোগের অবস্থা। ক্রমোন্নতিই সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। তাহা সততা বা সরলতাতেই সংসাধিত হইবে। দরিদ্রই হও আর ধনীই হও, জীবনকে সর্ব্বদা সৎপথে অধিষ্ঠিত রাখিবে; তাহাতে যেমন নিজে সুখী, তেমনি অপরেও তোমার সংস্পর্শে সুখী হইবে।

৫৫। আত্মহত্যা।

সমস্ত এবং সর্ব্ববিধ প্রাণীগণকে নির্ব্বোধতার পরিমাণানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইলে, আত্মঘাতী তুল্য অধিক ভয়ানক মূর্খ নিখিল সংসারে আর কেহই দৃষ্ট হইবে না। গুটীপোকা আপন নালে আপনিই আবদ্ধ হয় বলিয়া তাহা নির্ব্বোধ কীটমধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ঐ কীট আপন প্রাচ্ছন্ন অন্তঃসৌন্দর্য্য জগৎকে প্রদর্শন করিবার জন্যই সে

আপন পট্টকোষে আপনই আবদ্ধ হয়। সেই কোষ ছিন্ন হইয়া সে যখন পুনঃ বহির্ভূত হয়, তাহার সৌন্দর্য্যে কেনা বিমোহিত হয়? কিন্তু আত্মহন্তা মনুষ্য কীটানুকীট হইতেও অধম। কেহ বা সংসারের কাল্পনিক নির্যাতনে আপনাকে নিপীড়িত মনে করিয়া, এবং কেহ বা আশার আত্ম-প্রবঞ্চনায় নিজেই আপনাকে বঞ্চিতাশ করিয়া আপন দেহকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে দেহের রক্ষার জন্য কত লক্ষ লক্ষ জন কত যত্ন এবং কত চেষ্টা করিতেছে; যজ্জন্য নিত্য এই ধরাধামে কত কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে; যাহার জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত কর্ত্তৃক কত নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে; এবং যজ্জন্য স্বয়ং ঈশ্বরও মনুষ্য চেষ্টায় সাহায্য করিয়া কত কত নূতন বিদ্যা ও বিজ্ঞান মানব-সমাজে প্রকটন করিতেছেন, সেই অমূল্য নর-দেহ মূর্খ নর কর্ত্তৃকই বিনষ্ট হইবে, ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি আছে? জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকিলে, তাহাতে এখনও রত্ন ফলান যাইতে পারে। অঙ্গারেও হীরক প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব নহে। কত সংসার-হিতৈষী পণ্ডিতগণ মানব-হিতার্থেই বিজ্ঞান চর্চ্চায় ব্রতী হইয়া কত কত উচ্চ হিমাচল-শিরে আরোহণ করিতেছেন, অথবা কত মহচ্ছঙ্কট-জনক-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন; এবং তাঁহারা সেই সেই মহাব্রতে আপন জীবন পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতেছেন। এক্ষণ পর্য্যন্ত কত অনাবিষ্কৃত প্রদেশ রহিয়াছে, যেখানে মনুষ্য প্রাণ-নাশ-ভয়ে এ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই।

যাহারা আত্ম-প্রাণ-বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত, তাহারা সেই সকল প্রদেশে প্রবিষ্ট হউক। যদি তথায় তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্ট হয়, তাহাতে তাহাদিগের সঙ্কল্পই সাধিত হইল; আর যদি তাহারা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহারা মহান্ আবিষ্কারকরূপে গৃহীত হইয়া জগতের নিকট চিরস্থায়িনী প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তৎপর তাহারা আপনাদিগের অপদার্থ জীবনেই রত্ন প্রসূত হইতে দেখিয়া সেই জীবনের সার্থকতা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। জীবন-রত্ন বিসর্জ্জন করিতে হইলে ভীরুর ন্যায় আত্মহত্যা কেন? স্ত্রীই হও আর পুরুষই হও, কার্য্য-ক্ষেত্রে অথবা সমর-প্রাঙ্গনে প্রাণ-দানই সাধুতা এবং বীরত্ব। তোমার প্রাণে নিজের আবশ্যকতা না থাকিলে, অন্যের তাহাতে প্রয়োজন আছে। নিঃস্বার্থ পর-সেবায় তাহা উৎসর্গ কর, তাহাতে তোমার জীবন যেমন পরের কার্য্যে আসিবে তাহাতেই আবার তোমারও আত্মহত্যা-কার্য্য সংসাধিত হইবে। প্রকৃত আত্মহত্যাই আমিত্ব-হত্যা। জীবন-নাশ হইলেই জগৎ সম্বন্ধে তোমার আমিত্ব বিনষ্ট হইল। জীবন রাখিলেও যদি এই আমিত্ব বিনাশ করিতে পারা যায়, ঐ আমিত্ব বিনাশে কেনই বা তুমি বীরত্ব দেখাইতে পরাঙ্মুখ হইবে? যদি আত্মহত্যা বীরত্ব প্রকাশক অনুমান করিয়া থাক, এই আমিত্ব-হত্যাতেই জগৎকে স্তম্ভিত করিতে চেষ্টাবান্ হও। জগৎ ঐ আত্মহত্যাতেই যেমন বিস্ময়ান্বিত হইবে, তাহাতে তোমারও কামনা তেমনি যুগপৎ সংসাধিত হইবে। তদবস্থায় তোমার দেহ গুটীপোকার

কোষ-সদৃশ দৃশ্যমানমাত্র থাকিবে, কিন্তু কোষ-বিনিঃসৃত নয়নানন্দ ও চিত্তরঞ্জক প্রজাপতি-তুল্য তোমার আত্মা মহোচ্চ আকাশেই উড্ডীন হইবে। আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায় হইলে, কীটের প্রাজ্ঞতার অনুবর্ত্তী হইয়া জীবনকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর প্রদর্শন করিতে প্রয়াসবান হও। আত্মহত্যায় ফাদর ডোমিনের* দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। তোমার দ্বারা নূতনতর আত্মহত্যার আবিষ্কারে জগতের নিত্য নূতন বিস্ময়, এবং জীবেরও তাহাতে যুগপৎ প্রকৃত উপকার সংসাধিত হইবে। তৎপর দেহান্তে জগতের আশীর্ব্বাদ তোমার আমিত্ব-হত্যার উপযুক্ত পুরস্কার হইবে।

৫৬। ক্রোধ এবং ভালবাসার নিত্যযোগ।

যে প্রশান্ত বিমান হইতে প্রাণ সন্তোষিণী বারিধারা নিপতিত হয়, সেই স্থান হইতেই আবার লোমহর্ষণ ভীম-বজ্র-নির্ঘোষও ধরাতলে সমাগত হয়। শান্তিবারি বর্ষণ এবং কুলিশ-নিপাতন এক আকাশেরই উভয়বিধ বিপরীত কার্য্য; কিন্তু উভয় কার্য্যই স্বাভাবিক। মনুষ্য অনেক সময়ে ক্রোধের

---

* Father Domein. ইনি একজন অতি দয়াবান্ রোমান্ কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত পুরোহিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আপন ইচ্ছায় কুষ্ঠরোগী-দিগের সেবা নিজ জীবন-ব্রত করিয়াছিলেন। কিন্তু, সময়ে ঐ মহাব্রতে নিজে কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইয়া আপন প্রাণ হারাইয়াছেন।

ভীষণতা দর্শনে ভাবিয়া থাকে, ঈশ্বর কেন তাহাদিগের হৃদয়ে ক্রোধ নিহিত করিয়াছেন। সে ক্রোধ-স্থিতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে অপারগ হইয়া ক্রোধকে নিঃশেষিত করিতে প্রয়াসযুক্ত হয়, কিন্তু তাহার অনেক চেষ্টা থাকিলেও ঐ রিপুটী এককালে বিনষ্ট হয় না? কেনই বা ঐ ভগবৎ প্রদত্ত সামগ্রীটী একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে কোন্ দ্রব্যেরই বা পূর্ণ বিলোপ আছে? ক্রোধ আর প্রেম দুই সহোদর, ইহা সাধারণ মানবেই বা কিরূপে বুঝিবে? ক্রোধ না থাকিলে "ভালবাসা কি" ইহা কে বুঝিত? ক্রোধ আছে বলিয়াই মানুষ সত্যকে ভালবাসিতে সমর্থ। একের প্রতি ক্রোধ এবং অন্যের প্রতি প্রেম স্বভাবতই হৃদয় হইতে প্রবাহিত হয়। পাপের প্রতি ক্রোধ জন্মিলেই সত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিবে। এক দিকে ঘৃণার আধিক্যেই অন্য দিকে আসক্তির আধিক্য হইবে। ক্রোধই প্রেমের সহকারী।

পুনশ্চ ক্রোধই প্রেমের জীবন। যদি একেবারে, ক্রোধ-শূন্য কোন হৃদয় থাকে, তাহা অবশ্যই প্রেমশূন্য। তাহার ঔদাসীন্যতাই তাহার অপ্রেমের কার্য্য। যাহাকে যত ভাল-বাসিবে, তাহার প্রতি ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে তৎ-প্রতি তত অধিক ক্রুদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা। পিতা সন্তানের অবাধ্যতা দর্শনে অধিকই ক্রুদ্ধ হয়েন; বন্ধুও বান্ধবের অকৃতজ্ঞতায় নিতান্তই উত্তপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ, পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ এবং বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা অধিক বলিয়াই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। দাম্পত্য-প্রণয় প্রেমের উপমা

স্বরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু দম্পতির মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা থাকিলে, সেখানে সময়ে একের প্রতি অপরের অভিমানের আধিক্যও নিশ্চয়। যিনি শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ততা বুঝিয়াছেন, তিনি তাঁহার অভিমানাতিশয্যের কারণও নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন। সাধক উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইলে, ঈশ্বরের প্রতি তাহার আবদার উপস্থিত হয়। সেই আবদার পরিপূরণ না হইলে, সময়ে সময়ে তাহার অভিমানও সঞ্জাত হওয়া স্বাভাবিক। এই অভিমানে প্রকৃত প্রেমেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই জন্য ঈশ্বরও সাধক হৃদয়ে ঐ অভিমানোদগমের অবকাশ দিয়া থাকেন। শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনই ভগবান-কর্ত্তৃক সাধকের আবদার বা অভিলাষ পূরণ। তাহাতেই সাধকের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতাসহ ঈশ্বরানুরক্তিই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মানব-দম্পতিরমধ্যেও অভিমানেই অনুরাগ বৃদ্ধি। একের প্রতি অপরের অভিমান উপস্থিত হইলে, তাহা প্রেম-বর্দ্ধনের চিহ্ন-স্বরূপ জানিবে। শান্তিবারি দ্বারা শুষ্ক ভূমি প্লাবিত হইবার অগ্রে আকাশে মেঘধ্বনি হয়। প্রেমিক-হৃদয়ের ক্রোধধ্বনিও অপরকে প্রেমে অভিষিক্ত করিবার জন্যই হইয়া থাকে। মাতার ক্রোধদৃষ্টি কেবল বাৎসল্য প্রকাশক। অবোধ পুত্রই তাহাতে সন্তপ্ত হইবে। পিতৃ-ভর্ৎসনায় পুত্র কখন কখন গৃহত্যাগী হইয়া থাকে। মূর্খ পুত্র ভর্ৎসনার মধুরতা বুঝিল না, সেই জন্যই সে আপন গলদেশে আপনিই কুঠারাঘাত করিল। সে সেই ভর্ৎসনা শিরে ধারণ করিলে, তদ্বিনিময়ে সে যে স্বর্গীয় স্নেহ প্রাপ্ত

হইত, তাহা সে বুঝিল না। পিতা তাহাকে ভালবাসেন বলিয়াই তিরস্কার করিয়াছেন। তিরস্কারের মর্ম্ম বুঝিলেই সে ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিত। স্বর্গীয় পিতাও সময়ে সময়ে মনুষ্যকে তিরস্কার করিয়া থাকেন। সংসারী মায়ায় ভ্রান্ত হইয়া ঐ পরীক্ষাদি অন্যরূপ দর্শন করেন; সুতরাং, পরে তাহার হৃদয় ঈশ্বর-প্রেম-গ্রহণে অসমর্থ হয়। যিনি ক্রোধকে শান্তির প্রস্রবণ বিবেচনা করিয়া গরল হইতেই অমৃত গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই ধন্য।

৫৭। সন্দেহ।

সন্দেহযুক্ত-হৃদয়, ছিদ্রযুক্ত-তরণী-সদৃশ। সে, সময়ে আপনিও ডুবিবে এবং তৎসহ অপরকেও ডুবাইবে। নৌকা রক্ষা করিতে হইলে তচ্ছিদ্র নিরুদ্ধ করিতে হয়; তদ্রূপ হৃদয়ে সন্দেহ উদ্ভূত হইলে, তদ্দণ্ডে উহাকে নিবারণ করিবে। তরণী-মধ্যে ছিদ্র থাকিলেও অবহিত নাবিক সেই তরণী বাহিয়া যেমন নিজ গম্যস্থানে লইয়া যাইতে সক্ষম, তোমার হৃদয়ে সন্দেহ অবস্থিতি করিলেও তুমি সতর্ক এবং সুচতুর হইলে আপন কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে। হৃদয়ের অযথা সন্দেহ অতীব ভীষণ। তাহাতে আপন কার্য্য-কারিতা, নিজের শান্তি এবং অপরের শান্তি, একেবারে নষ্ট হইবে। ভৃত্যের প্রতি উপযুক্ত কারণ মূলে সন্দেহ উপজাত হইলে, নিজেই অধিক অবহিত হইবে; কিন্তু, তোমার হৃদয়ের ভাব শীঘ্র তাহাকে প্রকাশ্যতঃ জানিতে দিবে না। সে তাহা

কার্য্যতঃ জানিতে পারিলে তাহাতে তাহার সংস্কার সাধিত হইবারই সম্ভাবনা। ঐরূপ কার্য্যতঃ বা প্রকারান্তরে তাহাকে উহা জানানও আবশ্যক। অন্যথা, সে তোমাকে অলস বা নির্ব্বোধ জ্ঞানে অধিকই প্রবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইবে। পরে, প্রবঞ্চনায় সে কৃতকার্য্য হউক বা না হউক, সে কঠিন প্রবঞ্চনা-ব্যবসায়ী হইয়া উঠিলে, তৎপর তাহার সংস্কারের কম সম্ভাবনা। "অন্ধকে অন্ধ বলিবে না" ইহা বাল্যকালের অভ্যস্থ পাঠ। ভৃত্য বা অধীনস্থ ব্যক্তিকে প্রকাশ্যরূপে বঞ্চক বা আত্ম-সন্দেহ-প্রণোদিত-বাক্যে অভিহিত করিবে না। ঐরূপ করিলে, তাহার আনুগত্য তুমি একেবারেই বিনষ্ট করিবে। অধিক সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইলে, তৎকালে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই শ্রেয়ঃ। নচেৎ উভয়েরই বিপদ্‌গ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা। আত্মীয়-স্বজনবর্গের সম্বন্ধে একেবারেই সন্দেহোদ্রিক্ত বাক্য উচ্চারণ করিবে না। তাহাদিগের কোন কার্য্য তোমার অসন্তোষকর প্রতীতি হইলে, তাহা তাহাদিগের অজ্ঞানতা বশতঃ হইয়াছে ইহাই মনে করিবে, এবং অন্যবিধ অনুমান করিবার কারণ থাকিলেও তাহাদিগের কার্য্য অসদভিপ্রায়-প্রণোদিত বলিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হইবে। যেখানে আপাততঃ মিলের সম্ভাবনা নাই, তথায় তুমি আপনিই দূরে থাকিবে এবং তোমার অহিতকারীকে সদ্ব্যবহারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিবে। যাহারা স্বজন, তাহারা পরিণামে ঐ সদ্ব্যবহারেই তোমার বশীভূত বা অনুকূল হইবেন। সহিষ্ণুতা মানব-হৃদয়ের একটী মহদ্‌গুণ। যিনি স্বজন-কৃত

অপরাধ উপেক্ষা করিতে সক্ষম, তিনি পরিণামে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। স্বজনকৃত-অন্তর্বেদনা স্বজনের দ্বারাই আশু উপশমিত হইয়া থাকে। অতএব আত্মীয়বর্গের উপর প্রকাশ্য দোষারোপে তাঁহাদিগের সহানুভূতি যেন কখনই হারান না হয়। সেই সহানুভূতি হারাইলে কালাতিপাতেও তোমার হৃদয়-বেদনার কখন পূর্ণ শান্তি হইবে না। স্বজন-সহানুভূতি সন্দেহের দ্বারা কদাচ বিনষ্ট করিবে না।

সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইলে, সেই সন্দেহ নিরাকরণ জন্য অভিলাষ উপজাত হওয়া স্বাভাবিক। এই অভিলাষ সাধারণ বা অধীনস্থ ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে পরিপূরণের চেষ্টা হইলে হানি নাই। কিন্তু, বান্ধব বা বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতি দুর্বিপাক বশতঃ কোন বিষয়ে সন্দেহ উপজাত হইলে, ঐরূপ চেষ্টাই অনিষ্টের কারণ হইবে। উহাতে বন্ধু ও বিশ্বস্তজনের সহিত হৃদয়যোগ একেবারে ছিন্ন হইয়া যাইবে। বান্ধবের প্রতি সন্দেহ উপজাত হইলে, তৎকালে আত্মপ্রতি অর্থাৎ, নিজের নির্ম্মলতা বা অভ্রান্তির প্রতি আপন সন্দেহই তোমার রক্ষা। আর আপন নির্দ্দোষিতার প্রতি প্রকৃত সন্দিগ্ধবান্ হইলে, নিজাপরাধ এবং বন্ধুর দুর্ব্বলতা দর্শন করিয়া পরস্পরকে ক্ষমা করিতে সচেষ্ট হইবে। সুতরাং, তাহাতেই সন্দেহের প্রায়শ্চিত্ত সংসাধিত হইবে।

৫৮। গৃহীর পাপ।

সংসারিগণ যে রত্ন পাইবার জন্য নিত্য কত দেবতার আরাধনা করে; যাহার জন্য তাহারা শরীর-শোণিত-তুল্য অতি কষ্ট-লব্ধ-ধনও তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া তাহা ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না; অথবা, যে রত্নের জন্য তাহারা স্ব স্ব জীবনে কত দুঃসহ ক্লেশ অকাতরে প্রতি-নিয়ত সহ্য করিয়া থাকে, তাহারা সেই রত্ন পাইয়াও পরে তাহারই জন্য অতীব মর্ম্ম-নিঃপীড়িত হইয়া আপন আপন শিরে মুষ্টাঘাত করিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ অব-স্থায় তাহারা বিধাতা বা দগ্ধ অদৃষ্টেরই দোষ দিয়া আপনা-দিগকে নিরপরাধী স্থিরীকৃত করে। সংসারী-মানব-মায়ায় এই আশ্চর্য্য বিচিত্রতা। পুত্ররত্ন লাভ হইল, তাহার জন্ম-কালে কত আনন্দ জয়ধ্বনি এবং কত শঙ্খ ও মাঙ্গলিক বাদ্যাদি নিনাদিত হইল। প্রতিবেশীগণও সেই আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিল। পরে সেই শিশুর শৈশবে কতই আদর, কতই যত্ন এবং কতই আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। তৎ-পরে শিশু বালক হইল; তদনন্তর সে কুমারাবস্থায় উপনীত হইল। পুত্র যত বয়োপ্রাপ্ত হইতেছে, সংসারী পিতা-মাতার হৃদয়ে ততই আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। তাঁহারা ভাবিতে-ছেন তাঁহাদিগের গৃহান্ধকার দূরীকরণ জন্য গগণস্থিত চন্দ্র যেন নিত্য ক্রমশঃ তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, অথবা যেন তাহাদিগের সংসার-দুঃখ নিঃশেষিত করিবার জন্য সুখ-দিনমণি তাহাদিগের গৃহেই উদয়োন্মুখ হইতেছে; অথবা

যেন তাহাদিগের সমস্ত সংসারাশা পরিপূরণার্থ কল্পক্রমই তাহাদিগের নিকট সমানীত হইতেছে। কিন্তু হায়! সকলই যে তাঁহাদিগের মনসম্ভূত শূন্যাধিষ্ঠিত-দুর্গ তাঁহারা তাহা একবারও ভাবেন নাই। কোথায় পুত্র কুমারাবস্থায় উপনীত হইয়া সুকুমার হইবে, না সে একটী নূতন আকারের প্রাণী প্রস্তুত হইল, বাহ্যিক অঙ্গাদিতে মানব কিন্তু আচরণে পশুবৎ দৃষ্ট হইল। সংসারী-পিতা হর্ষের স্থলে বিষাদ, হাস্যের স্থলে ক্রন্দন, এবং আশার স্থলে পূর্ণ-নিরাশাকে অবলম্বন করিলেন। তিনি তখন পুত্রের সংস্কার চিন্তনে প্রবৃত্ত, তাহাকে কুপথ হইতে সুপথে আনিবার জন্য প্রয়াসযুক্ত হইলেন। তজ্জন্য কতই উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু, সকলই বন্যাস্রোতমুখে বালিবাঁধ-সদৃশ ভাসিয়া গেল। পিতা শেষে পূর্ণ নিরাশাযুক্ত হইয়া পুত্রই সংসারের পাপ এবং পুত্র-কামনাও পাপ-কামনা বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু পিতা ভাবিলেন না যে, ঐ সমস্ত কিছুই পাপ নহে; সমস্তই তাঁহার আপন কার্য্যগুণে পাপাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি পুত্রকে লালন করিয়াছেন, পিতার একটী কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি তাহার চরিত্র এবং জীবন সংগঠনে সতর্কতা অবলম্বন না করায়, তাঁহার দ্বিতীয় কর্ত্তব্যে ক্রটি করিয়াছেন। সেই ক্রটি-হেতুই এক্ষণে পুত্রের দুর্দ্দশা। মনুষ্যের নিজের পাপেই যে তাহার তাবৎ নষ্ট বা নষ্টোন্মুখ হয়, তাহা মনুষ্য জানিয়াও তদ্বিষয়ে মনোযোগী হয় না। গৃহীর পাপে গৃহ নষ্ট, এবং রাজার পাপেই প্রজার ক্লেশ ও রাজ্যনষ্ট ইহা গৃহী এবং রাজা

উভয়েই জানেন, কিন্তু উভয়েই সংসারের মায়াতে ভ্রান্ত হইয়া স্ব স্ব হিত প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বিমুখ হয়েন। উভয়েই নিত্য ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করুন, তৎপ্রাপ্তিতে তাঁহারা যেমন সুখী হইবেন, তেমনি তাহাতে গৃহীর সন্তান-স্বজন এবং রাজার অমাত্য-প্রজা প্রভৃতি সকলেই সুখী হইবে। যাঁহারা সংসার পালনই ঈশ্বর-সেবা জ্ঞান করেন এবং সেই সেবার পারিপাট্য লাভের জন্য নিত্য ঈশ্বরানুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া জীবনকে পবিত্র হইতে পবিত্রতর করিতে চেষ্টা করেন, সেই গৃহী এবং ভূপাল উভয়েই ধন্য।

৫৯। পরপ্রশংসা।

কুটিল নয়ন যেমন পরশ্রী দর্শনে কাতর, তেমনি কুটিল কর্ণ পর-প্রশংসা শ্রবণে ব্যথিত হয়। প্রবাদ আছে যে, বিড়াল গৃহীকে আঁটকুড়া বা অপত্য বিহীন দেখিলেই তাহার আনন্দ। সংসারে কুটিল মনুষ্য ঐ মার্জ্জার সদৃশ। যদি সে একা থাকিয়া সমুদয়ই উপভোগ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু, সংসার ত কেবল তাহার অভীপ্সা সাধন জন্য সৃষ্ট নহে। অবশ্যই উহার নিয়ম অন্যবিধ। সুতরাং, কুটিল ব্যক্তির চক্ষু-শূল বা কর্ণ-শূলের উপশম হইল না। কিন্তু, অনর্থক কাতরতা কেন? জানিবে যে, যাহাতে রোগের উৎপত্তি তাহাতেই নিবৃত্তি। যেমন, কর্ণ-মধ্যে জল প্রবেশ করিলে তাহা পুনশ্চ সলিল দ্বারাই বহির্নিসরণ করিতে

হয়, কাহারও প্রশংসায় তোমার কর্ণ ব্যথিত হইয়া থাকিলে তাহারই গুণানুবাদ শ্রবণে তোমার ঐ প্রশংসা-শ্রবণ-কাতরতা নিরাকৃত হইবে।

ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির ঔষধ সেবনই তাহার রোগ মুক্তির প্রধান উপায়। সেইরূপ পরশ্রী-কাতরতা-ব্যাধি নিপীড়িত ব্যক্তিরও ঔষধ-সেবন নিতান্ত প্রয়োজন। পরের শ্রী এবং নিজের সুখ-বিত্তাদি যাহা কিছু আছে, সমস্ত ঈশ্বর হইতে আগত, এই বিবেচনায় নিজ সম্বন্ধে ভগবদ্-প্রদত্ত কৃপা-নিচয়-চিন্তন এবং তজ্জন্য ঈশ্বর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই পরশ্রী-কাতরতা-ব্যাধির মহৌষধ। পর-প্রশংসা-কাতরতা রোগেরও ঐ একই ঔষধ। তুমি নিজের সম্বন্ধে অবশ্যই সুনামাকাঙ্ক্ষী। ঐরূপ সুনাম কোন বিষয়ে তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকিলে, তাহার জন্য যেমন অপরে সুখী হইবে তুমি আশা কর, তেমনি অন্যেও তাহাদিগের সুযশে তোমারও সন্তুষ্ট-চিত্ততায় আশা করিয়া থাকেন। তুমি তাহাতে সুখী হইলে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদই প্রাপ্ত হইবে।

পর-প্রশংসাই যে আত্ম-প্রশংসা ইহা মনুষ্য ক্বচিৎ বুঝিয়া থাকে। চতুর ব্যক্তি তাহা বুঝিয়া তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে আপনারই যশঃ ঘোষিত করিয়া লয়। সজ্জনদিগের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা এবং তৎপ্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া সে নিয়তই অপরের নিকট তাঁহাদের যশঃ ঘোষণা করিয়া থাকে। ইহাতে তাহার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, সজ্জনসহ তাহার আত্মীয়তা হেতু অপরে তাহাকে ঐ প্রকৃতির লোক অনুমান করিবে। সে দুষ্ট চতুর হইলে,

লোকে তাহাকে সদ্‌গুণান্বিত বিবেচনা করিয়া প্রতারিত হইতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু, তাহা হইলেও তাহার দ্বারা এই একটী উপকার সাধিত হইল যে, তদুল্লিখিত সজ্জনদিগের যশঃ তাহা কর্ত্তৃক কয়েক জনের নিকটও ঘোষিত হইল। তাহাতে ঐ সজ্জনগণ দূরে থাকিয়াও ঐ সকল লোকদিগের নিকট আদরের পাত্র হইলেন। "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বহন করেন" যে উক্তি আছে, তাহা এই দৃষ্টান্তেও একরূপ উৎকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইল। সজ্জনগণ আত্মগুণানুকীর্ত্তন করেন না। তাঁহাদিগের গুণানুবাদ উল্লিখিত চতুর-ব্যক্তি বা শিষ্ট সাধুগণ কর্ত্তৃকই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং, উপযুক্ততার সম্মান স্বতঃই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হয়। পরগুণানুকীর্ত্তনে মনুষ্যের আত্মলাভ ভিন্ন কিছুই হয় না। যিনি সাধু, ঐ গুণানুবাদে তাঁহার জীবনে ঈশ্বর-প্রসন্নতা লাভ হইবে; এবং যে চতুর-সংসারী, ঐ গুণানুকীর্ত্তনে সে নিজ-প্রশংসাই প্রকারান্তরে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে। অতএব সাধু হও বা চতুর-সংসারী হও, পর-প্রশংসা নিয়ত তোমার জীবনের ধর্ম্ম করিবে। ঐ পরপ্রশংসায় কখনও কাতরতা প্রকাশ করিবে না। বরং, পর-প্রশংসা-কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই উন্মুখ থাকিবে। সতের গুণানুকীর্ত্তনে ক্রমশঃ আপনিও সময়ে সদ্ভাব ধারণ করিয়া সুখী হইবে। কিন্তু, পর-প্রশংসা করিতে গিয়া অযথা প্রশংসা কদাচ করিবে না। কারণ, তাহা করিলে, তুমি অপরের চক্ষে কালে হেয়রূপে দৃষ্ট হইবে। সত্যের সাহায্যার্থে যতদূর প্রশংসা করা উচিত

বিবেচনা করিবে, সর্ব্বথা ততদূরই করিবে। এবম্বিধ পর-প্রশংসায় যেমন ঈশ্বরের সেবা, তেমনি তাহাতে নিজেরও হিত যুগপৎ সাধিত হইবে।

৬০। কার্য্য-তৎপরতা।

শম্বুকের প্রকৃতিগত মন্থরগতি; কিন্তু, উহাকে দেখিলে কাহার না হৃদয়ে ঘৃণা উপজাত হয়? উহার জঘন্য স্থির মন্দ গমন যেমন উহার স্বাভাবিক কার্য্য, তৎপ্রতি মনুষ্য হৃদয়ের ঘৃণাও তেমনি ঐ হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব। শিথিল-স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ শম্বুকের অবস্থাপন্ন। সে হয় ত স্বভাবতঃ কার্য্যে অক্ষম, তজ্জন্য তাহার কার্য্য-তৎপরতা দৃষ্ট হয় না; কিন্তু, তথাচ তাহার দীর্ঘসূত্রতা সর্ব্বদাই ঘৃণার্হ। যাহারা বার্দ্ধক্য বা দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত শিথিল-স্বভাব-বিশিষ্ট, তাহারা ক্ষমার পাত্র হইতেও পারে; কিন্তু, তাদৃশ কারণাভাবে যাহারা দীর্ঘসূত্রতা দোষে দোষী, তাহাদিগের অপরাধ অক্ষমনীয়।

বিষয়-কর্ম্ম-নিযুক্ত ব্যক্তির প্রথম প্রয়োজনীয় গুণ, কার্য্য-তৎপরতা। এই গুণ তাহার না থাকিলে সে সময়ে সাধারণ সমীপে অকর্ম্মণ্যরূপে স্থিরীকৃত হইবে। সে বাণিজ্য-কারী বা ব্যবসায়ী হইলে লোকে তাহার সহিত ব্যবসা ও কার্য্যাদি করিতে সঙ্কুচিত হইবে। সুতরাং, তাহার ব্যবসাদি কালে লয় প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। আর সে ব্যক্তি অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহার অধীনস্থ

ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ তাহারই স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। পরিশেষে তাহার কার্য্যে এমনই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে যে, সে নিজে কাহারও অধীনস্থ হইলে সর্ব্বদা তাহার উপরিস্থ ব্যক্তি বা প্রভুর নিকট তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ক্ষোভ-গ্রস্ত হইবে। এইরূপে সে স্বপদ-মর্য্যাদা সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়া পরিণামে সম্মান-ভ্রষ্ট হওয়াই তাহার দুর্ভাগ্য ঘটিবে। শিথিল-স্বভাব-যুক্ত ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যবসাবলম্বী হইলে তাহার অবলম্বিত কার্য্য সময়ে অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

অপরপক্ষে, যাহাদিগের কার্য্য-তৎপরতা আছে, তাহাদিগের অন্য বিশেষ কার্য্যগুণ না থাকিলেও তাহারা সময়ে তজ্জন্যই কর্ম্মিষ্ঠ সঞ্জাত হইবে। তাহারা ঐ একটী গুণের জন্যও অপরের প্রশংসা-ভাজন হইয়া থাকে। পিপীলিকা এবং শম্বুক কাহার কি করিয়া থাকে? বরং, পিপীলিকা মনুষ্যকে দংশন করে এবং সময়ে তাহার দ্রব্যাদিও নষ্ট করে; কিন্তু, ঐ কীটের কার্য্য-ব্যস্ততা চিরোপমার বিষয়, এবং শম্বুকের দৃষ্টি চির ঘৃণার কারণ হইয়াছে। কার্য্য-তৎপর-ব্যক্তি পিপীলিকা সদৃশ। তাহার অনূন ঐ গুণে অপরে বশীভূত হয়। কার্য্যের ত্বরিৎ-সম্পাদন-হেতু তাহার সহিত কার্য্যাদিতে সাধারণে সুখানুভব করে। সুতরাং, তাহাতে যেমন তাহার নিজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহার সহিত ব্যবহারে অপরের কার্য্যও সময়ে শ্রীসম্পন্ন হয়। তুমি ঐরূপ স্বভাব-যুক্ত হইলে লোকে তোমার নিকট কার্য্যের জন্য আসিয়া তৎকার্য্যে অকৃতকার্য্য হইলেও তাহারা সত্বর দ্বিতীয় উপায়

অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবে; সুতরাং, তোমার কার্য্য-তৎপরতায় অন্যের উপকার ভিন্ন অপকার সংঘটিত হইল না।

তুমি হয় ত গুরুকার্য্যাদি ত্বরিত সম্পাদনে যত্নশীল; কিন্তু, ক্ষুদ্র বিষয়গুলিতে শৈথিল্য প্রকাশ করা তোমার স্বভাবগত হইয়াছে। তুমি মনে করিবে বিষয়-ব্যবসাদি সম্বন্ধীয় কার্য্যগুলির প্রতি সত্বর মনোযোগী হওয়া তোমার নিজ প্রয়োজন; কিন্তু, অন্য সাধারণ কার্য্যগুলি তোমার তাদৃশ আবশ্যকীয় বলিয়া মনে না হইতে পারে। ইহা তোমার পক্ষে নিতান্ত বিড়ম্বনা। ক্ষুদ্র কার্য্যের প্রতি তোমার তাচ্ছল্য উপজাত হইলে, তুমি তদ্দ্বারা ঐ কার্য্য-ফল-প্রত্যাশীকে যে কেবল ভগ্ন-মনোরথ বা তাহার অনিষ্ট করিলে তাহা নহে, তদ্দ্বারা নিজেরও অনিষ্ট করিলে, অর্থাৎ ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা তুমি নিজে অকর্ম্মণ্য সঞ্জাত হইবার পথ উদ্ঘাটিত করিলে। তোমার পক্ষে যাহা ক্ষুদ্র, তাহা অপরের নিকট অতি গুরু বা মহৎ হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব, যে কেহ বাক্য বা লিপি দ্বারা তোমার নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থী হইলে তুমি তৎপ্রার্থনার প্রতি ত্বরিত কর্ণপাত করিবে এবং তাহা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে হইলে সত্বরই তাহা করিবে। কেননা একটী বিষয়ে শিথিল স্বভাব হইলে, ক্রমশঃ অন্যান্য কার্য্যে তোমার ঐ প্রকৃতিপ্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অতএব বিষয়ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিবার অভিলাষী হইলে কোনও বিষয়ে শিথিল-স্বভাব যুক্ত হইবে না। সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া

তোমার জ্ঞান থাকিলে স্বতঃই কার্য্য-তৎপরতা তোমার প্রকৃতির বিষয় হইবে। তদবস্থায় তুমি সকলের আদরের সামগ্রী হইয়া সুখী হইবে।

৬১। ক্ষুদ্রদৃষ্টি।

সাধারণে ইহাতে কেবল নীচতাই দর্শন করে। বস্তুতঃ, যেখানে উচ্চ দৃষ্টির প্রয়োজন, সেখানে দৃষ্টির খর্ব্বতায় নীচতা সন্দেহ নাই। কিন্তু, ক্ষুদ্রদৃষ্টি সর্ব্বদা নীচদৃষ্টি বা হৃদয়ের নীচতা-জ্ঞাপক নহে। তোমার ক্ষুদ্রদৃষ্টি না থাকিলে, তোমার প্রকৃত বিষয়-জ্ঞান কদাচ জন্মিবে না। প্রচলিত কথা বা নিয়ম এই যে, রচনা-কার্য্যে তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দগুলির প্রতি অবহিত হইলেই, বড় বড় শব্দ-নিচয়ে স্বতঃই সাবধান হইবে। ইহাই রচনার বীজমন্ত্র। এই সূত্রানুসারে চলিলে, তুমি সময়ে রচনায় অবশ্যই পারিপাট্য লাভ করিবে। বিষয়ক্ষেত্রে তুমি ক্ষুদ্র কার্য্যগুলিকে একেবারে অবহেলা করিলে, তুমি যে কেবল শিথিল-স্বভাব-যুক্ত হইবে তাহা নহে, তুমি কার্য্য-পটুতাও লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। একটী সামান্য ক্ষুদ্র বিষয়াবহেলায় কি না অকল্যাণ সংঘটিত হইতে পারে? কথিত আছে, একদা একটী সামান্য বিষয়ে অমনোযোগিতা-হেতু জনৈক সেনাপতির সমস্ত সেনা বিনষ্ট হইয়াছিল। "একটী কীলকের অভাবে তাঁহার সহকারী সৈনিকের অশ্বক্ষুরের নাল নষ্ট হয়; সেই নালের অভাবে সৈনিকের অশ্ব নষ্ট হয়; এবং সেই অশ্বের অভাবে সৈনিক পুরুষ

স্বয়ং বিনষ্ট হন; কারণ, তিনি শত্রু হস্তে পতিত হইয়া হত হইলেন; তৎপর সেই সৈনিকের প্রাজ্ঞতার অভাবে তদীয় সেনাপতির সমস্ত সেনা বিনষ্ট হইল। সৈনিকের অশ্বনালে একটী ক্ষুদ্র কীলক রীতিমত সংবদ্ধ হয় নাই বলিয়াই, ঐ সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।” অতএব কর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষুদ্রদৃষ্টির অতীব প্রয়োজন।

তোমাকে ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি-বিরহিত দেখিলে, তোমার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ ঐ ঐ ক্ষুদ্র বিষয়ে প্রতারণার দ্বারাই সময়ে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। অনেকগুলি ক্ষুদ্রবস্তু-সমষ্ঠিতে একটী বৃহৎ বস্তু সঞ্জাত হয়। ক্ষুদ্রকে বৃহদাকারে দেখিলেই তোমার চক্ষু ফুটিবে; কিন্তু, অকালাবধানে কোন সুফল সংঘটিত হইবে না। সময় থাকিতেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব প্রথম হইতেই তোমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলিতে তুমি দৃষ্টি রাখিবে। তাহাতে অপরে তোমার ঐ কার্য্য নীচ জ্ঞান করে করুক, তাহাতে তোমার যেমন কোন ক্ষতি হইবে না, অপরপক্ষে তাহারাও উহাতে উন্নতমনাঃ বলিয়া পরিচিত হইবে না। পরের দ্রব্য সকলেই অকাতরে অপব্যয় করিতে পারে। তোমার অর্থাপব্যয়ে বা অনিষ্টে প্রহৃষ্টমনাঃ হইয়া তাদৃশ ব্যক্তিগণ বড়মানুষত্ব প্রকাশ করিলে কি হইল? যদি তাহাদিগের নিজ সম্বন্ধেও ক্ষুদ্র বিষয়গুলির প্রতি আপন আপন দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদিগের উচ্চমনস্বিতা প্রদর্শিত হইল না, বরং মূঢ়ত্ব অধিক পরিমাণেই প্রকাশিত হইল। কেননা, তাহারা নিজের এবং অপরের অনিষ্টকারী ইহাই তাহাতে প্রমাণিত হইল।

পরের কথায় কখনও ভ্রান্ত হইবে না, অথবা অখ্যাতি-ভীতি বা সুখ্যাতির আশা দ্বারা কখনও পরিচালিত হইবে না। যাহা উচিত এবং সত্য বলিয়া হৃদয়ে ধারণা হইবে, তদনুসরণ করিতে কখনও সঙ্কুচিত হইবে না। ঔচিত্যের অথবা সত্যের ক্ষুদ্রত্ব বা বৃহত্ব নাই। একটী ক্ষুদ্র সত্য তুমি পরিত্যাগ করিলে; তাহাতে নিজ জীবনকে তুমি অসত্য করিলে। ঐ অসত্যতায় কালে তোমার মহানিষ্ট সংঘটিত হইবে। তখন রক্ষার অনুপায় দেখিয়া অত্যন্ত আক্ষেপেই জীবন অবসান হইবে।

উচ্চ-দৃষ্টিতে অনেকে নষ্ট হইয়াছে। কোন সম্ভ্রান্ত উচ্চ-পদাধিষ্ঠিত কর্ম্মচারী সর্ব্বদা এমনই উচ্চ-চালে চলিতেন যে, তিনি তাঁহার নিজ কার্য্যক্ষেত্রের ক্ষুদ্র বিষয়গুলির প্রতি আদৌ দৃষ্টি রাখিতেন না। কালে তাঁহার সদ্ব্যবহারের স্বতঃই অপব্যবহার হইল। প্রবঞ্চকগণ তাঁহার ঔদাসীন্য বুঝিয়া নানা-রূপ প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। কালক্রমে সেই প্রবঞ্চনা-নিচয় রাজ-কর্ণগোচর হইল। তখন রাজপক্ষ হইতে তাঁহাকে সেই সমস্তের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইল। কিন্তু, তাঁহার আর কি উত্তর আছে? প্রবঞ্চকগণ তাঁহার এমনই সর্ব্বনাশ করিয়াছে যে, তাঁহার একটী কথা বলিবারও সুযোগ রাখে নাই। সুতরাং, হতাশ হইয়া তিনি এক প্রকার নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু, তাহাতে তিনি ন্যায়ের দণ্ড এড়াইতে পারিলেন না। পরিণামে তিনি স্বীয় সম্ভ্রমের পদ হইতে চ্যুত হইলেন। প্রকৃত মানীর মর্ম্মপীড়া কোথায় সহ্য হইয়াছে! সেই মর্ম্ম বেদনায় তাঁহার আত্মা সত্বরই দেহাবচ্ছিন্ন হইল।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তৎসমস্তই ক্ষুদ্র-দৃষ্টি-বিরহিততার ফল। যদি সেই মানী ব্যক্তি একটু প্রখর-দৃষ্টি হইতেন, তাঁহার পরিণাম-দুর্দ্দশা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু, তিনি উচ্চ-চালেই নষ্ট হইলেন। অতএব অযথা উচ্চ-চালে কখনও আপনার স্বার্থ নাশ করিবে না। অবহিত হইয়া ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বিষয় সমুদয় আপনার দৃষ্টির অধীন রাখিবে, তাহাতে প্রথমটীতে দুষ্টলোক কর্ত্তৃক তোমার কুযশ ঘোষিত হইলেও তুমি কদাচ আত্মসুখ হারাইবে না। এই আত্মসুখ রক্ষা করিতে তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইবে। তাহাতে পরিণামে তোমার বিরোধিগণও তোমার যশঃকীর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে। এইরূপে তুমি আত্ম-সন্তোষ এবং সুখ্যাতি উভয় লাভ করিয়া সুখী হইবে।

৬২। বিনয়।

ফলভারাবনত বৃক্ষ যেমন নয়ন-রঞ্জক ও মনোহর, বিনয়াবনত মনুষ্য তেমনি সুদৃশ্য ও চিত্তবিনোদকারী। অপিচ, পাদপ শাখা-প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হইলেও তাহা সময়ে ফল ধারণ না করিলে যেমন নিশ্চয়ই অনাদরের বস্তু হইয়া পড়ে, সেইরূপ মনুষ্য বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া তাহার হৃদয় বিনয়যুক্ত না হইলে অবশ্যই সে ঘৃণাস্পদ হয়। বিনয়ী হইলে মস্তক নত করিতে হয় বটে; কিন্তু, সেই নমিত-মস্তক পুষ্পগুচ্ছাবনত কমনীয়

গোলাপশাখা সদৃশ সাদরেই উত্তোলিত হইয়া সাধু ও অসাধু সকলের কর্তৃকই আদৃত হইয়া থাকে।

বিনয়ই স্পর্শমণি। যাহার হৃদয়ে বিনয় আছে, তাহার সমস্ত প্রকৃতি ঐ স্পর্শমণি সংস্পর্শে সুবর্ণাকারে পরিণত হইবে। বিদ্যাহীন ব্যক্তিরও বিনয় থাকিলে, সে আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি বিষয়ক্ষেত্রে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত আছ; তুমি প্রকৃত বিনয়ী হইলে, তোমার উপরিস্থ বা অধীনস্থ ব্যক্তিগণ সকলেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তদবস্থায় তোমার কল্যাণ সকলেরই অভিলাষের সামগ্রী হইবে; এবং সকলের শুভ কামনায় তুমি নিশ্চয়ই ক্রমোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু, কর্ম্মক্ষেত্রে যে অবিনয়ী বা অহঙ্কারযুক্ত, সে বিদ্বান বা অন্যান্য গুণবিশিষ্ট হইলেও নিশ্চয়ই অপরের বিষদৃষ্টিতে পড়িবে। সুতরাং, সে সকলের বিদ্বেষের পাত্র হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইবে; এবং কোনরূপে তাহার উন্নতাবস্থা হইলেও কেহ তাহাতে সুখানুভব করিবে না। সে পরের অশুভ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া আপনার ঐ উন্নতিতেও আত্মসুখহারা হইবে। আশীর্ব্বাদ বা অভিসম্পাত একেবারে মিথ্যা নহে। মনুষ্য-জীবনে উভয়েরই ফল ফলিয়া থাকে। সকলের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিবে। তাহাতে তোমার মঙ্গল সর্ব্বতোভাবে সাধিত হইবে।

যদি বিনা সম্বলে কেহ সংসার-বিচরণে সমর্থ হয়, সে সৎ বা বিনয়ী ব্যক্তি। কেহ চাকরীর জন্য প্রার্থী। সেই ব্যক্তি প্রকৃত বিনয়ী হইলে তাহার প্রতি সকলেরই স্নেহ

ও দয়া উপজাত হইবে; এবং এক সময়ে সে অভীপ্সিত বস্তু পাইয়াও সুখী হইবে। মৎস্য শিকার করিতে হইলে অধোদৃষ্টিরই প্রয়োজন। উর্দ্ধমুখ ব্যক্তি ঐ কার্য্যে সফলকাম হয় না। সেইরূপ অহঙ্কারোন্নত-ব্যক্তি কদাচ আপন ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সংসারে উন্নতি লাভ করিবার আশা থাকিলে, তুমি সর্ব্বদা নম্র এবং বিনয়ী হইবে। কিন্তু, তোমার বিনয় যেন বিড়াল-ব্রতিকের বিনয় না হয়। তুমি বিনয়ে আপনাকে সর্ব্বদা অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিবে। তোমার হৃদয় সতত ভগবচ্চরণাবনত থাকিলে বিড়াল-তপস্বিত্ব বা বক-ধার্ম্মিকত্ব তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাহা হইলে তুমি নিত্য ঈশ্বরের প্রসন্নতা এবং মনুষ্যের সন্তোষ লাভ করিয়া সুখী হইবে। জগতের স্নেহ এবং সহানুভূতি লাভ করিতে হইলে, আপনাকে জগৎ-সেবক এবং বিনয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

৬৩। কৃতজ্ঞতা।

কেহ বলিয়াছেন যে, মনুষ্য হাসিতে পারে, ইহাতেই পশ্বাদি প্রাণীসমূহ হইতে তাহার পার্থক্য। অপিচ, মনুষ্যই কেবল হৃদয়-কৃতজ্ঞতা নিজ মুখে প্রকাশ করিতে সমর্থ, অতএব এই শক্তিতেও অবনিস্থ অন্যান্য জীবাদি হইতে তাহার বিশেষ স্বাতন্ত্রিকতা। বাস্তবিক, কৃতজ্ঞতা-শূন্য মানব, পশু বা জড়-পদার্থ সদৃশ। গো, অশ্ব, কুক্কুর প্রভৃতি

গৃহপালিত জন্তুগণের মধ্যে প্রভুভক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং তাহা কখন কৃতজ্ঞতা নামেও অভিহিত হয়। কিন্তু, মনুষ্যের হৃদয়-কৃতজ্ঞতা স্বতন্ত্র। পশ্বাদি যতদিন যাহা কর্ত্তৃক পালিত হয়, ততদিন তাহার প্রতি উহাদিগের অনুরাগ; স্বামী-পরিবর্ত্তনে সেই অনুরাগেরও পরিবর্ত্তন। মনুষ্য সেই রূপ হইলে, ইতর জীবজন্তু হইতে তাহার বিশেষ প্রভেদ থাকিত না। যে প্রকৃত মনুষ্য, তাহার এক দিনের অনুরাগ চিরদিনের শ্রদ্ধা; কোন দিন কাহারও নিকট একটীও উপকার প্রাপ্ত হইলে, নিত্যকাল তাহার হৃদয় সেই উপকারীর চরণাবনত। ইহাই মনুষ্য-হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা। এই হৃদয়-কৃতজ্ঞতা যাহার আছে, সে একটী অমূল্য রত্নের অধিকারী। সে একজন সামান্য ব্যক্তি হইলেও সকলের স্নেহের পাত্র। তাহার হিতসাধন সর্ব্বদাই অন্যের সন্তোষের কারণ; সুতরাং, সংসারে তাহার মঙ্গলও ধ্রুব। কিন্তু, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি স্বভাবতঃ সকলের অপ্রিয়, এবং সে আত্মীয় স্বজনেরও শুভকামনা হইতে বঞ্চিত হয়; সুতরাং, তাহার নিজ মঙ্গলের আশা অতীব অল্প। উপকারীকে স্মরণমাত্রে তৎপ্রতি যে ব্যক্তির হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র না হয়, সেই ব্যক্তি অবশ্য ঘৃণার্হ।

সাধারণ মনুষ্য-হৃদয় এমনই গঠিত যে, সে নিজ কৃতোপকারের কোনরূপ বিনিময় প্রতীক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার নিকট উপকৃতের হৃদয়-কৃতজ্ঞতা অন্যূন সেই বিনিময়। প্রত্যুত্তঃ, এ বিনিময়ও অধিক নহে। মনুষ্য তাহা অনায়াসে প্রদান করিতে সমর্থ। ইহাতে অর্থ বা অন্য

কিছুরই ব্যয় নাই। ঋণ-স্বীকারেই ঋণ-পরিশোধ, ইহা অপেক্ষা ঋণ-মুক্তির সহজ উপায় আর কি আছে? এইরূপ ঋণ-স্বীকারে মনুষ্য মনুষ্যের তুষ্টি, এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখ, তাহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ হতভাগ্য বলিতে হইবে। তাদৃশ ব্যক্তি অবশ্য জগতে ঘৃণিত। কিন্তু, কেহ কেহ স্বভাবতঃ অধিক লজ্জাশীল, এবং সেই হেতু তাহাদিগের অন্তরের কৃতজ্ঞতা সময়ে বাক্যে প্রকাশিত হইবার অবকাশ পায় না। লজ্জাশীলা রমণী এবং তাদৃশ প্রকৃতি-বিশিষ্ট পুরুষদিগের ঐ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু, তজ্জন্য তাহাদিগের প্রতি কেহ যেন হঠাৎ কঠিনতা প্রকাশ না করেন। তাহাদিগের হৃদয়-কৃতজ্ঞতা তাহাদিগের আস্যেই প্রকাশিত হইবে। তুমি মনুষ্য-প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ হইলে, সেই কৃতজ্ঞতা অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারিবে। বাক্যাপেক্ষা মৌন-ভাবাপন্ন মুখ-মণ্ডলে যে কৃতজ্ঞতার বিকাশ হয়, তাহা অতীব মনোহর। তৎকালে মনুষ্যাস্যে দেব-ভাবের আবির্ভাবে তৎমধুরত্ব সন্দর্শনে কাহার না হৃদয় পুলকিত হয়? কিন্তু, যেখানে হৃদয়-কৃতজ্ঞতা আস্যে প্রকাশিত হইবার অবকাশ পায় নাই, সে স্থলে উপকৃত-ব্যক্তি উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিবেন, এবং তাহা উপস্থিত হইলে প্রাপ্তোপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা বাক্যে স্বীকার করিতে যেন কোন মতে ত্রুটি না করেন। অন্যথা, তিনি কোন বিষয়ে একবার অকৃতজ্ঞরূপে পরিচিত হইলে, তাহা তাঁহার চির-কলঙ্কের কারণ হইবে। অন্যূন, যাঁহার নিকট তিনি কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করিতে অপারগ হইলেন, তাঁহার নিকট তাঁহার দ্বিতীয় উপকার প্রাপ্তির আশা আর থাকিবে না।

কৃতজ্ঞতা-প্রাপ্তি অতীব মনোহর এবং আনন্দের কারণ। কিন্তু, ইহাতে প্রাপকের হৃদয় যেন অহঙ্কারে স্ফীত না হয়। দেবপূজানুরত সাধক উত্তম কুসুমাদি প্রাপ্ত হইলে, তাহা স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে নিবেদন করিয়াই কৃতার্থ হন। অন্যের কৃতজ্ঞতা-প্রাপ্তি যদি কাহারও সৌভাগ্য হয়, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরেই সেই প্রাপ্ত উপহারটী অর্পণ করিবে। ঐ অবস্থায় কৃতজ্ঞতা-দাতা এবং তৎগ্রহীতা উভয়েই ঈশ্বর-প্রসন্নতা-লাভে সুখী হইবে। এইরূপে কৃতজ্ঞতা-দান এবং কৃতজ্ঞতা-গ্রহণকে আপনার পরমার্থ-লাভের উপায়ীভূত করিয়া সংসারে আপনাকে নিয়ত ধন্য করিবে।

সম্পূর্ণ।

THE BALTAZAR... 1903. CALCUTTA

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	৫-২১		ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত
১৯	১৫	করিলে	করিলে, যদি
২৪	১৬	মনোপীড়ার	মনঃপীড়ার
৪৩	২৪	পূর্ব্ব পথের	পূর্ব্ব জন্মের
৫৮	১	স্থূল	মূল
৬৫	৪	বিপদ আনিতে	বিষাদ আনিতে
৭২	৬	সমুদ্র-বিচ্ছিন্ন	সমুদ্র-বিনিঃসৃত
৭৪	৮	ব্যবস্থানভিজ্ঞেরই	ব্যবহারানভিজ্ঞেরই
৮০	১৭	মুহূর্ত্তের	প্রতিমুহূর্ত্তের
৮২	১৫	সম্বন্ধে সংস্পৃষ্ট	সংসৃষ্ট
৮৯	৩	সেই	সেইরূপ
৯৪	২	পরিবর্দ্ধন	পরিবর্জ্জন
৯৯	১৩	বৈষয়িক	বৈষয়িক বুদ্ধির
১০০	২০	ব্যবস্থার	ব্যবহার
১০৩	১২	পরিবর্দ্ধন	পরিবর্ত্তন
১০৭	১৮	প্রকৃত	প্রকৃত উদ্বাহ
১২৬	১২	উন্মাদ-আখ্যা	উন্মাদাখ্যা
১২৯	১৮	অসন্তোষেও	সন্তোষেও
১৩০	২২	কীর্ত্তিমান্	কান্তিমান
১৩১	৫	সততাই	সততাতেই